সংগ্রাম ও শান্তি

শচীন সেনগুপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দাম—১।০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উৎসর্গ

নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরী

প্রীতিভাজনেষু—

নটসূর্য্য,

তোমার মনে থাকবার কথা নয়, কিন্তু আমার বেশ মনে আছে, বহুদিন আগে কথা-প্রসঙ্গে তুমি বলেছিলে—'রাজা উজীর সেজে সেজে মরে যাচ্ছি মশাই, নতুন ধরণের নাটক লিখুন।' সেদিন মনে মনে ঠিক করেছিলাম, সেই চেষ্টাই করব। প্রথম নাটক লিখেছিলাম 'রক্ত-কমল'। কত ত্রুটি তাতে ছিল, আজ বুঝতে পারি। তাই আজ আগেকার ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন থেকে নতুন ধরণের নাটক লিখতে চেষ্টা করি। 'সংগ্রাম ও শান্তি' সেই চেষ্টার ফল।

'নতুন ধরণের নাটক' বলে 'সংগ্রাম ও শান্তি' স্বীকৃতি পেয়েচে। সকলে না জানলেও আমি জানি এর নতুনত্বে তোমার দান কতখানি। এর দ্রুতগতি, যা দর্শকদের প্রীত করেচে, তা তোমারই নির্দ্দেশে পাওয়া গেছে। তোমার পরিচালনার কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েচে অব্যাহত-গতি দেবার পরিকল্পনায়। সেই পরিকল্পনা তুমি কাজে সফল করে তুলেচ, অভিনেতৃদের নতুন নতুন কৌশলও তুমি শিখিয়ে দিয়েচ। তোমার দান অস্বীকার করতে পারি না, চাই না। স্বীকৃতি স্বরূপ নাটকখানি তোমারি প্রতিভা-রশ্মিতলে উৎসর্গ করলাম।

প্রীতিধন্য

শচীন সেনগুপ্ত

নিবেদন

মানুষ শান্তি চায়,—যেমন ব্যক্তিগত জীবনে, তেমন সমষ্টিগত ভাবে। কিন্তু শান্তি সংসারে সত্যই দুর্লভ। সহসা তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। অন্তর যাহা চায়, তাহা পাওয়া যায় না বলিয়া মানুষ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। এই বিক্ষোভের জন্যই সংগ্রাম দেখা দেয়। শান্তিলাভের আশা লইয়া মানুষ সংগ্রাম করে। তাই সংগ্রামও কখনো কখনো জীবনের কাম্য হইয়া দাঁড়ায়।

জীবনকে যাহারা খণ্ডরূপে দেখে, তাহারা ভ্রান্তিবশতঃ হয় সংগ্রামের, না হয় শান্তির উপর অতিরিক্ত জোর দিয়া একটিকে গ্রহণ এবং অপরটিকে অস্বীকার করে। কেহ বলে সংগ্রামই হইতেছে সর্ব্বস্ব, তাই সর্ব্বতোভাবে সংগ্রামকে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। আবার কেহ মনে করে সংগ্রাম সর্ব্বনাশা, তাই সর্ব্বতোভাবে তাহাকে পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু অবিরাম সংগ্রাম যেমন সর্ব্বনাশের কারণ, তেমন অটুট শান্তিও সর্ব্বনাশের হেতু হইয়া দেখা দেয়। চাওয়া আর পাওয়া এবং পাওয়া আর না-পাওয়া মানুষের পাইবার আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া দেয়, অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া রাখে।

এককালে বাংলায় অটুট শান্তি বিরাজ করিত। আজ সে শান্তি নাই। শান্তি যেমন নাই, তেমন শান্তির আকাঙ্ক্ষারও বিরাম নাই। এবারকার অশান্তি দেখা দিয়াছে যেমন অন্ন-বস্ত্রের অভাব হইতে, তেমন নানা বিরোধি-স্বার্থের সংঘাত হইতে।

অন্ন-বস্ত্রের অভাব দূরীকরণের যে চেষ্টা আজ চলিতেছে, তাহার ফলেও আবার দেখা দিয়াছে নানা উপদ্রব। ধন-বৈষম্য, অ-বাঙালীর দাবী, শহরের কুৎসিৎ প্রতিযোগিতা, পল্লীর অসহায়তা দিন দিনই বেদনার কারণ বাড়াইয়া তুলিতেছে। সম্প্রদায়গত এবং শ্রেণীগত বিদ্বেষও ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছে অন্ন-বস্ত্র সংগ্রহের প্রতিযোগিতার ফলে।

বাঙালী চিরদিনই আত্মবিস্মৃত জাতি। কেন যেন নিজের দিকে চাহিয়া দেখিবার অবসর কিছুতেই সে করিয়া লইতে পারে না! সে দেখে এক, বোঝে আর; সে ভাবে এক, করে আর। এক প্রয়োজন পূর্ণ করিতে গিয়া, অন্য এক আদর্শে সে মাতিয়া উঠে; বাংলার প্রয়োজন ভুলিয়া গিয়া সে নিখিল ভারতকে নিমন্ত্রণ করিয়া বসে; নিজে অনাহারে থাকিয়া অতিথি সৎকারের ব্যবস্থায় মাতিয়া উঠে। নিজের স্বার্থ, নিজের প্রয়োজন, নিজের ট্রাডিশন, সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়া বাঙালী মডার্ণ হইতে চায়। যে মডার্ণ ইজম-এর আহ্বানে সে বিচলিত হয়, বিচার করিয়া দেখে না তাহার কতটা গ্রহণযোগ্য, কতটা পরিত্যজ্য।

বাংলার বড় সম্পদ হইতেছে বাংলার মাটি। এই মাটির মায়া বাঙালী কাটাইতে চাহিয়া যাহা আমদানি করিতে চাহিতেছে, পূর্ব্বে যে-সব বিরোধের উল্লেখ করিয়াছি তাহাই উহা সৃষ্টি করিতেছে। শান্তি চাহিয়া সে সংগ্রামকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। এখন সে সংগ্রামেই মত্ত থাকিবে, না শান্তিলাভের পথও খুঁজিয়া বাহির করিবে, তাহাই হইতেছে প্রশ্ন। এ প্রশ্নের নানা জবাব আছে। আমার এই নাটকে একটি জবাব আমি শুনাইতে চাহিয়াছি। আমি জানি আরো জবাব আছে। অপর কেহ অথবা সুযোগ পাইলে আমি নিজেই বারান্তরে আর একটা জবাব লইয়া উপস্থিত হইব।

আমার এবারকার জবাব একদল লোকের মনোরঞ্জন করিয়াছে।

'সংগ্রাম ও শান্তি' চিন্তাশীল লোকদের সমর্থন লাভ করিয়াছে। 'সংগ্রাম ও শান্তি' নাটকে নূতনত্বের সন্ধান পাইয়া দর্শকরা দলে দলে এই নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য 'নাট্যভারতী'তে সমবেত হইতেছেন। ইহাই আমার শ্রমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

নাট্যভারতীর কর্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত গদাধর মল্লিক, শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মল্লিক এবং শ্রীমান্ বিদ্যাধর মল্লিক 'সংগ্রাম ও শান্তি' মঞ্চস্থ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমার পরম সুহৃৎ সুকবি শৈলেন রায় এবং চিত্রনাট্যকার রস-নিপুণ অভিনেতা সুরশিল্পী তুলসী লাহিড়ী যথাক্রমে ইহার গান-রচনা ও সুরযোজনা করিয়া আমার এই নাটককে চিত্তগ্রাহী করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র দাস সেটিংস সমূহের নাটকোপযোগী রূপ দিয়াছেন। বার বার আমার নাটক ইঁহাদের সহযোগে সাফল্য লাভ করিতেছে। ইঁহাদের ঋণ শোধ করিবার শক্তি আমার নাই।

অভিনেতৃরা এবং বিশেষ করিয়া রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্তোষ সিংহ আমার নাটক পাইলে এত উৎসাহিত হইয়া উঠেন যে, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা নাটকের মহলায় আত্ম-নিয়োগ করেন। তাঁহাদেরই অকুণ্ঠিত শ্রম ও সহযোগের ফলেই টীম-ওয়ার্ক এত সুন্দর হয়। বলা বাহুল্য যে প্রতি নাটকের সফলতার মূলে থাকে অভিনেতৃদের শ্রম, নিষ্ঠা ও সহানুভূতি। আমার সৌভাগ্য যে প্রতিবারই অযাচিতভাবে আমি তাহা পাই। আমার প্রার্থনা তাঁহারা চিরদিনই যেন আমার প্রতি এমনই প্রসন্ন থাকেন। ইতি।

১৩ই মাঘ, ১৩৪৬ সাল
৮৪।১।২ গ্রে ষ্ট্রীট
কলিকাতা

বিনীত
শচীন সেনগুপ্ত

সংগ্রাম ও শান্তি

বনিয়াদি জমিদার বংশের প্রধান পুরুষ রায় বাহাদুর চন্দ্রশেখর রায় চৌধুরীর বাড়ীর বৈঠকখানা। প্রাচীন স্থাপত্য। বড় বড় খিলান, গোল থাম, বড় বড় দরজা। আসবাব-পত্র এডওয়ার্ডিয় যুগের—কৌচ, সোফা, টেবিল, চেয়ার, সব মেহগানির। পিছনের দিকে একটা জানালা, বেশ বড়। সেই জানালার উপর ফুলেভরা একটি ডাল ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। দূরে কতগুলি গাছের গুঁড়ি এবং তাহারও পশ্চাতে কতগুলি সবুজ ঝোঁপ দেখা যায়। জানালার কাছে একখানা উঁচু পিঠওয়ালা চেয়ারে করুণাময়ী বসিয়া আছেন, করুণাময়ীর বয়েস চল্লিশ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মাথার চুলে কিছু কিছু পাক ধরিয়াছে। একখানি লালপেড়ে সিঁথি সাড়ী তিনি পরিয়া আছেন। গায়ে ফুল-হাতা নীল রংয়ের উপর শাদা ছিটেকাটা কব্জীর কাছে লেস দেওয়া জামা। জানালার উপর, ফ্রেমে পিঠ লাগাইয়া পা ছড়াইয়া দিয়া বসিয়া আছে একটি ষোড়শী মেয়ে, নাম কল্যাণী। তাহার পরণে সবুজ সাড়ী, গায়ে হাতাকাটা জরদা জামা, হাতে শুধু রুলি আর রিষ্ট ওয়াচ। সে কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া আছে। তাহাদের একটু পিছনে একটা রোলটপ টেবিলে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে ত্রিশ বছর বয়েসের একটি যুবক, লম্বা, দোহারা ; পরিষ্কার করিয়া কামানো মুখ। তাহার নাম নিত্যানন্দ। ইভিনিং স্যুট পরা। তাহার পিছনে টেবিলের মাথায় একটি বড় টেবিল ল্যাম্পের আলো তিনজনের উপর পড়িয়াছে। ঘরের বাকি অংশায় সামান্য আলো। যবনিকা উঠিতেই দেখা গেল তিনজনেই চুপ করিয়া বসিয়া আছে। বাইরের গাছপালার উপর পূর্ণিমার চাঁদ আলো ঢালিয়া দিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া একটা প্যাঁচা ডাকিতেছে। কিন্তু তাহা শুনিয়াও কেহ নড়িতেছে না। দক্ষিণ দিকের দরজায় একটি

লোক আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার একটা চোখ কাট, জোড়া ভ্রূ চোখের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বড় বড় গোঁফ। গায়ে লম্বা কোট পরণে শাদা ধুতি। কাঁধের উপর একখানা ঝাড়ণ। বয়েস চল্লিশ, নাম মনোহর। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিল। তবুও সকলে নীরবে বসিয়া রহিল। বাঁ দিকের দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন চন্দ্রশেখর চৌধুরী। বয়েস আটচল্লিশ। কাঁচা-পাকা চুল, কানের নীচু পর্য্যন্ত জুলফী, কাইজারি গোঁফ। তাহার পরণে ব্রিচেস, চেককাটা স্পোর্ট-কোট, হাণ্টিং বুট। তাঁহার হাতে একটা বন্দুক। তিনি ঘরে ঢুকিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। ঘরটা ভালো করিয়া দেখিলেন।

চন্দ্রশেখর। Whats amiss ! সব এমন চুপচাপ কেন ?

পত্নী করুণাময়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন

কি গো, আমায় চিন্তে পারচ না নাকি ?

মেয়েটির দিকে ফিরিলেন

কল্যাণী !

কল্যাণী অন্যদিকে মুখ ফিরাইল

আশ্চর্য্য !

সরিয়া আসিলেন

নিত্যানন্দ। আমিও স্যার এঁদের অবস্থা দেখে আশ্চর্য্য, অভিভূত হয়ে রয়েচি।

চন্দ্রশেখর। তুমি কে স্যর ?

নিত্যানন্দ। আজ্ঞে আমি নিত্যানন্দ, স্যর।

নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরের কাছে অগ্রসর হইল

চন্দ্রশেখর। নিত্যানন্দ, স্যর!

নিত্যানন্দ। হ্যাঁ, স্যর।

চন্দ্রশেখর। নাম নিত্যানন্দ স্যর। আর পরেন ইভিনিং স্যুট! হ্যাঁ?

নিত্যানন্দ। Birds of the same feather, sir! আপনার নাম শুনিচি চন্দ্রশেখর, দেখচি চন্দ্রশেখর বাঘছাল পরেন নি, পরেচেন hunting breeches! আমি anticipate করেছিলুম। তাই এই ইভিনিং স্যুট পরে এসেচি।

চন্দ্রশেখর। কি উদ্দেশ্যে আসা হয়েচে?

নিত্যানন্দ। বলতে লজ্জা করে, স্যর।

চন্দ্রশেখর। ও! লজ্জা তাহলে তোমারো আছে! বেশ, বেশ, বোস।

নিত্যানন্দ বসিল

ওরে মনোহর, আর একটা আলো দিয়ে যা।

চন্দ্রশেখর বন্দুকের র‍্যাকে বন্দুক রাখিয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে আসিতে বলিলেন

শীকারে বেরিয়েছিলুম। কিছুই মিল্লনা। দেখলুম একদল বানর! দেশের লোকগুলো ত বটেই, বাঘ-ভাল্লুকগুলোও বানর হয়ে যাচ্চে। না নিত্যানন্দ?

নিত্যানন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যর। আর শুনিচি বানরগুলো বুড়ো হলেই হনুমান হয়।

চন্দ্রশেখর। কিন্তু এ-কথা হয়ত শোননি যে, বুড়ো-বানরের হাড়ে ভেল্কী খেলে। দেখতে চাও ত দেখাতে পারি।

মনোহর আলো লইয়া প্রবেশ করিল। টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। নিত্যানন্দ হাঁ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সে চলিয়া গেলে চন্দ্রশেখরের দিকে ফিরিয়া কহিল

নিত্যানন্দ। এটা কি ভেল্কী দেখালেন, স্যর ?

চন্দ্রশেখর। না। ওটা বাস্তব। সত্যিকারের মানুষ। নাম মনোহর।

নিত্যানন্দ। মনোহর! মনোহরের ওই মূর্ত্তি!

চন্দ্রশেখর। মূর্ত্তিটা মনোহর নয় সত্যি, কিন্তু মন হরণ করবার শক্তি ওর আছে। আমারই করেচে। ও না থাকলে আমার একটি দিনও চলে না। কিন্তু ওঁদের কি হয়েচে বলত? ওঁরা অমন পাথরের মূর্ত্তির মতো বসে রয়েচেন কেন? জান কিছু?

নিত্যানন্দ। আজ্ঞে শুনলুম, কে একজন আগন্তুক এসে ওপরে আড্ডা নিয়েচেন। ভয়ে ওঁরা সেখানে যেতে পারচেন না, আর রাগে পারচেন না কথা কইতে।

চন্দ্রশেখর উঠিয়া দাঁড়াইলেন

চন্দ্রশেখর। মানে ?

নিত্যানন্দ। দুর্ব্বোধ্য !

নিত্যানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিপ্পনী অনেক কাটলুম। কিন্তু সটিক ব্যাখ্যা ওঁরা কিছুতেই শোনালেন না। আপনার স্ত্রী, আপনার মেয়ে; আপনিই দেখুন, ওঁরা কি বলেন!

চন্দ্রশেখর দ্রুত করুণাময়ীর দিকে আগাইয়া গেলেন

চন্দ্রশেখর। কি গো! অমন করে রয়েচ কেন? বল কি হয়েচে।

করুণাময়ী। আমাদের থাকবার একটা ব্যবস্থা করে দাও। এ বাড়ীতে আমাদের থাকা হবে না।

চন্দ্রশেখর। এ আমার পৈত্রিক বাড়ী। এখানে থাকা হবে না মানে?

করুণাময়ী। ও চাল-চলন আমরা সইতে পারব না।

চন্দ্রশেখর। কার চাল-চলনের কথা কইচ?

করুণাময়ী। যিনি এসে জেঁকে বসেচেন, তাঁর।

চন্দ্রশেখর। পাত্রটি কে তাই আগে বল না।

নিত্যানন্দ। Excuse me, sir,—A grammatical mistake! পাত্র নয়, পাত্রী!

চন্দ্রশেখর। পাত্রী!

করুণাময়ী। বাঘিনী!

চন্দ্রশেখর। বাঘিনী কি বলচ!

নিত্যানন্দ ছুটিয়া গিয়া চন্দ্রশেখরের বন্দুকটা লইয়া আসিল

নিত্যানন্দ। এই আপনার বন্দুক, স্যর। আপনি দুঃখু করছিলেন শীকার পেলেন না বলে। শুনুন, বাঘিনী ঘরে এসে বাসা বেঁধেচে। বন্দুকটা নিয়ে আপনি যান। আমি যেই বলব Present Arms অমনি আপনি বন্দুকটা বাগিয়ে ধরবেন; আমি বলব fire, আপনি গুড়ুম করে গুলি ছুড়বেন। এই নিন, স্যর।

চন্দ্রশেখর। এই নিন স্যর ! বেল্লিক কোথাকার ! একটা স্ত্রীলোকের সামনে যাব বন্দুক নিয়ে !

কল্যাণী। তাকে স্ত্রীলোক বলে আমাদের অপমান করো না, বাবা।

চন্দ্রশেখর। স্ত্রীলোক বল্লে তোমার অপমান করা হয়, পুরুষ বল্লে এঁর মতে হয় grammatical mistake, তাহলে যিনি এসেচেন, তিনি কে ?

করুণাময়ী। গিয়ে দেখ না কে !

কল্যাণী। বন্দুকটা নিয়েই যাও বাবা, নইলে সে ভয় পাবে না।

চন্দ্রশেখর। একটা স্ত্রীলোককে ভয় দেখাতে যাব কিসের জন্যে ?

কল্যাণী। ভয় না পেলে সে তোমার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে বাবা।

নিত্যানন্দ। আর এই বুড়ো বয়েসে আপনি সে ধাক্কা সামলাতে পারবেন না। নিন স্যর। সাবধান।

চন্দ্রশেখর নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বন্দুকটি লইলেন

চন্দ্রশেখর। আচ্ছা, দেখে আসি। তারপর তোমাদের সঙ্গে বোঝা-পড়া।

চন্দ্রশেখর দরজা দিয়া ভিতরের দিকে গেলেন। মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল। দেখা গেল চন্দ্রশেখর বারান্দা দিয়া চলিয়াছেন। মনোহর একটা থামের আড়াল হইতে উঁকি দিয়া দেখিতে লাগিল। বারান্দার শেষ প্রান্ত হইতে একটা সিঁড়ি দোতলায় উঠিয়া গিয়াছে। চন্দ্রশেখর সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিতেই উপর হইতে খট খট করিয়া একটি মেয়ে নামিয়া আসিল। তাহার নাম প্রতিমা। চন্দ্রশেখর ও প্রতিমা কিছুকাল পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন

চন্দ্রশেখর। তুমি!

প্রতিমা। আমি প্রতিমা।

চন্দ্রশেখর। প্রতিমা!

প্রতিমা। আমি আপনার মেয়ে হতে চাই, বাবা।

প্রণাম করিল

চন্দ্রশেখর। তুমি কে মা?

প্রতিমা। আমি প্রতিমা মুখার্জ্জী।

চন্দ্রশেখর। তুমি জান আমি কে?

প্রতিমা। জানি। আপনি অবিনাশের বাবা।

চন্দ্রশেখর। ও। অবিনাশকে তাহলে তুমি চেন?

নিত্যানন্দ। (পাশের ঘর হইতে) Present Arms!

চন্দ্রশেখর সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন

চন্দ্রশেখর। হতভাগা।

নিত্যানন্দ। (পাশের ঘর হইতে) Fire!

প্রতিমা। ও কে?

চন্দ্রশেখর। কোত্থেকে একটা বানর এসে জুটেচে আমার সঙ্গে বাঁদরামো করার দুঃসাহস নিয়ে! চুলোয় যাক্। অবিনাশের সঙ্গে তোমার পরিচয় কি করে হোলো?

প্রতিমা। আমরা একসঙ্গে পড়তুম···আর···

চন্দ্রশেখর। আর?

প্রতিমা। আর···আমরা একসঙ্গেই কাজ করি।

চন্দ্রশেখর। কাজ কর!

প্রতিমা। হ্যাঁ।

চন্দ্রশেখর। রায় বাহাদুর চন্দ্রশেখর চৌধুরীর ছেলে আজ কাজ করচে—বাপের মত নাম নিয়ে! আচ্ছা চল, বসবার ঘরে চল।

তিনি অগ্রসর হইলেন প্রতিমা তাঁহার পিছনে পিছনে চলিল। চন্দ্রশেখর ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন

কি কাজ তোমরা কর?

প্রতিমা। দেশের কাজ।

চন্দ্রশেখর। দেশের কাজ!

প্রতিমা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

আবার একটু অগ্রসর হইয়া চন্দ্রশেখর ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার মুখ কঠিন হইয়া গেল। চন্দ্রশেখর কহিলেন

চন্দ্রশেখর। ও বুঝিচি। সেই স্বদেশী হাঙ্গামা। কেমন?

প্রতিমা। সে ত হাঙ্গামা নয় বাবা, সে ব্রত।

চন্দ্রশেখর। ব্রত! আচ্ছা, এস আমার সঙ্গে।

দুজনাই চলিতে লাগিল, মঞ্চও খুব আস্তে আস্তে ঘুরিতে লাগিল। মনোহরও থামের আড়াল হইতে বাহির হইল। বসিবার ঘরে সেই তিনটি লোক, করুণাময়ী, কল্যাণী ও নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ বারান্দার দিকের দরজা হইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল।

চন্দ্রশেখর ও প্রতিমা প্রবেশ করিলেন

নিত্যানন্দ। বাঘিনী!

চন্দ্রশেখর। বাঘিনী কোথাও পেলুম না গিন্নী, পেলুম এই নন্দিনী।

কল্যাণী। ওই ত সেই বাঘিনী!

করুণাময়ী। আমার ছেলে গিলে খাবে বলে এখানে এসেচে!

চন্দ্রশেখর। কে তোমার নাম করুণাময়ী রেখেছিল, গিন্নী? অন্তত নামের মর্য্যাদা রাখবার জন্যেও স্বভাবটাকে একটু কোমল কোরো। বোস মা, তুমি এইখানে।

তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া বন্দুকটা রাখিতে গেলেন

করুণাময়ী। চল্ কল্যাণী, আমরা ভিতরে যাই।

চন্দ্রশেখর ফিরিয়া কহিলেন

চন্দ্রশেখর। উঁ-হু-হু। এইখানেই থাক।

কল্যাণী। We cant stand an intruder, father!

চন্দ্রশেখর। Intruder! কে intruder?

কল্যাণী। যাকে তুমি অভ্যর্থনা করে ও-ঘর থেকে নিয়ে এলে।

চন্দ্রশেখর। আর ওই বাঁদরটা?

নিত্যানন্দ। আজ্ঞে যৌবনে আপনিও বা ছিলেন—an admirer of pretty girls.

চন্দ্রশেখর। যৌবনে আমি যে তাই ছিলুম, তুমি জানলে কি করে?

নিত্যানন্দ। অনুমানে স্যর। And I hope madam will bear me out!

কল্যাণী। কি যা তা বলচ তুমি !

নিত্যানন্দ। দোষ তোমারই। এসেই দেখলুম তুমি নির্ব্বাক্, তাই আমাকেও অবাক হয়ে থাকতে হোলো। সুযোগ পেয়ে এখন steam ছাড়চি !

কল্যাণী। ওর কথায় তুমি কিছু মনে করোনা বাবা। He is quite harmless।

নিত্যানন্দ। True, quite true ! বান্ধবীরা আমাকে গাধার মতোই নিরীহ মনে করে।

চন্দ্রশেখর। আর বান্ধবীদের বাবারা ?

নিত্যানন্দ। কেউ বলেন বানর স্বর, কেউ দেখিয়ে দেন বেরিয়ে যাবার দরজা।

চন্দ্রশেখর। ওই সেই দরজা। যাও। যাও বলচি !

করুণাময়ী। এ তোমার অন্যায়। একজনকে রাজতক্তে বসাবে, আর একজনকে দেবে তাড়িয়ে !

চন্দ্রশেখর। তোমরাও ত তাই করতে চাইচ।

করুণাময়ী। কিন্তু নিত্যানন্দ যে কল্যাণীর সঙ্গে পড়ে।

চন্দ্রশেখর। আর এই প্রতিমাও যে অবিনাশের সঙ্গে পড়ত।

করুণাময়ী। কিন্তু ওর চোখে আগুন রয়েচে !

চন্দ্রশেখর। আর ওর মাথাভরা রয়েচে যে গোবর !

প্রতিমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল

প্রতিমা। দেখুন, এখানে আসবার সময় আমি ভাবিনি যে, আপনারা আমার প্রতি এমন বিরূপ হবেন। এসে আমি অন্যায় করিচি।

কল্যাণী। একশবার!

প্রতিমা। এসে অন্যায় করিচি বলে, থেকে আপনাদের পীড়া দোব না। আমি এখুনি চলে যেতে প্রস্তুত।

নিত্যানন্দ। আমাকে কিন্তু যেতে বলে অপ্রস্তুত করবেন না, স্যর। আসবার সময় দেখে এলুম পথের পাশেই শ্মশান। রাতের বেলায় সেই পথ দিয়ে একা আমি ষ্টেশনে ফিরে যেতে পারব না।

করুণাময়ী। না বাবা রাতটা এইখানেই থাক। কাল দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে, তখন যেয়ো।

চন্দ্রশেখর। তুমি মা যাবার কথা মুখে এনো না। তোমাকে হয়ত এইখানেই থাকতে হবে।

কল্যাণী। তুমি বলচ কি বাবা?

চন্দ্রশেখর। তোমাদের কাউকে কিছু বলিনি, বলেচি ওকে। বোস, মা, তুমি বোস। এই ছাখ, তোমাদের কারু হুঁস নেই, কিন্তু মনোহরের আছে।

মনোহর ট্রে করিয়া চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল

তোমরা বোস। আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসি।

চন্দ্রশেখর যাইতে যাইতে ডাকিলেন

মনোহর!

মনোহর মনিবের ইঙ্গিতে তাহার পিছনে পিছনে চলিয়া গেল। ঘরে যাহারা রহিল, তাহারা কেহ কাহারো

সহিত মন খুলিয়া কথা কহিতে পারিল না। কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। প্রতিমা ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা পিয়ানো দেখিতে পাইয়া তাহারই সামনে বসিয়া টুং টাং করিতে লাগিল। নিত্যানন্দ কল্যাণীর কাছে গিয়া কহিল

নিত্যানন্দ। আমার কিন্তু দোষ দিতে পারবে না, কল্যাণী। তুমি কথা কইচ না। আমি ত জানই চুপ করে থাকতে পারি না। আমি ওই বাঘিনীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলব।

কল্যাণী। As you please!

নিত্যানন্দ। বেশ!

গায়ের কোট টানিয়া, প্যাণ্ট ঝাড়িয়া নিজেকে তৈরি করিয়া নিত্যানন্দ প্রতিমার কাছে আগাইয়া গেল।

আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পারি?

প্রতিমা। নিশ্চয় পারেন।

নিত্যানন্দ। আচ্ছা, ওই মেয়েটিকে দেখচেন ত; ওকে আপনার কেমন লাগে?

প্রতিমা। আমার ত খুবই ইচ্ছে করচে ওর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলতে। কিন্তু ও যেন আমাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচে।

নিত্যানন্দ। একটু সবুর করুন, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

উঠিয়া কল্যাণীর কাছে গিয়া কহিল

কল্যাণী, উনি তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য আকুল হয়ে উঠেচেন।

কল্যাণী। চৌধুরী বাড়ীর মেয়ে আমি, যার তার সঙ্গে আলাপ করতে অভ্যস্ত নই।

নিত্যানন্দ। তুমি চৌধুরী বাড়ীর মেয়ে কিন্তু উনি যদি তার চেয়েও বড় ঘরের মেয়ে হন?

কল্যাণী। তা যদি হতেন, তাহ'লে এ বাড়ীতে ওঁর পায়ের ধূলো পড়ত না। আমাদের পাশেই শ্যাম চক্রবর্ত্তীর বাড়ী। কিন্তু কোনদিন তার মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে তার বাড়ী আমি যাইনি। I tell you Nitu, she is an adventuress!

নিত্যানন্দ। চুপ! চুপ! উনি শুন্তে পাবেন।

কল্যাণী। শুন্তে পাবেন! ওঁকে শুনিয়েই বলচি, আমার দাদা আমার বাবার একমাত্র ছেলে জেনেই চৌধুরীদের এই বিপুল-সম্পত্তির লোভে উনি দাদার ঘাড়ে চাপতে চাইছেন।

নিত্যানন্দ। বটে!

কল্যাণী। নইলে কখনো শুনেচ, কখনো দেখেচ কোন ভালো মেয়েকে এই রকম করে একেবারে অজানা এক যায়গায় এসে জেঁকে বসতে? এটা যেন ওঁরই বাড়ী, ওঁরই ঘর!

প্রতিমা। (হাসিয়া) একদিন ত হতেও পারে।

কল্যাণী। শুনলে? মা, তুমিও চুপ করে শুনচ এই সব কথা!

করুণাময়ী। কি করব বল। তোমার বাবার হুকুম শুনলে ত।

কল্যাণী। বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে বাবার কথার ওপর কথা কইবার কোন অধিকার আমাদের নাই, কিন্তু এ-সব ঘরের ব্যাপারে যদি তোমার কোন কর্ত্তৃত্ব না থাকে, তাহলে কিসের তুমি গৃহিণী?

করুণাময়ী। আমাকে ও-সব কথা বলা বৃথা।

কল্যাণী। এবার কলেজ খুল্লে আমি যে হোষ্টেলে যাব, আর এ বাড়ী ফিরে আসব না।

নিত্যানন্দ। বাড়ী ত তোমার জন্যে সাজানোই রয়েছে,—পার্ক ষ্ট্রীটে, আমার পৈত্রিক বাড়ী। সেখানে আমার অপ্রতিহত প্রভাব। বাপ-মা নেই, ভাই-বোন নেই, আছেন এক বুড়ী মাসি। তোমায় তিনি মাথায় করে রাখবেন ; না রাখেন, নিজের পথ দেখে নেবেন।

প্রতিমা। I see! You will make an ideal husband!

নিত্যানন্দ। Thank you miss.

কল্যাণী। তাই যদি মনে করেন, তাহলে আমার দাদার কাঁধ থেকে নেমে ওরই কাঁধে চেপে বসুন না।

প্রতিমা। এখন যে তা আর হয় না।

নিত্যানন্দ। Is it too late to mend, miss?

প্রতিমা। I think so.

কল্যাণী। মা! শুনলে, কি বল্লে ও?

করুণাময়ী। তোরা ইংরাজিতে কথা কইবি, আমি তা বুঝব কেমন করে?

নিত্যানন্দ। আচ্ছা বলুন ত, অবিনাশদার সঙ্গে ঠিক আপনার সম্বন্ধটা কি?

প্রতিমা। I am lucky enough to be his fiancee!

কল্যাণী। মা!

নিত্যানন্দ। You are his what?

প্রতিমা। Fiancee!

নিত্যানন্দ। Excuse me. আপনি বড় কড়া কড়া ইংরিজি বলেন। দয়া করে মানেটা বুঝিয়ে দিন না।

কল্যাণী। নিতু, Come here. তোমার থাকতে না পারে, কিন্তু আমাদের এ জ্ঞান আছে যে বেহায়াপনারও একটা সীমা থাকা দরকার। যে-সব কথা ও বলচে, মায়ের সাম্নে সে-সব কথা বলা যে চলে না, তা বোঝবার মত বয়েস ওর হয়েচে।

প্রতিমা। শুধু রুচি-বোধই জাগেনি। না?

কল্যাণী। নিশ্চয়।

চন্দ্রশেখর প্রবেশ করিলেন

চন্দ্রশেখর। Ah! You women are cats indeed! আগে জানা-শোনা হোক; তা নয়, দেখা হওয়া মাত্রই ল্যাজ ফোলানো-ঘাড় বাঁকানো, ফোঁসফোঁসানি। Just like cats! cats!

নিত্যানন্দ। But sir, there is no black cat here!

চন্দ্রশেখর। হ্যাঁ, সেই ক্ষতি পূরণ করবার জন্যে তুমিই রয়েচ—a big baboon!

নিত্যানন্দ। Excuse me. You are colour blind, sir. আমার গায়ের রঙ আর যাই হোক্ কালো নয়।

চন্দ্রশেখর। বলি চা জুড়িয়ে যে জল হয়ে গেল!

মনোহর আর একটা Tea pot লইয়া প্রবেশ করিল

দেখলে ছোকরা, মনোহরের বুদ্ধি। নিজেই বুঝে নিয়েচে যে জল জুড়িয়ে গেছে

মনোহর Tea pot রাখিয়া চলিয়া গেল। নিত্যানন্দ তার দিকে চাহিয়া রহিল

কি দেখ্চ হে তুমি!

নিত্যানন্দ। আজ্ঞে, লোকটি কি বোবা?

চন্দ্রশেখর। আমার সঙ্গে ছাড়া কারু সঙ্গে ও কথা কয় না। কই গো তোমরা এস।

করুণাময়ী। আমি চা খাব না।

চন্দ্রশেখর। কেন?

করুণাময়ী। আমার ভালো লাগে না।

চন্দ্রশেখর। কিন্তু তোমাকে চা খাওয়াতে আমার যে ভালো লাগে।

করুণা। জোর করে তুমি আমাকে চা খাওয়াবে?

চন্দ্রশেখর। য়্যাঁ?

করুণা। আমার ভালো না লাগলেও তোমার হুকুমে চা খেতে হবে?

চন্দ্রশেখর। বিদ্রোহের সুর কেন? এ বয়েসে ঠিক মানায় না ত।

করুণাময়ী। তোমার জুলুম আমি আর সইতে পারি না।

চন্দ্রশেখর। জুলুম যদি বল নাচার। কিন্তু চা তোমাকে খেতেই হবে, প্রতি কাজ করতে হবে আমার আদেশে, বিয়ের পর থেকে যেমন করে এসেচ। আলো-চাল আর কাঁচা কলা খাওয়া বামুনের মেয়ে তুমি…

করুণাময়ী। আমার বাবার নিন্দে কোরো না বলচি।

চন্দ্রশেখর। নিন্দা করচি না। তিনি মাছ মাংস খেতেন না, সারা জীবন হবিষ্যান্ন খেয়েচেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল বলেই চৌধুরী

বংশের একমাত্র পুত্র আমি উপযাচক হয়ে তাঁর কন্যারত্ন প্রার্থনা করেছিলুম।

নিত্যানন্দ। An admirer of pretty girls, sir! ঠিক আমি যেমন।

চন্দ্রশেখর। এ সংসারে এনে তোমাকে আমার মনের মতো গড়ে তুললুম। তুমিও পতি-দেবতাকে পরমগুরু জেনে তাঁকেই সন্তুষ্ট করবার জন্যে বামনাই চাল-চলন ত্যাগ করে ইংরিজি ফ্যাসানে দোরস্ত হয়ে উঠ্‌লে। গায়ে বডিস চড়ালে, গালে রুজ মাখলে, বহু লোকের সঙ্গে টেবিলে বসে খানাও কতবার খেলে, মুর্গীর ঠ্যাং পরম উপাদেয় খাদ্য বলে মতও প্রচার করলে।

নিত্যানন্দ। Just like a modern girl!

চন্দ্রশেখর। That she is, though a bit too old! বয়েস একটু বেশী হলেও উনি সম্পূর্ণ আধুনিকা। কেমন গো?

করুণাময়ী। যা করিচি, তোমাকে খুশী করবার জন্যে করিচি।

চন্দ্রশেখর। বিনা দ্বিধায় বাকি জীবনটাও তাই করে যাও, আরামে থাকবে। এস।

হাত ধরিয়া আনিয়া তাহাকে টেবিলে বসাইলেন

কৈ, চা ঢাল কল্যাণী।

কল্যাণী। আমার হাতে বড় ব্যথা হয়েচে।

বসিল

প্রতিমা। আমিই ঢেলে দিচ্ছি, বাবা।

চা তৈরি করিতে লাগিল

চন্দ্রশেখর। ভালো করে তোমার সঙ্গে আলাপও করতে পারলুম না, মা।

প্রতিমা। আমি ত রইলুমই এখানে।

নিত্যানন্দ। আমিও স্যর।

চন্দ্রশেখর। তোমার পরিচয় আমি পেয়েছি। You are a spoilt child.

নিত্যানন্দ। And an orphan too. কেউ নেই sir, মা-বাপ নেই, ভাই-বোন নেই! আপন বলতে কেউ নেই। তাইত···

কল্যাণী। Will you stop, Nitu?

নিত্যানন্দ। দেখুন, আপনি বেশ হেসে কথা বলেন, কিন্তু আপনার মেয়ের মেজাজ বড় চড়া। প্রতিমা দেবি, Please allow me to make a prophecy, ওঁর মেয়ের উত্তাপের চেয়ে ওঁর ছেলের উত্তাপ যদি এক ডিগ্রীও বেশী হয়, তাহলে তাঁকে বিয়ে করে আপনি খুশী হবেন না। এখনও সময় আছে, look before you leap!

চন্দ্রশেখর। তা নিয়ে ওর মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

নিত্যানন্দ। এই রে, আপনি কিছুই জানেন না দেখচি! ওঁদের যে বিয়ে হবে।

চন্দ্রশেখর। বিয়ে হবে! কে বল্লে এ কথা?

নিত্যানন্দ। কল্যাণী বলেচে, স্যর।

কল্যাণী। আমি কখন বল্লুম?

নিত্যানন্দ। ওই যে উনি কি একটা কড়া ইংরিজি শব্দ প্রয়োগ করলেন, তুমি বল্লে মায়ের সামনে সে-কথা বলা বেয়াদপনা। আমি

শব্দটার মানে বুঝলুম না, কিন্তু একটা লট্‌-ঘটে ব্যাপার যে ঘটেচে তা বুঝতে দেরি হোল না।

চন্দ্রশেখর। এ-সব ও কি বলচে, কল্যাণী?

কল্যাণী। আমি কি জানি। পাত্রী ত সাম্নেই রয়েচেন, তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর।

চন্দ্রশেখর। কথাটা বলতে কি বাধা আছে, মা?

প্রতিমা। না, বাধা নেই। কথাটা আমি পরিহাসচ্ছলেই বলেছিলুম। আপনাকে কিছু বলবার থাকলে অবিনাশ সবার আগে আপনাকেই বলত। তার ওপর আপনার কি বিশ্বাস নেই?

চন্দ্রশেখর। যে দিনকাল পড়েচে, তাতে কারুরই ওপর আমার আর বিশ্বাস নেই। আমাদের যৌবনে প্রবীণরা আমাদের Young Bengal বলে উপহাস করতেন—আমরা করতুম তাতে গৌরব অনুভব, আচার পালন করতুম না, প্রকাশ্যেই নানা অনাচার করতুম, কিন্তু তোমাদের মতো এমন ভাঙনের নেশায় মেতে উঠতুম না।

প্রতিমা। যদি তা উঠতেন, তাহলে আজ আমাদের পথ সুগম হতো।

চন্দ্রশেখর। পথ দুর্গম বলে তোমরা ত দাঁড়িয়ে নেই, মা। তাই ত তোমাদের নিয়েই আমার ভয়। তোমরা যে ঘর অবধি ভাঙতে চাও।

নিত্যানন্দ। ঠিক বলেচেন, স্যর।

চন্দ্রশেখর। তুমি এদের দলের নও। তোমাকে শায়েস্তা করা যায়, কিন্তু এদের যায় না।

করুণাময়ী। যাদের শায়েস্তা করা যায় না, তারাই হবে তোমার প্রিয়?

চন্দ্রশেখর। ব্যবহারের দ্বারা প্রিয়তমও মুহূর্ত্তের মাঝে অপ্রিয় হয়ে ওঠে—এই যেমন তোমাদের ব্যবহার আজ আমার মন তেতো করে দিয়ে আমাকে তোমাদের প্রতি অপ্রসন্ন করে তুলেচে!

করুণাময়ী। তাহলে আমাদের এখানে জোর করে ধরে রেখেচ কেন?

চন্দ্রশেখর। যেতে চাও যাও। ভেবেছিলুম, প্রতিমার কথাগুলো তোমাদেরও শোনা দরকার।

করুণাময়ী। শুন্তে যদি হয়, আমার ছেলের মুখেই শুনব।

চন্দ্রশেখর। তোমার ছেলে যদি আর এ বাড়ীতে না আসে?

সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল

করুণাময়ী। কি বলচ তুমি!

উঠিয়া দাঁড়াইলেন

চন্দ্রশেখর। তোমার ছেলে এ বাড়ীতে আর আসবে না। আমি তাকে আসতে দোব না।

কল্যাণী। বাবা!

করুণাময়ী। কেন, কি অপরাধ সে করেচে?

চন্দ্রশেখর। আমার ছেলে হয়ে কতগুলো চাষা-ভূষো নিয়ে দল বাঁধবে!

করুণাময়ী। কি সর্ব্বনাশ! কিসের দল গো?

চন্দ্রশেখর। কিসের আবার? চোরের, বদমায়েসের!

করুণাময়ী। না, না।

প্রতিমা। আপনি হয়ত ভুল শুনেচেন।

চন্দ্রশেখর। শোনা কথা আমি বিশ্বাস করি না। আগে চোখে দেখি, তারপর মন দিয়ে বিচার করি।

প্রতিমা। কিন্তু অবিনাশ যা করতে চায়, আমরা যা ·····

চন্দ্রশেখর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমরা যা করতে চাও, তোমাদের তা আমি করতে দোব না।

প্রতিমা। আমরা ত কোন অন্যায় কাজ করতে চাই না।

চন্দ্রশেখর। প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চাও, সেটা অন্যায় কাজ নয়?

প্রতিমা। তারা নির্ব্বোধ, তাদের আমরা বুদ্ধি দিতে চাই। তারা অবুঝ, তাদের বোঝাতে চাই যে তারাও মানুষ, পরের স্বার্থের জন্যে তারা নিজেদের সর্ব্বস্ব যেন বিলিয়ে না দেয়।

চন্দ্রশেখর। আমি বলচি, তাদের চোদ্দ পুরুষের মাঝে কেউ কোন দিন মানুষ ছিল না, আজও নয়। মানুষ! ওই মূর্খ অপদার্থের দল আবার মানুষ! তাদের আবার অধিকার!

প্রতিমা। কিন্তু তাদেরই গায়ের রক্ত জল করা অর্থে আপনাদের জমিদারি চলে। তারা রোদে পোড়ে, জলে ভেজে, জমি চাষ করে। তাদেরই শ্রমের ফলে মাটির বুকে সোনার ফসল হয়, তাদেরই দেওয়া খাজনার টাকায় আপনাদের এই বাড়ীর প্রতিখানি ইট তৈরি হয়, এই বিলাসের উপকরণ আসে, এই চায়ের মজলিশ বসে···

চন্দ্রশেখর। প্রগল্‌ভে, মূলেই যে ভুল করে বসেচ। জমির মালিক তারা নয়, জমির মালিক আমরা। ইচ্ছে করলে ওই জমি কেড়ে নিয়ে,

বাড়ী-ঘর তুলে দিয়ে তাদের পথের ভিখিরী করে দিতে পারি। তা করি না বলেই আমরা তাদের বাস্তুদেবতা।

প্রতিমা। যদি এতই দয়া করে থাকেন তাদের ওপর, তাহলে আর একটু দয়া করে তারা যাতে সত্যিকারের মানুষ হতে পারে তাই করুন না কেন?

চন্দ্রশেখর। সত্যিকারের মানুষ! সত্যিকারের মানুষ হবে ওই সব মূর্খ, অলস, কলহপরায়ণ কৃষক! আরে বোকা মেয়ে, তুমি এইটুকু বুঝতে পারনা যে, মাটির মত কোমল, মাটির মতো সর্ব্বসওয়া, মাটির মত দান-উৎসুক কিছু নেই বলেই ত দেশের মাটিকে আমরা বলি ধরিত্রী মা। সেই ধরিত্রী মায়ের বুক থেকে যারা পর্য্যাপ্ত খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না, তারা কোন দিন পারবে শক্তিমানের কাছ থেকে অধিকার কেড়ে নিতে? তারাও পারবে না, আমরাও দোব না।

প্রতিমা। দেশময় বিরোধ জাগিয়ে তুলবেন?

চন্দ্রশেখর। বিরোধ তোমরাই জাগাতে চাইছ। তোমরাই ভাতিয়ে, মাতিয়ে তুলতে চাইছ তাদের, যারা আমাদের মুখের দিকে চেয়ে দেখতেও সাহস পেত না। কর চেষ্টা। জীবনের সব সুখ-স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে দুঃখকে বরণ করে নাও।

প্রতিমা। তা নিয়েও যদি আমরা তাদের মানুষ করে তুলতে পারি, তাহলে নিজেদের অধিকার তারা নিজেরাই আদায় করে নিতে পারবে।

চন্দ্রশেখর। বেশ! জীবনে দুঃখকেই বরণ করে নাও। কিন্তু মনে রেখো কেঁচোর অন্তরে বিদ্বেষের বিষ ঢেলে দিতে পারলেও তাকে

সাপের হিংসা দেওয়া যায় না। কেঁচো বুকে হেঁটেই চলবে, গায়ে পা পড়লে কোন দিন ফণা তুলে ফোঁস করে উঠ্‌বে না। কিন্তু এ নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করবার ইচ্ছে আমার নেই। তুমি কেন এসেচ, অবিনাশ তোমাকে কেন পাঠিয়েচে, তাই বল। অবশ্য খবর আমিও রাখি। তবুও তোমার মুখ থেকে শুন্তে চাই।

প্রতিমা। আপনার জমিদারীর মোহনপুর পরগণায় অশান্তি দেখা দিয়েচে। আপনার নায়েব প্রজাদের ওপর উৎপীড়ন করচে।

চন্দ্রশেখর। হ্যাঁ, করচে, আমারই আদেশে।

প্রতিমা। অবিনাশ সেইখানে গেছে।

করুণাময়ী। সেইখানে গেছে! আমার অবিনাশ সেইখানে গেছে—

চন্দ্রশেখর। অবিনাশ সেখানে গেছে আমি জানি। কিন্তু আমি তাকে খুঁজে পাই নি। পেলে কাণ ধরে বাড়ী নিয়ে আসতুম।

করুণাময়ী। তুমি সেখানে কখন গিয়েছিলে?

চন্দ্রশেখর। গিয়েছিলুম আজ। শাদা ঘোড়াটায় সওয়ার হয়ে।

করুণাময়ী। আমরা জান্তাম, তুমি শীকারে গেছ।

চন্দ্রশেখর। হ্যাঁ, বন্দুকটা সঙ্গেই ছিল। কিন্তু শীকার মিল্ল না। গিয়েচি শুনে সবাই সরে প'ল, যায় তোমার ছেলে। তাই ত ফিরে এসে বল্লুম দেশের সবাই বানর হয়ে গেছে, বাঘ-ভাল্লুক নেই।

করুণাময়ী। আমার অবিনাশকে কেন নিয়ে এলে না?

চন্দ্রশেখর। বল্লুম যে! দেখা পেলুম না। পেলে ত কাণ ধরে নিয়েই আসতুম। জমিদার বাপের অন্নে পুষ্ট হয়ে, জমিদার বাপের অর্থে

লেখা-পড়া শিখে নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটিয়ে আজ বিদ্রোহী প্রজার পক্ষ অবলম্বন করে বাপের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে যুঝ্‌তে দাঁড়িয়েচেন! হতভাগা, বেল্লিক, বেইমান!

করুণাময়ী। তোমার মতের বিরুদ্ধে সে যে কোন কাজ করবে, তা আমার মনে হয় না।

চন্দ্রশেখর। আমারও কোনদিন মনে হয়নি। আর এম্নি হতভাগা, এতবড় অপদার্থ সে, যে সাহসভরে আমার সাম্নে এসে দাঁড়াতেও পারল না—পাঠিয়ে দিল একটি মেয়েকে আমার মন ভেজাবার মতলব নিয়ে।

করুণাময়ী। যাও না বাছা তুমি আমাদের কাঁধ থেকে নেমে।

নিত্যানন্দ। চলুন, চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। This place is getting too hot for me. রাজা-প্রজার ধর্ম্ম, নারীধর্ম্ম, বাপরে, বাপ! কি কড়া কড়া কথা!

কল্যাণী। যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা কয়ো না।

নিত্যানন্দ। নিশ্চিন্ত থাক, আমি তা কইব না। But talk I must; senseless, meaningless, irrelevant talks!

চন্দ্রশেখর। ওহে নিত্যানন্দ!

নিত্যানন্দ। স্যর!

চন্দ্রশেখর। যাও, তোমরা অন্য ঘরে যাও। যাও গিন্নী।

করুণাময়ী। কিন্তু আমার অবিনাশ?

চন্দ্রশেখর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার অবিনাশ সম্বন্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থাই করব। আমার বুক থেকে আমার ছেলেকে নিয়ে যাবে, এমন কোন লোককে, কোন আদর্শকে, আমি বরদাস্ত করব, ভেবেচ?

কল্যাণী। এইবার বুঝে নিয়ো কার পাল্লায় পড়েচ তুমি।

বাহির হইয়া গেল

করুণাময়ী। কি কুক্ষণেই তুমি এসেছিলে বাছা।

বাহির হইয়া গেলেন

নিত্যানন্দ প্রতিমার কাছে গিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া

নিত্যানন্দ। একবার যখন রুখে দাঁড়িয়েচেন, তখন ভেঙে পড়বেন না; Remember he is a bully!

চন্দ্রশেখর। Keep yourself at a safe distance from me.

নিত্যানন্দ। Yes, I am off sir!

বাহির হইয়া গেল

চন্দ্রশেখর। তার পর!

প্রতিমা। বলুন।

চন্দ্রশেখর। আগে বোস।

প্রতিমা। বলুন।

চন্দ্রশেখর। অবিনাশ তোমাকে পাঠিয়েচে?

প্রতিমা। সে কথা ত আপনি জানেন।

চন্দ্রশেখর। আমার মন নরম করে দেবার জন্য?

প্রতিমা। না। তার সম্বন্ধে আপনার মনে যদি কোন ভুল ধারণা হয়ে থাকে, আমি তা দূর করে দিতে পারব জেনে।

চন্দ্রশেখর। তোমার বিশ্বাস তুমি তা পারবে?

প্রতিমা। এসেছিলুম সেই বিশ্বাস নিয়ে…

চন্দ্রশেখর। কিন্তু এখন আর সে বিশ্বাস নেই?

প্রতিমা। না।

চন্দ্রশেখর। কেন?

প্রতিমা। আপনার মন অত্যন্ত সে-কেলে।

চন্দ্রশেখর। বুঝলে, বহু পোড় খেয়ে তা ঝামা হয়ে গেছে?

প্রতিমা। হ্যাঁ।

চন্দ্রশেখর। আমি লজ্জা পেলুমনা। হাওয়ায় ভেসে বেড়াবার বয়েস আমার চলে গেছে। জীবনটাকে আমি স্বপ্ন বলে মনে করিনা। কোন দিনই করিনি। আমার পূর্ব্বপুরুষরা মূর্খ ছিলেননা। তাঁরা সম্পত্তি করেছিলেন ব্রহ্মোত্তর নিয়ে নয়, গায়ের জোরে। গায়ের জোরের সেই অধিকার সবাই মেনে নিয়েচে, স্বায় গবর্ণমেণ্ট। সেই অধিকার আমি ছাড়বনা।

প্রতিমা। বুঝলুম।

চন্দ্রশেখর। না। বোঝা এখনো শেষ হয়নি। মনোহর।

মনোহর প্রবেশ করিল

মশাল ধরিয়ে নিয়ে আয়—স্বর্গধামে যেতে হবে।

প্রতিমা। স্বর্গধামে যেতে হবে!

চন্দ্রশেখর। তোমাকেই নিয়ে যাব, একটুকাল অপেক্ষা কর, সবই বুঝতে পারবে। আমার ছেলেকে আমার বুক থেকে নিয়ে যাবে! চৌধুরী বংশের একমাত্র ছেলে!

প্রতিমা। ওকি! আপনার চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে কেন?

চন্দ্রশেখর। বেরুচ্ছে নাকি!

প্রতিমা। হ্যাঁ।

চন্দ্রশেখর। তাহলে আমার ভিতরের সেই ভয়ানক মানুষটা আজ জেগে উঠ্‌চে,—ক্রুর, কঠোর, দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী জমিদার। সাবধান, মা, সাবধান।

দেয়ালের আয়নার সাম্নে দাঁড়াইলেন

প্রতিমা। না, না, আপনি তা নন। অবিনাশ বলেচে আপনি বড় কোমল, স্নেহশীল।

চন্দ্রশেখর। অবিনাশ তাই বলেচে?

প্রতিমা। হ্যাঁ।

চন্দ্রশেখর। কিন্তু অবিনাশ দেখেনি। যৌবনে আমাকে আশ্রয় করে যে জমিদার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছিল, আজ যখন—তা স্মৃতিপটে ফুটে ওঠে, তখন নিজেই আমি শিউরে উঠি।

প্রতিমা। স্মৃতি থেকে সে মূর্ত্তি তাহলে মুছে ফেলে কেন দেননা?

চন্দ্রশেখর। দিতে পারিনা। আমার পরলোকগত পিতার, পিতামহের আত্মা মাঝে মাঝে আমায় স্মরণ করিয়ে দেন, আমি সাধারণ মানুষ নই, আমি জমিদার, প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা আমি। এই যে মনোহর এসেচিস। চল স্বর্গধামে।

প্রতিমা। আমাকে কি যেতেই হবে?

চন্দ্রশেখর। হ্যাঁ। তোমাকেইত যেতে হবে।

প্রতিমা। কেন?

চন্দ্রশেখর। জমিদারি ভাঙতে চাইচ, জমিদারের স্বর্গধাম অটুট রেখে?

প্রতিমা। আপনার কথা আমি বুঝতে পারছিনা। তাই আপনার সঙ্গে আমি যেতেও চাইনা।

চন্দ্রশেখর। তাহলে ফিরে যাও যেখান থেকে তুমি এসেচ, ফিরিয়ে দিয়ে যাও আমার ছেলেকে। চৌধুরীদের জমিদারি অন্তত আর এক পুরুষ উজ্জ্বল হয়ে থাকুক!

প্রতিমা। আপনার ছেলেকে আমি এ-পথে আনিনি।

চন্দ্রশেখর। হয়ত আননি। কিন্তু ও-পথ থেকে তাকে ফেরাতে তুমিই পার। তাই কর।

প্রতিমা। ব্রত ভাঙব?

চন্দ্রশেখর। না ভাঙতে চাও, জমিদারি ভেঙে ব্রত উদ্‌যাপন কর। কিন্তু স্বর্গধাম থাকতে জমিদারি ভাঙতে ত পারবেনা মা।

প্রতিমা। বেশ চলুন, আপনাদের স্বর্গধামে!

চন্দ্রশেখর। চল্ মনোহর।

তাহারা অগ্রসর হইল। মঞ্চও ঘুরিয়া গেল। বারান্দায় কল্যাণী আর নিত্যানন্দ রেলিংয়ে ঠেস দিয়া কাছাকাছি দাঁড়াইয়া আছে। নিত্যানন্দ কহিতেছে

নিত্যানন্দ। শুধু এই সুযোগটুকুই চেয়েছিলুম। মুহূর্তের এই মিলন অনন্ত-আনন্দের অধিকারী করে।

কল্যাণী সহসা দূরে সরিয়া গেল

কল্যাণী। এই! বাবা আসচেন!

কথা শেষ হইতে না হইতে চন্দ্রশেখর প্রভৃতি প্রবেশ করিলেন

নিত্যানন্দ। We are sorry sir!

চন্দ্রশেখর। You neednt be sorry for what you had been doing!

কল্যাণী। মা এইমাত্র ওপরে গেলেন, বাবা।

চন্দ্রশেখর। তোমার মা এতক্ষণ এখানে থাকবার পাত্রী নন। আমি ঠিক জানি তিনি আমাদের ছেড়ে সোজা ওপরে চলে গেছেন। And you two young folks have been billing and cooing here.

কল্যাণী দুই হাতে মুখ ঢাকিল—নিত্যানন্দ জিভ কাটিয়া মুখ ফিরাইল

চন্দ্রশেখর। না, না, লজ্জার কারণ নেই। এতে যদি কোন ক্ষতি হয়, তোমাদের নিজেদেরই হবে। কিছু অবশ্য আমার গায়েও লাগবে, কিন্তু তোমার দাদা আর এই প্রতিমা যে আঘাত দিতে চায়, তার তুলনায় সে হবে ফুলের পরশ। Get ahead girlie, get ahead!

কন্যার পিঠ চাপড়াইয়া অগ্রসর হইলেন, সিঁড়ির পাশ দিয়া সকলে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাহারা দৃষ্টির বাইরে না যাওয়া পর্য্যন্ত কল্যাণী ও নিত্যানন্দ সেই দিকে চাহিয়া রহিল

কল্যাণী। Daddy is a dear!

নিত্যানন্দ। যৌবনে প্রেমের পূজারী ছিলেন।

কল্যাণী। প্রেম ছাড়া তুমি কি কিছুই জাননা ?

নিত্যানন্দ। জানি অনেক, কিন্তু মানিনা কিছুই।

কল্যাণী। মানে ?

নিত্যানন্দ। অতি সহজ, জানি তুমি আমাকে পছন্দ করনা, তা আমি মানতে চাইনা।

কল্যাণী। কি করতে চাও ?

নিত্যানন্দ। রাতদিন তোমারই কাছে থাকতে চাই।

কল্যাণী। শুধু এইটুকু ! Coward !

নিত্যানন্দ খপ করিয়া কল্যাণীর হাত ধরিল

নিত্যানন্দ। য়্যাডাম নিষ্পাপ ছিল, ঈভই তাকে লোভ দেখিয়ে……

কল্যাণী। নিষিদ্ধ ফল খাইয়েছিল, কেমন ?

নিত্যানন্দ। নয় কি ? আপেলের মত লাল ওই দু'খানি গাল তোমার……

কল্যাণী। চোখ ফিরিয়ে নাও, চোখ ফিরিয়ে নাও। জানত লোভে পাপ। য়্যাডামের বংশধর তুমি, য়্যাডামের মতই নিষ্পাপ থাক।

নিত্যানন্দ। কিন্তু ঈভ যে লোভ দেখাচ্ছে !

কল্যাণী। দুর্গা নাম জপ কর।

নিত্যানন্দ। প্রেমের পূজারী যে, দুর্গা তার ইষ্ট নন। তার আরাধ্যা রাধা।

কল্যাণী। আরে দূর ! ঈভ থেকে রাধা ! Paradise থেকে বৃন্দাবন ! passion থেকে প্রেম ! hopeless !

নিত্যানন্দ। কল্যাণী, তুমি যদি hope দাও·· ···

কল্যাণী। ছাড়, ছাড়, প্রেমের মধুপান করবার সাহস তোমার নেই। You are too conventional!

নিত্যানন্দ। Must I then rise up to the occasion?

সিঁড়ির উপরে করুণাময়ী আসিয়া দাড়াইলেন

করুণাময়ী। কল্যাণী!

নিত্যানন্দ। Ah! those pests of parents! ঠিক সময়ে বাধা দেবার জন্যে ঠিক যায়গায় হাজির থাকে।

সিঁড়িতে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিল
করুণাময়ী নামিয়া আসিলেন

করুণাময়ী। একটু লজ্জাও নেই তোদের?

কল্যাণী। কিসের লজ্জা!

করুণাময়ী। দুটিতে এইখানে বসে গল্প করচিস!

কল্যাণী। এই ত্যাখ মা, তুমি কেমন ভুল কর! লজ্জার কারণ ঘটত, যদি নিরালা ঘরের কোণে দুজনা আশ্রয় নিতুম। তা না করে এই খোলা যায়গায় বসে দুই বন্ধুতে আলাপ করচি। এতে লজ্জা কিসের?

নিত্যানন্দ। And we have no secrets to bury, madam!

করুণাময়ী। তুমি বাপু আমার গায়ে ইংরিজি বোকোনা। গা জলে যায়। উনি কি এখনও সেই নচ্ছাড় মেয়েটাকে বক্তৃতা শোনাচ্ছেন?

কল্যাণী। না, মা। খানিক আগে বাবা সেই মেয়েটাকে নিয়ে ওই দিকে গেলেন। সঙ্গে মশালধারী মনোহর!

করুণাময়ী। বলিস কি! মশাল ধরিয়ে ওই দিকে গেল! কি সর্ব্বনাশ!

কল্যাণী। কি হয়েচে মা।

করুণাময়ী। না, না, কিছু হয়নি। তুই ঘরে চল।

কল্যাণী। তুমি যেন বড্ড ভয় পেয়েচ?

করুণাময়ী। হাঁ, ভয় পেয়েচি। ভয় পাবারই কথা। অনেক মশাল নিয়ে ওদিকে কেউ যায়নি। কিন্তু যখন যেত, উঃ!

দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন। কল্যাণী তাহাকে ধরিয়া কহিল

কল্যাণী। মা, মাগো! তোরা জন্মাবার পর কেউ মশাল নিয়ে ওদিকে যায়নি।

কল্যাণী। ওদিকে কি আছে মা?

করুণাময়ী। সে কথা জান্তে চাসনি সে কথা শুন্তে চাসনি।

কল্যাণী। মা তোমার কি হোলো বলত? ওদিকে এমন কি থাকতে পারে যা মনে হতেই ভয়ে তুমি শিঠিয়ে যাও?

করুণাময়ী। তুই ঘরে চল, ঘরে চল মা।

নিত্যানন্দ। 'এ-যে দৈত্যপুরীর উপকথার মত!

করুণাময়ী। ঠিক বলেচ বাবা দৈত্যপুরীই বটে! চল, চল, ঘরে চল।

কন্যাকে টানিয়া লইয়া সিঁড়িতে উঠিলেন। কল্যাণী মুখ ঘুরাইয়া কহিল

কল্যাণী। নিতু, তুমিও এস।

নিত্যানন্দ। না। আমি এইখানেই থাকি। দৈত্যপুরীর পাতাল তলে কোন বন্দিনী রাজকন্যা যদি থাকেন, তাকে মুক্ত করে বরমাল্য ত পেতেও পারি।

কল্যাণী। You must come !

বলিতে বলিতে পকেট হইতে পাইপ আর পাউচ বাহির করিয়া

নিত্যানন্দ। But my pipe needs a re-fill.

কল্যাণীরা চলিয়া গেল। নিত্যানন্দ বসিয়া পড়িয়া পাইপে তামাক ভরিয়া টানিতে লাগিল। মঞ্চ ঘুরিয়া গেল। দেখা গেল স্বর্গধাম অত্যন্ত নীচু ছাদ, ঘন ঘন থাম। অন্ধকার। শুধু মশালের কম্পিত আলোকে দেখা যাইতেছে চন্দ্রশেখর, মনোহর আর প্রতিমাকে

চন্দ্রশেখর। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটেই চৌধুরী জমিদারদের স্বর্গধাম !

প্রতিমা। কিন্তু এটা কি ! কি এর সার্থকতা ?

চন্দ্রশেখর। এই স্বর্গধাম ছিল বলেই বংশানুক্রমে চৌধুরীরা জমিদারি করতে পেরেছে। গত বিশ বছর জমিদারি বিপন্ন হয়নি, তাই এখানে কাউকে আসতেও হয়নি। আজ তোমার আবির্ভাব বিপদের আভাস

প্রকাশ করচে, তাই তোমাকেই নিয়ে এসেচি আমাদের এই স্বর্গধামে। মনোহর!

মনোহর। হুজুর!

চন্দ্রশেখর। আমার পিতামহের আদেশ অমান্য করেছিল বলে কাদের পুড়িয়ে মারা হয়েছিল?

মনোহর। আজ্ঞে, শুনিচি কোন্ কলুদের ঠাকুর্দ্দা, বাপ আর ছেলেকে।

চন্দ্রশেখর। হ্যাঁ, মনে পড়েচে। খাজনা দোবনা বলে পণ করেছিল। হুকুম হয়েছিল সূর্য্য অস্ত যাবার আগে হালের আর পরবর্ত্তী সনের খাজনা কড়া-ক্রান্তি হিসেবে শোধ করে দিতে হবে। সূর্য্য অস্ত গেল, তবুও কলুদের কেউ এলনা। চৌধুরী জমিদারদের বাড়ী থেকে বেরুল পাইক বরকন্দাজ। দ্বিপ্রহর রাতে ঘুম থেকে উঠে গাঁয়ের লোক দেখল কলুদের বাস গৃহে আগুনের তাণ্ডব।

প্রতিমা। উঃ!

চন্দ্রশেখর। সকাল বেলায় গাঁয়ের লোকরা শুনল কলুদের তিন পুরুষ, ঠাকুর্দ্দা, বাপ আর ছেলে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সত্যিই পুড়ে তারা ছাই হয়েছিল। কিন্তু সে তাদের বাড়ীতে নয়—কোথায়, মনোহর?

মনোহর। আজ্ঞে, শুনিচি এইখানে।

চন্দ্রশেখর। মনোহর ভুল শোনেনি মা, আমিও শুনিচি এইখানে।

প্রতিমা। আপনার পিতামহ এতবড় নির্ম্মম ছিলেন!

চন্দ্রশেখর। শুধুই কি পিতামহ? আমার বাবাকেও একবার ওই রকম একটা কিছু করতে হয়। না মনোহর?

মনোহর। আজ্ঞে শুনিচি সে দশদিন বেঁচেছিল। জলটুকুও দেওয়া হয়নি, চিঁ চিঁ করত, একদিন সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

চন্দ্রশেখর। অপরাধ কি জান? একটা বড় মামলায় বাবার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল। মামলায় বাবার হার হয়েছিল। তার পাঁচ বছর পরে সাক্ষীকে জীবন দিতে হল চৌধুরীদের এই স্বর্গধামে!

প্রতিমা। স্বর্গধামই বটে!

চন্দ্রশেখর। চৌধুরী পরিবারের এই-ই স্বর্গধাম। চৌধুরীর জমিদারি রক্ষে হয়েচে এরই কল্যাণে। এ না থাকলে, জমিদারি থাকবেনা।

প্রতিমা। কিন্তু আপনাকে ত কোন নির্ম্মম কাজ করতে হয়নি?

চন্দ্রশেখর। হয়নি, মনোহর?

মনোহর বিকট শব্দে হাসিয়া উঠিল

প্রতিমা। ওকি! ও অমন করে হাসচে কেন?

চন্দ্রশেখর। ও ত হাসবেই। ওর বোনের ওপর অত্যাচার করেছিল কালু রায়, আমারই এক ধনী প্রজা। ও এসে কেঁদে পড়ল আমার কাছে। ভাবলুম ব্যাটাকে দি পুলিশে ধরিয়ে। কিন্তু বুঝলুম প্রমাণের অভাবে খালাস পাবে। তাই ধরিয়ে দিলুমনা। নৌকো করে একদিন কালু রায় জেলায় যাচ্ছিল। তাকে নদী থেকে ধরে আনলুম, নৌকো ডুবিয়ে দিলুম। তার আত্মীয়রা ভাবলে নৌকো-ডুবি হয়ে সে মারা গেছে। কিন্তু মাঝি-মাল্লা সমেত তাকে বন্দী করে রাখলুম এই স্বর্গধামে।

প্রতিমা। মাঝিমাল্লারা ত কোন অপরাধ করেনি!

চন্দ্রশেখর। তা করেনি। কিন্তু তারা সাক্ষী হতে পারত।

প্রতিমা। তাই যারা নিরপরাধ, তাদের প্রাণ নিলেন ?

চন্দ্রশেখর। আঁতকে উঠ্‌লে কেন? যারা অপরাধ করেছিল, তাদেরও প্রাণ নেবার অধিকার আমার ছিলনা। অধিকারের কথা নয়, নীতির কথা নয়; এ হচ্ছে জমিদারি রক্ষার কথা। তার পর সাতদিন ঘুমুতে পারিনি, সাতদিন ভয়ে আমার সামনে কেউ এগুতে পারেনি, সাত দিন অবিনাশের মা আমার জন্যে স্বস্ত্যয়ন করিয়েচেন। হয়ত তারি ফলে এতদিন শান্তিতে ছিলুম।

প্রতিমা। চলুন, চলুন, আর এখানে আমি থাকতে পারচিনা।

চন্দ্রশেখর। থাকতে পারচনা ?

প্রতিমা। না।

চন্দ্রশেখর। কিন্তু আমার জমিদারি যে আবারো বিপন্ন !

প্রতিমা। তাই আবারো কি কোন পৈশাচিক কাজের কল্পনা আপনার মনে ঠাঁই পেয়েচে ?

চন্দ্রশেখর। এবার বিপদ প্রজাদের দিক থেকে আসেনি, এসেচে আমার নির্ব্বোধ পুত্রের·········

প্রতিমা। য়্যা! পুত্র বলি দিয়েও কি আপনি জমিদারি রাখতে চান !

চন্দ্রশেখর। না। পুত্র আর জমিদারি দুই-ই বাঁচাতে চাই, বলি দিতে চাই তাকে, যে আমার কেউ নয়, আমার ছেলের কেউ নয়, যে রূপের নেশা ধরিয়ে, মোহের জালে জড়িয়ে আমার ছেলেকে তার বাপ পিতামহের চলার পথ থেকে সরিয়ে এনেচে।

প্রতিমা। কে! কে সে ?

চন্দ্রশেখর। সে তুমি! তাই তোমাকে এখানে ফেলে রেখে গেলুম, চল, মনোহর!

তাহারা সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন

প্রতিমা। উঃ!

দুই হাতে মুখ ঢাকিল। চন্দ্রশেখর ফিরিয়া দাঁড়াইলেন

চন্দ্রশেখর। ছাখ চৌধুরী জমিদারদের এই স্বর্গধাম তোমার শক্তি দিয়ে ধ্বংস করতে পার কিনা। যদি না পার, জেনো, তাদের জমিদারিও ধ্বংস করতে পারবেনা।

প্রতিমা। আপনি কি আমাকে এইখানে ফেলে রেখে হত্যা করতে চান?

চন্দ্রশেখর। হত্যা আমাকে করতে হয়না। মৃত্যুর দূত সব এইখানে ঘোরা-ফেরা করে। বহুদিন তারা উপবাসী। যদি তোমার মত সুখাদ্য পায়, আমি হত্যা করলুমনা বলে সরে যাবেনা। কখনো যায়নি।

সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন

প্রতিমা। শুনুন।

খুব আগ্রহের সহিত ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন

চন্দ্রশেখর। বল, তোমার ব্রত ভঙ্গ করবে?

প্রতিমা। না।

চন্দ্রশেখর। তবে ডাকলে কেন?

প্রতিমা। ওই লোকটা যেন এখানে না থাকে।

চন্দ্রশেখর। সময় হলেই ও চলে যাবে। ওর মরবার ইচ্ছে নাই।

প্রতিমা। আমারও নেই!

চন্দ্রশেখর। তাহলে আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও।

প্রতিমা। আপনার ছেলেকে আমি কোন পথ দেখাইনি।

চন্দ্রশেখর। জানি।

প্রতিমা। তবে আমার কাছে অপেনার এ দাবী কেন?

চন্দ্রশেখর। আমার ছেলেকে তুমি পথ দেখাওনি, কিন্তু পথ আলো করে তুমি যে দাঁড়িয়ে রয়েচ, মা। পথ চলবার চেয়ে তোমার রূপের আলোয় অবগাহন করেই সে বেশি আনন্দ পায়। সে আলো তার দৃষ্টি থেকে যদি সরিয়ে ফেলা যায়, পথ আর মত দুই-ই ছেড়ে সে আমার কাছে ফিরে আসবে।

প্রতিমা। আপনার ছেলেকে আপনি এত তরল এমনই চঞ্চল মনে করেন?

চন্দ্রশেখর। যৌবনের ছোঁয়াচ লেগেছে তোমাদের মনে, তাই মনের রং দিয়ে তোমরা একে অন্যকে রাঙিয়ে তোল। কিন্তু আমি ত চিনি আমার ছেলেকে। আমিত জানি ও রঙ ধুয়ে যাবে। সে জমিদারের বংশধর, undiluted blue blood!

প্রতিমা। এই বিশ্বাস নিয়ে আপনি আমাকে এই ভয়ানক যায়গায় ফেলে রেখে খুন করবেন?

চন্দ্রশেখর। বলিচি ত খুন আমি করবনা। তবে ফেলে রাখব নিশ্চিত, যদি না…

প্রতিমা। বলুন, আপনার কথা শেষ করুন।

চন্দ্রশেখর। যদি না তুমি প্রতিশ্রুতি দাও আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।

প্রতিমা। যদি প্রতিশ্রুতি দিই এখান থেকে বেরিয়ে যাবার পর আপনার ছেলেকে আমি কোনদিনই দেখা দোবনা।

চন্দ্রশেখর। তাতেও আমার ছেলেকে ফিরে পাবনা। সে তাহলে সারামন দিয়ে তোমাকেই চাইবে। হয়ত ঘরে আর আসবেনা।

প্রতিমা। তাহলে আপনি কি চান আমার কাছে ?

চন্দ্রশেখর। আমার ছেলেকে বোঝাতে হবে সে ভুল পথে পা দিয়েচে। তাই বুঝিয়ে তার হাত ধরে ঘরে ফিরিয়ে আনতে হবে।

চন্দ্রশেখর। নিশ্চয়ই দোব।

প্রতিমা। আপনার ছেলে চপল চঞ্চল হতে পারে কিন্তু আমি তা নই। সুখের মোহে, সম্পদের লোভে আমি আমার ব্রত ভঙ্গ করব না।

চন্দ্রশেখর। তাহলে এইখানে থেকেই ব্রত উদ্‌যাপন কর।

সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। একটু পরে সিঁড়িটাও উপরে উঠিতে লাগিল। কিন্তু মনোহর তাহা না দেখিয়া অদ্ভুত হাসি হাসিতে হাসিতে প্রতিমার দিকে অগ্রসর হইল।

প্রতিমা। কে !

মনোহর। আমি মনোহর ! ওপরে যাইনি, লুকিয়েছিলুম ; তোমার জন্যে !

প্রতিমা। তুমি কি মানুষ?

মনোহর। কেন, দেখতে কি মানুষের মতো নই?

প্রতিমা। হাঁ, বনমানুষের মত। স্বভাবও তেম্নি হিংস্র।

মনোহর। মানুষ সুন্দর হয়, কুৎসিত হয়। মানুষ কোমল হয়, কঠোরও হয়। হলুম না হয় কুৎসিত, কঠোর; তবুও আমি মানুষ।

প্রতিমা। তোমার সব কথা আমি বুঝতে পারচি না।

মনোহর। হয়ত বুঝিয়ে বলতে পারচি না। কতদিনের অনভ্যাস! এতদিন শুধু হুকুমই তামিল করিচি, হৃদয়ের কথা বোঝাবার সুযোগ ত পাইনি। তাই সব কথা ঠ্যালাঠেলি করে বেরুচ্ছে, চুপ করে আমি থাকতে পারচিনে।

প্রতিমা। কিন্তু অনর্থক কথা বলে লাভ কি বন্ধু?

মনোহর। বন্ধু! তুমি আমায় বন্ধু বল্লে? পশু জেনে লাথি মেরে দূরে ঠেলে দিলে না? বন্ধু! আমি তোমার বন্ধু! যে গৌরব তুমি দিলে, দেখো আমি তা নষ্ট হতে দোব না। বন্ধু! আমি তোমার বন্ধু! তোমার! দেবীর! কার সাধ্য তোমাকে এখানে বন্দী করে রাখে?

উৎসাহবশে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু! একি! এখন কি হবে? দোর যে বন্ধ করে দিয়েচে!

প্রতিমা। তোমাকেও এইখানে ফেলে রাখবে?

মনোহর। আমি যে এখানে রয়েচি, তা ও জানতনা। এখন! এখন কি হবে?

প্রতিমা। তুমি! তুমি এমন সব কথা বলতে পার?

মনোহর। ওই থেকেই বুঝে নাও, আমিও মানুষ। আমিও ভাবি, আমিও চিন্তা করি, আমিও চোখে চেয়ে সব কিছু দেখি।

প্রতিমা। তবে তোমার এ দুর্দ্দশা কেন?

মনোহর। একটি দিনের ভুলের জন্যে। একদিন যখন জীবন দিয়েও আমার আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি হওয়া উচিৎ ছিল, সেইদিন আমি ওই রায় বাহাদুরের পা জড়িয়ে ধরে ওর সাহায্য চেয়েছিলুম। সাহায্য আমি পেলুম, কিন্তু আমার স্বাধীনতা আমি হারালুম। একটি দিনের ভুলের জন্যে আমাকে ঘর ছাড়তে হোলো, বংশপরিচয় ভুলতে হোলো, নিজেকেও ভুলতে হোলো। একটি দিনের কেবলমাত্র একটি ভুলের জন্যে!

প্রতিমা। তুমি লেখা-পড়া জান্তে?

মনোহর। জান্তুম।

প্রতিমা। তুমি ভদ্রবংশের লোক?

মনোহর। গরীবের ঘরের, কিন্তু বংশমর্য্যাদায় চৌধুরীদেরই সমকক্ষ।

প্রতিমা। অথচ এই হীন কাজ করচ!

মনোহর। একদিনের ভুলের জন্যে দাসখৎ লিখে দিতে হোলো।

প্রতিমা। কেন লিখে দিলে?

মনোহর। প্রাণের ভয়ে।

প্রতিমা। এই জীবনযাপন করতে তোমার কষ্ট হয় না?

মনোহর। হয়।

প্রতিমা। আজও ভয়ে চুপ করে রয়েচ?

মনোহর। ভয়ে নয়।

প্রতিমা। তবে ?

মনোহর। প্রতিশোধ নিতে।

প্রতিমা। প্রতিশোধ নিতে

মনোহর। হ্যাঁ। তাইত তোমার সঙ্গে মিশতে চাই। তুমিও চাও ওদের উচ্ছেদ করতে, আমিও তাই চাই।

প্রতিমা। তুমিও তাই চাও ?

মনোহর। বিশ্বাস কর, কেউ আমাকে বিশ্বাস করে না, কেউ আমাকে মানুষ বলে মনে করে না। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। তুমি আমার মাথায় হাত দাও। স্পর্শ দাও।

প্রতিমার পায়ের কাছে পড়িল। প্রতিমা তাহার মাথায় হাত রাখিল।

কথনো পাইনি। জীবনে এমন কোমল পরশ কথনো পাইনি। প্রতিদিন চেয়েচি। কাঙালের মতো, ক্ষুধিতের মত, প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে এই চেয়েচি—ঘৃণায় সবাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েচে। কিন্তু কুৎসিৎ যে, ক্রীতদাস যে তারও ত হৃদয় থাকে, তারও আশা থাকে, আকাঙ্ক্ষা থাকে। ওরা আমার সব কেড়ে নিল, কিন্তু আমার হৃদয়টাকে পাথর করে দিল না কেন ?

প্রতিমা। এখান থেকে বেরুবার আর কোন পথ নেই ?

মনোহর। না। শুনিচি এরও নীচে আর একটা ঘর আছে। কঙ্কালগুলো সেইখানেই ফেলে দেয়।

প্রতিমা। তাহলে মরতেই হবে ?

মনোহর। হ্যাঁ। বেরুবার পথ যে বন্ধ !

প্রতিমা। তাহলে মরণের অপেক্ষায় চুপ করে বসে থাকি।

প্রতিমার পায়ের কাছে পড়িয়া মনোহর হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতেই কহিল

মনোহর। আমি মরব না, মরতে পারব না।

প্রতিমা। কান্না কারু মৃত্যুকে রোধ করতে পারে না বন্ধু। তাই কেঁদে নয়, মৃত্যুর জন্যে নিজেকে তৈরি করেই মৃত্যুভয় জয় করতে হয়।

মনোহরের কান্না তবুও থামিল না। প্রতিমা তাহার মাথায় হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল, কান্নার শব্দ মিলাইয়া যাইতে লাগিল এবং গানের শব্দ নিকটবর্ত্তী হইল। দেখা গেল সেই বারান্দায় নিত্যানন্দ বসিয়া আছে। তাহারই কাছে বসিয়া কল্যাণী গান গাহিতেছে।

গান

সাথী গো সাথী
মিলন আকাশে পলকে ফুরায়
দিবস রাতি
সাথী গো সাথী
মিলন পাত্র সুখ বেদনায় উছলি পরে
রঙিন নিমেষ রাঙা হয়ে ওঠে স্বপন ভরে
ধুলা দিয়ে গড়ি ধুলার স্বর্গ
স্বপনে মাতি
সাথী গো সাথী

আঁখির মুকুরে দেখেছি আঁখির
সাগর জলে
কিশোর চাঁদের মোহন হাসির
স্বপন ভোলে
হিয়ার পরশে অধীর হিয়া যে তৃষায় কাঁদে
বাঁধন ভুলিয়া নতুন বাঁধনে নিজেরে বাঁধি
অধীরা যেন রে ধরা দিতে চায়
নিজেরে সাধি

চন্দ্রশেখর উদ্‌ভ্রান্তের মত প্রবেশ করিলেন। গায়িকা ও শ্রোতাকে দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।

করুণাময়ী। ভাখ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাখ, মেয়ের বেহায়াপনা কতদূর উঠতে পারে।

চন্দ্রশেখর। না, না, গান থামিয়ো না, গান থামিয়ো না কল্যাণী। পৃথিবী যে নিয়মে চলচে, তাই চলুক। একদিকে মরণের আর্ত্তনাদ, আর একদিকে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা; একদিকে ক্ষুধিতের হাহাকার, আর একদিকে ভোজের উৎসব; একদিকে বুকফাঁটা কান্না আর একদিকে অট্টহাসি। এই নিয়েই ত পৃথিবীর রূপ। এই রূপই ত সত্য।

করুণাময়ী নামিয়া আসিলেন। কল্যাণী চন্দ্রশেখরের কাছে আগাইয়া গেল।

কল্যাণী। বাবা, অন্যায় করিচি, ক্ষমা কর।

চন্দ্রশেখর। অন্যায়! অন্যায় কিছু করেচ কি না জানি না; তবে নিত্যানন্দকে গান শুনিয়ে কোন অপরাধই করনি, শুনেও ও কোন

অপরাধ করেনি। তোমাদের বয়েসে এই ত তোমাদের স্বধর্ম্ম। এর ফলে পরিবারে শান্তি আসে, অন্তত দুইটি জীবনে আসে পরম পরিতৃপ্তি।

সহসা কঠোর হইয়া উঠিলেন

অন্যায় তারাই করে, যারা পরধর্ম্মাশ্রয়ী হয়ে শোনা কথায় বিশ্বাস করে পরিবারের শান্তি ভঙ্গ করে। তাদেরই আমি সইতে পারি না, তাদেরই অপরাধী জেনে আমি শাস্তি দিতে চাই,—নির্ম্মম হয়ে, নিজেকে পশুর স্তরে নামিয়ে নিয়ে।

মঞ্চ ঘুরিল। বৈঠকখানার ঘর দেখা দিল। সেই ঘরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে অবিনাশ। নবোদগত দাড়ী ও গোঁফ, কোন বিশেষ ধাঁচে ছাঁটা নয়। পরণে খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের পাঞ্জাবী, মাথায় গান্ধী টুপী। চন্দ্রশেখর ঢুকিলেন। প্রথমে অবিনাশকে দেখিতে পাইলেন না। অবিনাশও নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। চন্দ্রশেখর সহসা অবিনাশকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন

চন্দ্রশেখর। কে? কে তুমি!

অবিনাশ কোন কথা কহিল না। চন্দ্রশেখর তাহার কাছে অগ্রসর হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ও! তুমি! অবিনাশ।

ফিরিয়া আসিয়া অন্যদিকে মুখ করিয়া বসিলেন।

চিনব কি করে! ওই পোষাক যে আমার ছেলের গায়ে কখনো উঠবে তা আমি ভাবতেই পারিনি।

অবিনাশ তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

অবিনাশ। বাবা!

চন্দ্রশেখর। বাবা! বাবার বড় মর্য্যাদাই দিয়েচ!

অবিনাশ। শুনলুম আপনি আজ মোহনপুর গিয়েছিলেন?

চন্দ্রশেখর। হ্যাঁ, গিয়েছিলুম।

অবিনাশ। শুনলুম সেখানকার প্রজাদের আপনি শাসিয়ে এসেচেন।

চন্দ্রশেখর। আজ শুধুই শাসিয়ে এসেচি। যদি শাসন না মানে ধাড়ী-বাচ্ছা, মেয়ে-পুরুষ, সবাইকে লেঠেল নিয়ে ঠেঙিয়ে দিয়ে আসব।

অবিনাশ। কিন্তু তারা যে বড় গরীব।

চন্দ্রশেখর। গরীব বলেইত তাদের নীচু হয়ে থাকতে হবে।

অবিনাশ। বাবা তারা বড় অসহায়।

চন্দ্রশেখর। আমার হুকুম পালন করে আমার আশ্রয়ে থাকুক, আমিই তাদের সহায় হব।

অবিনাশ। নায়েব তাদের ওপর বড় জুলুম করে।

চন্দ্রশেখর। জুলুম করতে হয়, তাই করে।

অবিনাশ। কিসের জন্যে সে জুলুম করবে?

চন্দ্রশেখর। নায়েব আমার চাকর। আমারই আদেশে জুলুম করবে।

অবিনাশ। তাহলে এ জুলুম আপনিই করাচ্ছেন?

চন্দ্রশেখর। হ্যাঁ।

অবিনাশ। কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারি?

চন্দ্রশেখর। অবশ্যই পার। জুলুম করাচ্ছি যাতে আমার অবর্ত্তমানে

তুমি, তোমার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রেরা নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাতে পারে।

অবিনাশ। এ আরাম আমি চাই না।

চন্দ্রশেখর। তুমি না চাইতে পার, কিন্তু তোমার পরে যারা আসবে, তারা চাইবে। আর চেয়ে যদি না পায়, তোমাকে, আমাকে, আমারো ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষকে তারা অভিসম্পাত করবে।

অবিনাশ। এ আপনার অনুমান।

চন্দ্রশেখর। আমার অনুমানে কখনো ভুল হয় নি।

অবিনাশ। এই অনুমানের ওপর নির্ভর করে আপনি প্রজা-পীড়ন করবেন, আর আমি তা সইব?

চন্দ্রশেখর। কি! সইবে না?

অবিনাশ। না, আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করব।

চন্দ্রশেখর। শক্তি! বলতে পার তোমার শক্তি কোথায়? আমার অন্নে পুষ্ট তুমি, আমারই দয়ায় তুমি লেখাপড়া শিখেচ, আজও তোমার সমস্ত প্রয়োজন আমিই যোগাই—অন্ন, বস্ত্র, শহরে থাকবার সমস্ত উপকরণ। তুমি আমার অনুগ্রহপালিত! শক্তি তোমার কোথায়? বল!

অবিনাশ। আপনার এ অনুগ্রহ আমি চাই না। আজ থেকে আমি ভুলে যাব যে আমি রায় বাহাদুর চন্দ্রশেখর চৌধুরীর পুত্র।

চন্দ্রশেখর লাফাইয়া উঠিলেন

চন্দ্রশেখর। ভুলে যাবে! সে-কথাও ভুলে যাবে?

অবিনাশ। আজ থেকে আপনার দেওয়া একটি পয়সাও আমি স্পর্শ করব না! আজ থেকে আমি জানব, আমার মা নেই, বাপ নেই,

ঘর নেই, বাড়ী নেই। আজ থেকে আমি নিজেকে তাদেরই একজন বলে মনে করব, যারা দুবেলা পেট পুরে খেতে পায় না, ছেঁড়া কাপড় ছাড়া পরতে পায় না, অত্যাচারে অবিচারে যারা মুমূর্ষু।

চন্দ্রশেখর। এই তুমি চাও?

অবিনাশ। ধনীর অত্যাচারের সহায়ক হবার চেয়ে তাই আমি শ্রেয় মনে করি।

চন্দ্রশেখর। ধনীর অত্যাচার! একে তুমি অত্যাচার বল! প্রজা উদ্ধত হবে, আমি তাকে দমন করতে পারব না; প্রজা দায়িত্ব-বিহীন দশজনের উত্তেজনায় তেতে উঠে নিজের অমঙ্গল করবে, আমি তাকে শাসন করে আমার বুকে ফিরিয়ে আনতে পারব না! চমৎকার যুক্তি তোমার!

অবিনাশ। তাদের সুখ শান্তি দেবার ছলে আপনারা তাদের ওপর জবরদস্তি করবেন তা কখনো হতে পারবে না, আমরা হতে দেব না।

চন্দ্রশেখর। হতে দেবে না!

অবিনাশ। না।

চন্দ্রশেখর। আর কিছু বলবার আছে?

অবিনাশ। প্রতিমা কোথায়?

চন্দ্রশেখর। বলব না।

অবিনাশ। সে এখানে এসেছিল?

চন্দ্রশেখর। তাও বলব না।

অবিনাশ। আমি যে তাকে এইখানেই পাঠিয়েছিলুম। প্রতিমা! প্রতিমা!

দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। করুণাময়ী প্রবেশ করিলেন।

করুণাময়ী। তুই এসেচিস ?

অবিনাশ। মা, প্রতিমা কোথায় ?

করুণাময়ী। জানিনা বাবা।

অবিনাশ। তাকে যে আমার চাই।

করুণাময়ী। যাক্ তার যেখানে ইচ্ছে। দেশে সুন্দরী মেয়ের অভাব নেই।

অবিনাশ। আঃ। সে-কথা নয়। প্রতিমাকেই চাই। আর এক মুহূর্তও আমি এখানে থাকতে পারব না।

করুণাময়ী। এই ত এলি, বাবা।

অবিনাশ। (চন্দ্রশেখরকে) বলুন আপনি, প্রতিমা কোথায়।

চন্দ্রশেখর। আমি বলবনা।

অবিনাশ। সে এখানে আসেনি ?

চন্দ্রশেখর। তাও বলব না।

করুণাময়ী। ওগো তুমিও কি ক্ষেপে গেলে ?

চন্দ্রশেখর। হাঁ, ক্ষেপে যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু আশ্চর্য্য, তাও যাইনি। আমার মুখের ওপর ও বল্লে, আজ থেকে ও বুঝবে ওর মা নেই, বাপ নেই, কেউ নেই !

অবিনাশ। আপনি আগে বলুন প্রতিমা কোথায় ?

চন্দ্রশেখর। বলব না। যা ইচ্ছে তুমি করতে পার।

অবিনাশ। বেশ। না বল্লেন। জেনে রাখবেন চৌধুরী বংশ নির্বংশ।

চন্দ্রশেখর। নির্ব্বংশ!

করুণাময়ী। খোকা!

অবিনাশ। জমিদারির দম্ভ নিয়ে বেঁচে থাকবার শেষ পুরুষ রইলেন আপনি। আপনিই এ বংশের শেষ জমিদার।

চন্দ্রশেখর। শেষ জমিদার! যাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই—পারিবারিক সম্বন্ধ নেই, তারাই তোমার এখন এমন আপন হল যে, তাদের জন্য রক্তের সম্বন্ধ ত্যাগ করে তুমি চলে যাবে?

অবিনাশ। হ্যাঁ, ত্যাগ করব।

চন্দ্রশেখর। ত্যাগ করবে! ত্যাগ! আচ্ছা তোমার ত্যাগের শক্তি কত তাই আমি দেখছি। তোমার বিধানে আমি হব চৌধুরী বংশের শেষ জমিদার। দাঁড়াও দেখছি আমি কেমন শেষ জমিদার! শেষ জমিদার!

বারান্দার দিকে অগ্রসর হইলেন। মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল।

করুণাময়ী। খোকা! খোকা! ও-কথা তুই কেন বল্লি, বাবা?

অবিনাশ। না, না, আমি তোমাদের কেউ নই।

বারান্দা দিয়া যাইতে যাইতে চন্দ্রশেখর বলিতে লাগিলেন।

চন্দ্রশেখর। শেষ জমিদার! শেষ জমিদার!

সিঁড়ি হইতে কল্যাণী কহিল

কল্যাণী। বাবা!

চন্দ্রশেখর। বাবা বলে ডাকিসনি। আমি কারু বাবা নই। চৌধুরী বংশের আমি শেষ জমিদার!

কল্যাণী নামিয়া আসিল। পিছনে নিত্যানন্দ

কল্যাণী। কি বলছ বাবা!

চন্দ্রশেখর। তোর দাদা বল্লে আমি চৌধুরী বংশের শেষ জমিদার।

কল্যাণী। দাদা এসেচে?

চন্দ্রশেখর। এসেচে। বল্লে, চলে যাবে। দেখি কেমন করে যায়।

অগ্রসর হইলেন

নিত্যানন্দ। যেতে পারবে না, স্যার। ম্যাগনেটিক attraction রয়েচে, প্রতিমা দেবী।

চন্দ্রশেখর চলিয়া গেলেন। মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।
স্বর্গধাম

চন্দ্রশেখর। (নেপথ্যে) শেষ জমিদার! শেষ জমিদার!

মনোহর। আমাকে এখানে দেখলে মেরে ফেলবে। আমি লুকিয়ে থাকি।

চন্দ্রশেখর দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিলেন

প্রতিমা। আপনি! আপনি আবার কেন এসেচেন!

চন্দ্রশেখর। এসেচি—এসেচি, আমার পরাজয়ের বার্ত্তা নিয়ে।

প্রতিমা। কার পরাজয়?

চন্দ্রশেখর। আমার। কার কাছে জান? তোমাদের কাছে। জয় তোমাদেরই হোলো। চৌধুরীদের জমিদারি সত্যিই ভেঙ্গে গেল!

প্রতিমা। কিন্তু চৌধুরীদের এই স্বর্গধাম ত এখনো ভাঙ্গেনি।

চন্দ্রশেখর। যাক্—যাক্ স্বর্গধাম! অবিনাশ এসেচে।

প্রতিমা। এসেচে!

চন্দ্রশেখর। হ্যাঁ, এসেচে। এসেচে আমার কাছে অসম্ভব প্রার্থনা নিয়ে। আমি তা উড়িয়ে দিয়েচি। সে বল্লে দম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই জমিদারি আমার থাকবে না। এ বংশের সে কেউ নয়। আমিই চৌধুরী বংশের শেষ জমিদার। বলত মা, বাপ হয়ে এ কথনো সওয়া যায়?

প্রতিমা। কোথায় সে?

চন্দ্রশেখর। তুই আয় মা, আয় আমার সঙ্গে।

হাত ধরিয়া টানিয়া লইলেন।
মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল। বারান্দায়
দেখা দিলেন।

প্রতিমা। কিন্তু, আমার কথা যদি না শোনে?

চন্দ্রশেখর। শুনবে না! জমিদারি সে হেলায় ত্যাগ করল মা, কিন্তু তোমার সন্ধান যখন দিলুম না, তখনই আমাদের সম্বন্ধ একটানে ছিঁড়ে ফেলতে চাইল, আয় মা আয়, দেখি কেমন করে সে ছেড়ে যায়।

প্রতিমা। কিন্তু বাবা!...

চন্দ্রশেখর। ওরে, না না। আর কিন্তু নয়, তর্ক নয়।

বৈঠকখানা প্রকাশ পাইল। করুণাময়ী মুখ ঢাকিয়া
পড়িয়া আছেন, কল্যাণী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছে।

চন্দ্রশেখর। দেখি এইবার কেমন করে তুমি চলে যাও!

করুণাময়ী। ওগো! সে যে সত্যিই চলে গেল।

চন্দ্রশেখর। চলে গেল!

কল্যাণী। দাদাকে ফিরিয়ে আন, বাবা।

চন্দ্রশেখর। ফিরে পেতে ত চাই মা। কিন্তু সে যে আমাদের সব সম্বন্ধ অস্বীকার করে চলে গ্যাল। গ্যাল, গ্যাল! আমার বাবার তিন ছেলে ছিলুম আমরা। দুজনা মরে গ্যাল। গ্যাল, গ্যাল! আমিই রইলুম।

করুণাময়ী। কিন্তু আমাদের যে ঐ একটিমাত্র ছেলে!

চন্দ্রশেখর। একটিমাত্র ছেলে। সেও চলে গেল। রইলুম আমি। চৌধুরীবংশের শেষ জমিদার! শেষ জমিদার!

কল্যাণী। মা! কি হবে, মা? দাদাকে কে ফিরিয়ে আনবে, মা?

চন্দ্রশেখর। মনে যার সর্ব্বনাশের আগুন জ্বলেচে, তাকে আমরা কেমন করে ফিরিয়ে আনব, মা?

করুণাময়ী। ও যে আমার বুকে আগুন জ্বেলে দিয়ে গেল।

চন্দ্রশেখর। শুধু তোমারই বুকে! আমার বুকে নয়? ওই আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, ওঁদের বুকে নয়? শুনিয়ে গেল চৌধুরী-বংশ নির্ব্বংশ! আমি সে বংশের শেষ জমিদার। শেষ জমিদার।

উত্তেজিত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন

প্রতিমা। বাবা, আমি কথা দিচ্ছি আমি তাকে ফিরিয়ে আনব।

চন্দ্রশেখর। আনবি? সত্যি বলচিস আনবি?

প্রতিমা। আনব বাবা!

চন্দ্রশেখর। তা হলে চল মা।

প্রতিমা। চলুন বাবা!

চন্দ্রশেখর। চল মা চল। আমার দম্ভ চূর্ণ হয়ে যাক্, কিন্তু চৌধুরী বংশের ধারা অব্যাহত থাকুক। চৌধুরীদের সম্পদ পুরুষানুক্রমে বর্দ্ধিত হোক। বংশ-বিবৃতিতে একথা যেন না লেখা থাকে যে, রায় বাহাদুর চন্দ্রশেখর চৌধুরী চৌধুরী-বংশের শেষ জমিদার।

প্রতিমা। না বাবা তা থাকবে না।

চন্দ্রশেখর। তবে আয় মা, এই অন্ধকারে তোর হাত ধরে আমি বেরিয়ে পড়ি তার সন্ধানে। তার হাতে তোকে আর চৌধুরীদের এই জমিদারি তুলে দিয়ে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। গিন্নি ও আমাদের ছেলে ফিরিয়ে দেবে। আর আমরা তার প্রতিদানে কি দেব জান? আমরা ওকে দোব এই পরিবারের গৃহলক্ষ্মী হয়ে থাকবার অধিকার। আয় মা, আয়! আয়!

হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। যবনিকা পড়িল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

সাত বছর পরের ঘটনা। চৌধুরীদের সেই বাড়ী। বৈঠকখানা ঘরটি তেমনইআছে। শুধু আসবাবপত্রগুলি আধুনিক হইয়াছে। আপিস-ঘরের মতো সাজানো। পিছনের বাগানটা আর নাই। সেখানে টেনিস লন হইয়াছে। অবিনাশ একগাদা কাগজপত্র লইয়া বসিয়া আছে। তাহার পরণে আর সেই খদ্দরের পোষাক নাই। সিল্কের পাঞ্জাবী, দিশি ধুতি, পেটেণ্ট লেদারের চটি। দাড়ী গোঁফ আর অযত্ন রক্ষিত নয়। দিব্যি ছাঁটা। গোঁফে কসমেটিক দেওয়া। মুখে সিগারেট। সে আপন মনে কাগজপত্র দেখিতেছে। ফুলের cuttings লইয়া প্রতিমা প্রবেশ করিল। বধূর বেশ। সুন্দর শাড়ী, উজ্জল গহনা, ধনী জমিদার গৃহিণী। ঘরে ঢুকিয়াই সে গান গাহিতে লাগিল।

গান

মেঘের নয়নে হারায়ে গিয়েছে জল
গোপনে কাঁদিছে তুষার কুসুম দল
স্বপনের বীণাখানি সুরহারা জানি জানি
ধুলায় ঢেকেছে বাসর শয়ন তল।
তোমার অনলে আমারে জ্বলিতে দাও
বেদনা চিহ্ন এ প্রাণে আঁকিয়া দাও
প্রাণের পাত্র মোরি আঁখি জলে দাও ভরি
কাঁদিতে দিও গো দিও না হাসির ছল।
ধূপের সুরভি কেমনে বাঁধিয়া রাখি
বেদনা শিশিরে কাঁদিছে ফুলের আঁখি

প্রাণের বিধুর গান কে তারে দেবে গো দান
সুরের আড়ালে কাঁদিল অলখ পাখী।
পূজারিণী জাগে দেবতা ঘুমায় হায়
মালার অর্ঘ্য বিফলে শুকায়ে যায়
রচিতে সোনার মায়া
জাগিল দুখের ছায়া
জানিল না সে যে কে কাঁদে কাহার লাগি
কে কাঁদে কাহার লাগি—

প্রতিমা। পাকা জমিদার হয়ে উঠ্‌লে যে!

অবিনাশ একটিবার তাহাকে দেখিয়া কাগজে দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিল।

অবিনাশ। ধরে এনে ঘানিতে বুতে দিলে। সেই থেকে চোখ ঢাকা বলদের মত নিশ্চিন্তে ঘুরচি।

প্রতিমা। ডাকতে না গেলেও ফিরে আসতে।

একটা ভাসে গিয়া ফুল রাখিল

অবিনাশ। যদি জানতুম তুমি এইখানে ছিলে, তাহলে পদমেকং নড়তুম না!

প্রতিমা। প্রজাদের ওপর জুলুম চলত যে!

অন্য একটা ভাসে ফুল রাখিতে রাখিতে কহিল

অবিনাশ। প্রজাদের কথা আর বলোনা।

ঘাড় ঘুরাইয়া অবিনাশের দিকে চাহিয়া কহিল

প্রতিমা। কেন?

অবিনাশ। বাবা ঠিকই করতেন। ব্যাটারা সব বজ্জাৎ।

প্রতিমা অবিনাশের টেবিলের কাছে আসিল। সেই টেবিলের ভাসে ফুল রাখিতে রাখিতে কহিল

প্রতিমা। বাবা শুধু ঠিক কাজই করতেন না, ঠিক কথাও বলতেন।

অবিনাশ চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়া কহিল

প্রতিমা। বাবা আমায় বলেছিলেন, আমার ছেলেকে আমি চিনি, জানি তার মনের এ রঙ ধুয়ে যাবে। সে জমিদারের বংশধর, undiluted blue blood! তোমাকে দেখি, আর তাঁর কথাগুলো মনে মনে ভাবি। অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে।

অবিনাশ। আর তুমি?

প্রতিমা। আমার কথা ছেড়ে-দাও। আমি প্রতিপ্রাণা হিন্দু-স্ত্রী। স্বামী কায়া, আমি ছায়া। স্বামী জমিদার, আমি তাই জমিদার-গৃহিণী।

অবিনাশ। তুমিও আদর্শ ত্যাগ করেচ!

প্রতিমা। ত্যাগ করিচি—তোমারই ভোগের উপকরণ হয়ে থাকব বলে।

অবিনাশ। তুমি আজকাল কথায় কথায় ঠাট্টা কর।

প্রতিমা। আমার প্রগল্‌ভতা মাপ করো। ভুলে যাই যে তুমি চৌধুরী বংশের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার।

অবিনাশ। বংশ-গৌরবে আমি তোমার চেয়ে হীন নই।

প্রতিমা। আমার চেয়ে বড় হওয়া কি খুবই বড় কথা? I pity you, darling!

অবিনাশ উঠিয়া তাহার সাম্নে আসিয়া দাঁড়াইল

অবিনাশ। May I ask you, why?

প্রতিমা তাহার দিকে চাহিল। তারপর হাসিয়া অন্য দিকে যাইতে যাইতে কহিল

প্রতিমা। সব সময়ে অমন মিলিটারি মেজাজে থেকনা।

অবিনাশ তাহার কাছে গিয়া কহিল

অবিনাশ। কি বলতে চাও তুমি?

প্রতিমা। বাংলাদেশের জমিদার, নিরীহ প্রজাদের খাঁজনা খেয়ে মানুষ। মিলিটারীর মধ্যে ত গোটাকয়েক ভুঁড়িওয়ালা বরকন্দাজ। তাদের মনিব হয়ে অমন মেজাজ দেখানো কি শোভা পায়?

অবিনাশ। চৌধুরী বংশের সে সুদিন যদি থাকত, তাহলে......

প্রতিমা। থাম, থাম, বাবার অনুকরণে কথায় কথায় চৌধুরী বংশের কীর্ত্তি শোনাতে চেয়োনা।

অবিনাশ। আমি আমার বাবারই ছেলে।

প্রতিমা। Yes, a chip from the old block.

অবিনাশ। তুমি আমার বাবাকেও ঠাট্টা কর?

প্রতিমা। করব না! এতটুকু স্বার্থের জন্যে আমাকে স্বর্গধামে পুরে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। ভেবেচ, আমি তা কোনদিন ভুলব!

অবিনাশ। জমিদারিটাও পুড়িয়ে দিতে চাও নাকি?

প্রতিমা। যে-রকম মেজাজ দেখাচ্ছ, তাতে হয়ত কারু মাথায় একদিন সেই বুদ্ধিই গজাবে। তবে জমিদারির ত হয়ে এসেচে।

অবিনাশ। হয়ে এসেচে মানে?

প্রতিমা। নাভিশ্বাস উঠেচে। তুমি সামলাতে পারচ না।

অবিনাশ। আমি সামলাতে পারচি না! জানি, বাবা এসেও ঠিক এই কথাই বলবেন। জমিদারি রক্ষার যে ব্যবস্থা আমি করচি, আমার কোন পূর্ব্বপুরুষ তা করেননি।

প্রতিমা। তা করেননি বলেই জমিদারিটা তোমার হাতে পড়তে পেরেচে, নইলে উড়ে যেত। কিন্তু ও-সব বিষয় সম্পত্তির কথা থাক। কাল শেষ রাতে বাড়ী ফিরলে কেন? কোথায় ছিলে?

অবিনাশ। কেন, জান না, কাল দাদাভাই দৌলৎরামের ওখানে পার্টি ছিল।

প্রতিমা। এই দাদাভাইটি দেখচি তোমার খুব প্রিয় হয়ে উঠেচে।

অবিনাশ। হবে না। আমার এই নতুন ভেঞ্চারে সেই যে আমার প্রধান সহায়।

প্রতিমা। আর কে কে তোমার সহায় হয়েচেন?

অবিনাশ। দেখতেই পাবে। আজইত বোর্ডের প্রথম মিটিং। তুমিও ত একজন ডিরেকটার।

প্রতিমা। এই ছাখ, আবার বিজিনেস টক্ শুরু হোলো। কতদিন গান শুনতে চাওনি, বলত।

অবিনাশ। গান শোনবার বয়েস আমার আর নেই।

প্রতিমা। দাদাভাই দৌলৎরামের বাংলোয় কাল যে জলসা হয়েছিল, সেখানে কি নাচ-গান হয়নি ?

অবিনাশ। তুমি জানলে কি করে!

প্রতিমা। যে করেই জানি। বল নাচ-গান হয়নি ?

অবিনাশ। সে কাজের জন্যে শুনতে হয়েছিল!

প্রতিমা। আমার গান শোনাও ত তোমার কাজ।

অবিনাশ। সে কাজ কি ?

প্রতিমা। আমাকে খুশী করা।

বরফ গলিয়া গেল। অবিনাশ স্ত্রীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার দুটি বাহু ধরিয়া গালের কাছে মুখ লইয়া কহিল

অবিনাশ। সত্যি। তোমাকে খুশী করাই আমার সব চেয়ে বড় কাজ।

প্রতিমা। হাঁ, তা বৈকি! কাল রাত দুটো পর্য্যন্ত আমি জানালায় বসেছিলুম……

তাহার গলা ধরিয়া গেল, চোখে জল জমিল

অবিনাশ। এ কি! এত ইমোশনাল তুমি!

প্রতিমা। তোমার কাজ তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে টেনে নিচ্ছে।

অবিনাশ। কাজকে অবলম্বন করেই ত আমাদের কমরেডশিপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রতিমা। কিন্তু কল্পনা ছিল, কর্ম্মক্ষেত্রেও আমরা পাশাপাশি থাকব।

অবিনাশ। তাই ত আছি। নতুন বোর্ডের তুমি একজন ডিরেকটার।

প্রতিমা। কিন্তু তোমার ওই দাদাভাই দৌলৎরাম, ওই হরেকৃষ্ণ কুণ্ডু, ঊই নফর চট্টো……

অবিনাশ। থাক্, থাক্, ওদের নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। অর্গানাইজেশন একবার হয়ে গেলে ওরা সব কোথায় পড়ে থাকবে! তখন থাকব শুধু তুমি আর আমি।

প্রতিমা। কিন্তু বাবা কি এতে রাজী হবেন?

অবিনাশ। পাওয়ার অব এটর্নি আমাকে দিয়েচেন। তাঁর জমিদারি রক্ষার জন্যে যা ভালো মনে হবে, তাই করবার অধিকার আমার আছে।

প্রতিমা। সাত বছরের মধ্যে বাবা একবার এলেন না! মা ছেলেকে দেখতে চাইলেন না। একেবারে নির্ব্বিকার হয়েচেন কেমন করে?

অবিনাশ। গ্যাখ, বাবা একদিন ইয়ংবেঙ্গল ছিলেন। আচার-নিয়ম কিছুই মানতেন না! মাকেও মনের মত গড়ে তুলেছিলেন। যৌবনে যে জোর নিয়ে সব কিছু ভাঙতে চেয়েছিলেন, সেই জোর নিয়েই বুড়ো বয়েসে ধর্ম্ম-কর্ম্ম সুরু করেচেন। একদিন আমরাও হয়ত তাই করব।

প্রতিমা। তুমি ত করবেই। কিন্তু আমার কথা আজই জোর করে কিছু বোলো না। আমি কণ্ঠিও পরব না, তেলকও কাটব না, এটা তুমি স্থির জেনো।

মনোহর। (নেপথ্য হইতে) May I come in?

প্রতিমা। আঃ! আবার কে এল?

অবিনাশ। Come in!

মনোহর প্রবেশ করিল। আকৃতি বদলায় নাই কিন্তু পোষাক বদলাইয়াছে। একেবারে ইউরেশিয়ান। তাহাকে দেখিয়া দুজনাই অবাক হইয়া রহিল

মনোহর। Good morning master. Good morning madam! চিন্তে পারচ না? আমি মনোহর।

অবিনাশ ও প্রতিমা। মনোহর!

মনোহর। None else my master and mistress; সেই মনোহর, যে তোমাদের বাবার ক্রীতদাস ছিল, যে তোমাদের রক্তচক্ষু দেখলে কুকুরের মতো কুঁকড়ে যেত।

অবিনাশ। তা ত বুঝলুম। কিন্তু আকস্মিক এ পরিবর্ত্তন কি করে হোলো?

মনোহর। তোমাদের সংসারে যখন ক্রীতদাসের মত হয়ে ছিলুম, তখন নিজেকে নিজেই কতবার জিজ্ঞাসা করিচি, এ পরিবর্ত্তন কি করে হোলো? পরিবর্ত্তন কি করে হয় তা বোঝা যায় না, শুধু বোঝা যায় পরিবর্ত্তন হয়েচে।

অবিনাশ। ও-সব কথা এখন থাক্। তোমাকে দেখে বড় খুশী হয়েচি। অবসর মত তোমার সব কথা শুনব। একটা জরুরি কাজ আছে, আমাকে এখুনি বেরুতে হচ্ছে। প্রতিমা আজ বিকেলে বোর্ডের মিটিং, মনে থাকে যেন।

প্রতিমা। তুমি তার আগে ফিরচনা না কি?

অবিনাশ। না, না, আমি ঘণ্টাখানেকের মাঝেই ফিরে আসচি। বাঈ-বাঈ।

কতকগুলি ফাইল লইয়া অবিনাশ বাহির হইয়া গেল। প্রতিমা দুয়ার পর্য্যন্ত আগাইয়া ফিরিয়া আসিল

প্রতিমা। তারপর বন্ধু!

মনোহর। আজও বন্ধুও বলচ!

প্রতিমা। আজই ত বলতে বাধা নেই।

মনোহর। যেদিন ছিল, সেদিনও দ্বিধা করনি।

প্রতিমা। তবু সেদিন একটুখানি সঙ্কোচ ছিল। আজ তাও নাই।

মনোহর। কেন? সাহেবি পোষাক পরে এসেচি বলে?

প্রতিমা। না। দাসত্ব ঘুচিয়ে স্বাধীন হয়েচ বলে। বোস।

চা খাবে?

মনোহর। মন্দ কি! তুমি?

প্রতিমা। আপত্তি নেই।

মনোহর উঠিয়া দাঁড়াইল

উঠলে যে।

মনোহর চা তৈরি করে আনি।

প্রতিমা। অতিথিদের দিয়ে আমরা চা তৈরি করাই না।

মনোহর ও! আমি ভুলেই গেছলুম। অনেকদিনের অভ্যাস

প্রতিমা কলিং-বেল টিপিল। একটি পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিতা তরুণী প্রবেশ করিল তাহার নাম রোজ।

প্রতিমা। Tea for two, please!

রোজ। Yes, madam.

মনোহর। এ কি!

প্রতিমা। আমার স্বামী পুরুষের হাতের চা খেতে পারেন না, বুড়োর হাতেরও না।

মনোহর। না। খেতে আবার পারে না! আমার হাতে চা খেয়ে খেয়ে অত বড় হোলো।

প্রতিমা। তখন তিনি জমিদার ছিলেন না।

মনোহর। কিন্তু তখন যিনি জমিদার ছিলেন, তাঁকে লোকে বাঘের মত ভয় করত।

প্রতিমা। তাইত তাকে জমিদার সাজতে হোত না। আমার স্বামীকে হয়।

রোজ ট্রে করিয়া চা আনিল

রোজ। Shall I pour it, madam?

প্রতিমা। No, thanks! You need not wait.

রোজ। Thank you, madam.

রোজ চলিয়া গেল

মনোহর। ও কি বাংলায় কথা কইতে পারে না ?

প্রতিমা চা ঢালিতে ঢালিতে কহিল

প্রতিমা। পারে। কিন্তু ওর মনিব ওকে কতকগুলি কথা মুখস্থ করিয়েচেন। বাইরের কেউ চা খেতে এলে ওকে সেই সব কথা বলতে হয়।

মনোহর এ বাড়ীর অনেক পরিবর্ত্তন হয়েচে।

প্রতিমা সব তুমি এখনো দেখনি। থাক এ-সব কথা তোমার কথা বল।

মনোহর। আমার বেশি কিছু বলবার নেই। তুমি দয়া করে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলে। আমি সোজা চলে গেলুম কলকাতায়। পাইস হোটেলে খাই আর পথে পথে ঘুরে বেড়াই। ময়দানে একদিন বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখলুম এক বুড়োসাহেবকে একটা পাগলা কুকুর তাড়া করেচে, আর বুড়ো প্রাণপণে ছুটচে। পাগলা কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরলুম, আঁচড়ে-কামড়ে দিলে। ফেল্লুম গলা টিপে মেরে। সাহেব তখুনি ট্যাক্সী করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। সেখান থেকে তার বাড়ীতে। আজ আমি তার পার্টনার। হাড় গুঁড়ো করবার কল, বোন মিল। সিকি অংশীদার আমি।

প্রতিমা। শুনে খুশী হলুম।

মনোহর। আমি জান্তুম একমাত্র তুমিই খুশী হবে। And do you know what is my annual income now ?

প্রতিমা। It must be a decent amount.

মনোহর। Far more decent than you can imagine—Fifty Thousand Rupees a year !

প্রতিমা। Really !

মনোহর। Not a farthing less.

প্রতিমা। You must then be a very rich man !

মনোহর। So I am.

প্রতিমা। I am glad to learn it. Very glad.

মনোহর। তোমার কাজের জন্য যদি টাকার দরকার হয়, আমাকে জানিয়ো।

প্রতিমা। আমার কি কাজ ?

মনোহর। এই জমিদারির উচ্ছেদ।

প্রতিমা। সে কাজ থেকে আমি অবসর নিয়েচি।

মনোহর। আর আমি করিচি সেই কাজে সর্ব্বস্ব পণ, জীবন উৎসর্গ।

প্রতিমা। You dont mean it !

মনোহর। Sure I do. এই কৃত্রিম কৌলীন্য, অসার আভিজাত্য আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় নষ্ট করে দিয়েচে। তুমি ত জান সব। তুমিই ত একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে আমি কি মানুষ? সত্যিই আমি সেদিন মানুষ ছিলুম না। কিন্তু আজ? আজও কি আমি অমানুষ ?

প্রতিমা। আমাকে এই প্রশ্ন করচ তুমি !

মনোহর। না, না, না, তোমাকে নয়। Please don't mis-

understand me. তোমাকে নয়, ওদের, ওই দাম্ভিক অন্তঃসারশূন্য জমিদারদের। ওই ওদের, যাদের আমি সর্ব্বহারা করতে চাই।

বলিতে বলিতে আত্মহারা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মুষ্টিবদ্ধ হাত উর্দ্ধে তুলিল

প্রতিমা। মনোহর! মনোহর!

মনোহর। I am sorry madam. I forgot myself.

ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। খট খট করিয়া একটি তরুণী প্রবেশ করিল। হিলতোলা জুতা, হবল স্কার্ট করিয়া পরা শাড়ী, ডবল ব্রেষ্ট কোট, কালো হর্ণের চশমা। হাতে নোট বই, ভ্যানিটি ব্যাগ, পেন্সিল। নাম নীলিমা।

নীলিমা। Good morning, madam.

প্রতিমা। Good morning, Nilly.

নীলিমা। মিঃ চৌধুরী কি এখনো নীচে নামেন নি?

প্রতিমা। তিনি বেরিয়ে গেছেন।

নীলিমা। বেরিয়ে গেছেন! এত সকালে?

প্রতিমা। এখনো সকাল আছে নাকি!

নীলিমা। কাল প্রায় সারারাত দাদাভাই দৌলৎরামের ওখানে ছিলেন কিনা! And he was a bit on too!

প্রতিমা। তাই নাকি!

নীলিমা। আপনি যদি তখন তাঁকে দেখতেন, মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

প্রতিমা। তুমি দেখেছিলে নাকি!

নীলিমা। আমারও যে নিমন্ত্রণ ছিল। আরো দু'চার জন মহিলা সেখানে ছিলেন। And most of them were mad after him!

প্রতিমা। নীলি!

নীলিমা। Pardon, madam. বলে অন্যায় করেচি।

প্রতিমা। হাঁ, আর কখনো ওসব কথা আমায় বোলো না।

নীলিমা। কিন্তু আমার কি দোষ। আপনি কোথাও যেতে চান না বলেই ত উনি আমাকে নিয়ে বেরোন।

মনোহর লাফাইয়া উঠিল।

মনোহর। Will you shut up, you vile woman! কাকে কি বলচ তুমি!

নীলিমা। Who are you!

মনোহর। আমি কে ভাল করে বুঝতে পারবে যদি প্রতিমা দেবীকে ওঁর প্রাপ্য সম্মান দিতে না পার। এত সাহস তোমার যে বাঘের গুহায় এসেচ বেহায়াপনা করতে!

প্রতিমা। মনোহর! তুমি ওকে জান না। ও আমাদের সেক্রেটারী।

মনোহর। সেক্রেটারী! ও জাতের অনেক মেয়ে আমি দেখিচি।

প্রতিমা। নীলি, লক্ষ্মীটি, তুমি কিছু মনে কোরো না। উনি আমার বন্ধু। বেশ ধনী লোক।

নীলিমা। I didn't know it. I am sorry, sir.

সে তাহার টেবলে গিয়া বসিল।

মনোহর। কেমন তরপে উঠেছিল। আর যেই শুনল আমি বড় লোক, অম্নি নরম হয়ে গেল।

প্রতিমা। আঃ শুনতে পাবে।

মনোহর। একটা সত্যি কথা বলবে?

প্রতিমা। কি?

মনোহর। এমন করে নিজের সর্ব্বনাশ কেন করচ?

প্রতিমা। নিজের ভালো কে না চায় মনোহর? কিন্তু চাইলেই কি পাওয়া যায়? ভালো চেয়ে পাইনি, তাই মন্দকেও ঝেঁটিয়ে ফেলবার উৎসাহ চলে গেছে। যা হবার তা হবেই।

মনোহর। এই জমিদারি! এই জমিদারি তোমারও শক্তি শুষে নিয়েচে! যে তোমাকে দেখে আমি পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছিলুম, সে তুমি ত নেই!

প্রতিমা। সে মনোহরও ত তুমি নেই।

মনোহর। তা নেই। কিন্তু মনোহর মানুষ হয়েচে আর……

প্রতিমা। আর আমি অমানুষ হয়ে যাচ্ছি। কেমন?

মনোহর। জমিদারির জাঁতার পেষণে।

প্রতিমা। হয় ত তাই-ই সত্যি

নীলিমা আবার উঠিয়া আসিল।

নীলিমা। Excuse me madam. Has boss left any notes for me?

প্রতিমা। Look at your desk.

নীলিমা। There is none there, madam.

প্রতিমা। Then he has nothing for you.

নীলিমা। Shall I wait for him madam?

মনোহর। বাংলায় কথা বল বিবি। আমি জানি তুমি বাঙালীর মেয়ে।

নীলিমা। But sir, english is our official language, here!

মনোহর। Then go and get yourself drowned in to the nearest pond you may find. উঃ অসহ্য! ঝি চাকরগুলো অবধি ইংরিজী কইবে!

নীলিমা। I tell you sir, I am neither a ঝি nor a চাকর!

মনোহর। And neither a মাদী nor a মদ্দা! (নীলিমা যেন ভয় পাইয়া পালাইয়া গেল। মনোহর প্রতিমার কাছে গেল।) কি করে তুমি এসব সইচ বল ত।

প্রতিমা। আমি না সইলে চলবে কেন? এ যে আমার স্বামীর খেয়াল!

মনোহর। আশ্চর্য্য! যাক্ আমার এসব কথায় থাকবার দরকার কি।

প্রতিমা। না থাকাই ভালো।

মনোহর। ভালো! তাহলে বলেই যাই আমি কেন এসেচি।

প্রতিমা। হ্যাঁ, সে-কথা আর জিজ্ঞাসা করাই হয়নি।

মনোহর। এসেচি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে।

প্রতিমা। মানে!

মনোহর। কল্যাণীকে আমি বিয়ে করতে চাই।

প্রতিমা। Are you mad!

মনোহর। পাগলই হয়েচি।

প্রতিমা। কল্যাণীর ত বিয়ে হয়ে গেছে।

মনোহরের পিঠে যেন চাবুক পড়িল।

মনোহর। বিয়ে হয়ে গেছে!

প্রতিমা। অনেক দিন! আর যদি না-ই হোতো, তাহলেই কি কল্যাণীর সঙ্গে তোমার বিয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল? কল্যাণী যে তোমার মেয়ের বয়েসী।

মনোহর। ওই বয়েসেই ত মেয়েরা আকর্ষণের পাত্রী হয়।

প্রতিমা। তবুও সাধারণ মানুষ বয়েস বিচার করে চলে।

মনোহর। কিন্তু আমি ত সাধারণ মানুষ নই। তুমি ত জান কত কাল, কত দীর্ঘকাল, ভোগবাসনা আমাকে চেপে রাখতে হয়েছিল। চেপে রাখতে হয়েছিল বলেই কি তা লোপ পেয়েছিল?

প্রতিমা। অন্য কথা বল মনোহর।

মনোহর। কেন? আমার কি বাসনা থাকতে পারে না, কামনা থাকতে পারে না? আমার অন্তরে প্রেমের সঞ্চার কি এমনই অসম্ভব, এতই অস্বাভাবিক যে আমি তা প্রকাশ করতেও পারব না?

প্রতিমা। মনোহর! তোমার অর্থ আছে। আর অর্থ যখন আছে, তখন প্রতিপত্তিও নিশ্চয় হয়েচে। তোমাকে মেয়ে দেবার মত বাপের অভাব বাংলা দেশে হবে না। তাদেরই কারু মেয়ে বিয়ে করে, তুমি সুখী হও।

মনোহর। শুধু সুখ আমি চাই না, আমি চাই সামাজিক মর্য্যাদা। চৌধুরী বাড়ীর জামাই হলে তাই আমি পাব।

প্রতিমা। মনোহর আমার একটু কাজ আছে।

মনোহর। অমানুষের জন্মে তোমার দরদ ছিল, কিন্তু মানুষ হয়ে যখন আমার দাবী জানাচ্ছি, তখন ওই জমিদারদের মতই তুমি, মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ। চমৎকার!

প্রতিমা। কিন্তু এ আলোচনায় লাভ কি? কল্যাণী বিবাহিতা।

মনোহর। ক'দিন আগে যে কুমারী ছিল, আজ সে বিয়ে করে সধবা হয়েচে; আবার দুদিন বাদে বিধবাই কি হতে পারে না?

প্রতিমা। মনোহর!

মনোহর। ব্যথা পেলে!

প্রতিমা। শুধু ব্যথাই পেলুম না, বড় ভয়ও পেলুম।

নীলিমা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া তাহার টেবিলে বসিল।

ডেইজি কার্ড লইয়া প্রবেশ করিল।

প্রতিমা কার্ড দেখিয়া

Mr. N. Chatterjea, Mrs. Chatterjea. ও! কল্যাণী আর নিতু! যা, যা, শিগ্‌গীর নিয়ে আয়!

কল্যাণী ও নিত্যানন্দ প্রবেশ করিল।

ডেইজি চলিয়া গেল

মনোহর। কল্যাণী! কল্যাণী!

প্রতিমা। মনোহর!

মনোহর তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।
তারপর কহিল—

মনোহর। ভয় নেই। আমি মানুষ।

কল্যাণী। বৌদি! আমরা তোমার অতিথি।

নিত্যানন্দ। তিথি উত্তীর্ণ হয়ে যাবে তবুও আমরা নড়ব না।

প্রতিমা। তোমাদের ছেড়ে আমিও আর থাকতে পারব না। মা নেই, বাবা নেই, তোমরা নেই। আমি হাঁপিয়ে উঠিচি ভাই।

কল্যাণী মনোহরের দিকে চাহিতেই মনোহর bow করিল। কল্যাণী জিজ্ঞাসু নয়নে তাহার দিকে চাহিল।

ইনিই এক সময়ে মনোহর নামে পরিচিত ছিলেন!

কল্যাণী। আমাদের মনোহরদা!

নিত্যানন্দ। আরে! স্যারের ভেল্কী যে সত্যিই সত্যি হোলো। A buttler transformed to a pucca shahib!

প্রতিমা। উনি এক সাহেবের working partner হয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করচেন।

নিত্যানন্দ। Congratulations, Mr. Monohar!

হাত বাড়াইয়া দিল। করমর্দ্দন হইল।

কল্যাণী। সত্যি মনোহরদা, বড় খুশী হলুম।

নিত্যানন্দ। শ্বশুর মশাইকে গবর্ণমেণ্ট রায় বাহাদুর টাইট্‌ল দিয়ে ঠিক কাজই করেচেন। আমার মত বাঁদরকে করলেন জামাই

আর ওই বনমানুষকে করে ফেল্লেন সাহেব। এস মিঃ মনোহর, আমরা উদ্দেশে তাঁকে প্রণাম করি।

প্রতিমা। নিলি!

কাজের ছল হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল

নীলিমা। Yes, madam.

প্রতিমা। This is our sister.

নীলিমা। Good morning, miss!

প্রতিমা। No, no, she is married. And this is her husband.

নীলিমা। Good morning, sir.

প্রতিমা। ইনি হচ্ছেন মিস নীলিমা নন্দী, তোমার দাদার সেক্রেটারী।

কল্যাণী। দাদার সেক্রেটারী!

নিত্যানন্দ। বৌদি! দাদা কি তোমাকে সাইডিংয়ে সরিয়ে রেখেচেন?

প্রতিমা। তা রাখলেও ত বেঁচে যেতুম।

কল্যাণী। দাদা যে কোনদিন তোমাকে অবহেলা করবে, এ আমি বিশ্বাসই করতে পারি না।

প্রতিমা। প্রেমে তোমার অগাধ বিশ্বাস! এখন চল ত, ট্রেনে অনেকটা পথ এসেচ। নেয়ে খেয়ে বিশ্রাম করবে চল।

তাহারা অন্দরের দিকে অগ্রসর হইল। নিত্যানন্দ ফিরিয়া নীলিমার কাছে গিয়া কহিল

নিত্যানন্দ। আপনার সঙ্গে পরে আলাপ হবে।

নীলিমা। It will be kind of you to remember me.

নিত্যানন্দ। মিঃ মনোহর ?

প্রতিমা। হাঁ, মনোহর, তুমি কোথায় থাকবে, কোথায় খাবে ?

মনোহর। সে-সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। দিন কত এখানে থাকব কিনা।

প্রতিমা। আবার এসো।

মনোহর। আসতে হবে বৈকি !

মনোহর চলিয়া গেল

কল্যাণী। সেই মনোহর !

প্রতিমা। ওর কথা থাক, চল !

তাহারা তিনজনে চলিয়া গেল

নীলিমা। সেক্রেটারী ! উপেক্ষার পাত্রী ! দেখে নোব সব।

বসিয়া লিখিতে লাগিল। একটু পরে অবিনাশ প্রবেশ করিল। দাঁড়াইয়া দেখিল

অবিনাশ। You are working yourself to death, my dear !

নীলিমা কোন কথাও কহিল না, চাহিয়াও দেখিল না। অবিনাশ কাগজপত্রগুলি টেবিলে রাখিল। সেই সময় নীলিমা আসিয়া একখানা কাগজ তাহার হাতে দিয়া কহিল

নীলিমা। Here is my resignation. Please accept it.

অবিনাশ। মানে !

নীলিমা। এখানে কাজ করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

অবিনাশ। কেন ?

নীলিমা। প্রতিমুহূর্তে আমাকে অপমান সইতে হয়।

অবিনাশ। কে তোমার অপমান করলে ?

নীলিমা। তোমার স্ত্রী। আরো সবাই।

অবিনাশ। সবাই আবার কারা ? আমার স্ত্রী ছাড়া কেউত নেই !

নীলিমা। এই ত একটু আগে কে একজন সাহেবী পোষাকপরা লোক এসেছিল…

অবিনাশ। আরে, সেই কালো কুৎসিত লোকটা ? সে ত আমাদের চাকর ছিল। হঠাৎ কোত্থেকে সাহেব সেজে এসেচে।

নীলিমা। সেই চাকরও যে অপমান করলে ! তুমি আমাকে নিয়ে কাল নিমন্ত্রণে গেছলে, শুনে তোমার স্ত্রী ধমকে দিলেন। আমি বল্লুম আমার দোষ কি ? সাহেবী পোষাক পরা সেই তোমাদের চাকর তেড়ে মারতে উঠ্ল। পেটের দায়ে না হয় চাকরি করতেই এসেচি, তাই বলে মার খাব ! এই রইল আমার resignation. আমি কালই কলকাতায় চলে যাব।

অবিনাশ কাগজখানা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল

অবিনাশ। হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিলে ড্যামেজের দায়িক হতে হবে। সেই ড্যামেজই আগে আদায় করে নি।

অবিনাশ নীলিমার দুই বাহু ধরিল ঠিক সেই সময় একটা কোলাহল উঠিল চন্দ্রশেখর প্রবেশ করিলেন। পিছনে করুণাময়ী এবং বহুলোক

হাউসকীপার। নেহি সাব !

বাটলার। হুকুম নেহি হ্যায় স্যাব।

ডেইজি। Your card!

চন্দ্রশেখর। Card!

ডেইজি। Please, Sir, please!

অবিনাশ। বাবা!

বাবা ও মায়ের পায়ের ধূলা লইল।

সকলে। বড়া সাব!

চন্দ্রশেখর। হ্যাঁ, বাবা, বড়াসাব!

সকলে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল

চন্দ্রশেখর। চেনবারই উপায় নেই।

অবিনাশ। আপনারা হঠাৎ এসে পড়লেন। আগে খবর দেননি ত!

চন্দ্রশেখর। খবর না দিয়ে এমন কিছু অন্যায় করিনি। কিন্তু তুমি এ করেচ কি!

অবিনাশ। কি বাবা?

চন্দ্রশেখর। দাঁড়াও বলচি। এ মেয়েটি কে?

অবিনাশ। ও নীলিমা, আমাদের সেক্রেটারী।

চন্দ্রশেখর। সেক্রেটারী! দেখি!

নীলিমার কাছে আগাইয়া গেলেন

অবিনাশ। নীলিমা, আমার বাবা, আমার মা।

নীলিমা। Good mornig, sir!

চন্দ্রশেখর। উঁ?

তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। নীলিমা করুণাময়ীর কাছে গিয়া কহিল

নীলিমা। Good mornig, madam !

করুণাময়ী। বাবা ! এ আবার কি ?

নীলিমা। Don't they speak english, boss ?

চন্দ্রশেখর। I see ! another specimen of a spoilt child !

অবিনাশ। নীলিমা, তুমি এখন যেতে পার !

নীলিমা। Thank you, boss !

টেবিলের কাছে গিয়া কাগজপত্র লইয়া সোজা দুয়ারের কাছে গেল। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাত তুলিয়া কহিল

ধাঙ্গী-বাঙ্গী !

ধীরে ধীরে গিয়া আসনে বসিলেন

করুণাময়ী। বৌমা কোথায় রে !

অবিনাশ। বাড়ীর ভেতরেই আছে, চল।

করুণাময়ী। চল্।

চন্দ্রশেখর। উঁহু-হু। দাঁড়াও। দাঁড়াও গিন্নী। বাড়ীর ভেতর যাওয়া হবে কিনা তাই ভেবে দেখা যাক্।

অবিনাশ। আপনি কি বলচেন বাবা ?

চন্দ্রশেখর। ঠিকই বলচি।

অবিনাশ কলিং বেল টিপিল।

রোজ প্রবেশ করিল

রোজ। Am I wanted, sir?

চন্দ্রশেখর। শুন্‌চ গিন্নী! দেখচ সব?

অবিনাশ। প্রতিমাকে গিয়ে বল, মা আর বাবা এসেচেন।

রোজ। Yes, sir!

সে চলিয়া গেল

চন্দ্রশেখর। এ সব বাঁদরামো কেন বলতে পার, বাবা?

অবিনাশ। আজ্ঞে, আজকাল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বড় বড় লোক এখানে আসেন কিনা! তাই Secretary আর maidকে ইংরিজি শেখাতে হয়েচে।

চন্দ্রশেখর। ও। বড় বড় লোকদের শুভাগমন হয় বুঝি ওদের সঙ্গে আলাপ করতে!

অবিনাশ। আজ্ঞে না। তাঁরা আসেন আমারই কাছে।

চন্দ্রশেখর। তবে ওদের ইংরিজি শিখিয়েচ কেন?

অবিনাশ। A sort of window-dressing, you may say. যারা আসেন, তাঁরা বেশ impresesd হন।

কল্যাণী ছুটিয়া আসিল

কল্যাণী। মা, তুমি এসেচ!

মাকে জড়াইয়া ধরিল।

করুণাময়ী। নিতু কোথায় রে!

কল্যাণী। আসচে বৌদির সঙ্গে। কেউ জান্তমনা, তোমরা আসবে আর আমরা যে এসেচি, দাদা আবার তাও জান্তনা!

অবিনাশ। না, জান্তনা! নিতুকে আসতে চিঠি লিখেছিল কে?

নিত্যানন্দ ও প্রতিমা প্রবেশ করিল। প্রতিমা করুণাময়ীকে প্রণাম করিল।

করুণাময়ী। থাক্, থাক্, আর প্রণাম করতে হবেনা। নিতু, তুমি বাবা একখানা চিঠিও লেখনা।

নিত্যানন্দ। আজ্ঞে মনে মনে আমি আপনাদের বেশ ভক্তি করি মিছে কাগজে কালি বুলিয়ে ভক্তি প্রকাশ করে লাভ কি বলুন।

চন্দ্রশেখর সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

চন্দ্রশেখর। যাও। যাও সব এখান থেকে। যাও ভিতরে!

কল্যাণী। কেন বাবা?

চন্দ্রশেখর। আমি যা বলচি তাই কর। I want to see wheather I am still the master of my house or not.

অবিনাশ। চল মা, আমরা ভিতরে যাই।

চন্দ্রশেখর। হাঁ, সবাই চলে যাও। শুধু তুমি, বৌমা, তুমি যেয়োনা।

কল্যাণী। চল মা।

অবিনাশ, করুণাময়ী, নিত্যানন্দ ও কল্যাণী চলিয়া গেল।

চন্দ্রশেখর। এম্নি করেই তুমি তোমার জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করচ ?

প্রতিমা। কি করিচি বাবা ?

চন্দ্রশেখর। চৌধুরীদের জমিদারিকে মরুভূমি করে তুলেচ। মাত্র কটা বছর আমি বিদেশে ছিলুম। এই কটা বছরে কত বড় সর্ব্বনাশ করলে তোমরা !

প্রতিমা। আমার অপরাধ সম্বন্ধে আপনি দেখচি একেবারে নিঃসংশয় !

চন্দ্রশেখর। আসবার সময় নিজের চোখে দেখে এলুম। তবুও নিঃসংশয় হবনা ! ক্ষেত্রের শ্যামলতা চাপা দিয়ে উঁচু হয়ে উঠেচে বালির স্তূপ। শস্য নাই, ফসল নাই, মাটির বুকে এতটুকু রস নাই। সব শুক্‌নো, ধূ ধূ করচে ! এত আমার জমিদারির রূপ নয়, এত বাংলার রূপ নয় ! এই ত তোমাদের কীর্ত্তি !

প্রতিমা। আমিও দেখিচি, বাবা। দেখিচি আর একা একা কেঁদেচি। বিশ্বাস করুন বাবা, আমি এ চাইনি। আমার দেশের এই ভয়ঙ্কর রূপ আমাকেও পীড়া দেয়। কিন্তু প্রতিকারের শক্তি ত আমার নেই। নদীতে বন্যা এল। বাঁধ ভেঙে সারা দেশে প্লাবন বয়ে গেল। জল যখন নেমে গেল, তখন সবাই দেখল বালি জমে ক্ষেত খামার সব চাপা পড়েচে। প্রকৃতির এই বিপর্য্যয়ে মানুষ কি করতে পারে বাবা ?

চন্দ্রশেখর। কিন্তু বাঁধ ভাঙল কেন ? চৌধুরীরা সাতপুরুষ ধরে যে বাঁধ পোক্ত করে বন্যার জলকে দূরে রেখেচে, সে বাঁধে কোন্ বিলাসী, উদাসী জমিদারের অমনোযোগিতায় ফাটল ধরল ?

প্রতিমা। এ প্রশ্নের জবাব কি আমি দিতে পারি, বাবা ?

চন্দ্রশেখর। বাঁধে একটুখানি চির ধরলে সে বাঁধ রাখা দুষ্কর হয়ে

ওঠে। বর্ষার দিনে নিজে আমি মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে বাঁধ পরখ করে দেখতুম। বছরের পর বছর আমি তাই করিচি।

প্রতিমা। আমিও তাই করিনি, এই কি আপনার অভিযোগ? আপনার ছেলে চিরকালই নাবালক থাকবে আরে আমি তার অভিভাবক হয়ে, তার কর্ত্তব্যের বোঝা কাঁধে নিয়ে, তার জমিদারি রক্ষা করব এই আশাই কি আপনি করেন?

চন্দ্রশেখর কিছুকাল তার মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন।

চন্দ্রশেখর। তুমি ঠিক কথাই বলেচ, মা। তোমার ত জবাবদিহি হবার কথা নয়। আর তোমার ওপর আমার দাবীই বা কিসের!

প্রতিমা। বাবা, মনে মনেও যদি আমার ওপর দায়িত্ব দিয়ে থাকেন, আমার অনুরোধ, আমার প্রার্থনা, আপনি তা ফিরিয়ে নিন। আমি ভাবিনি যে এমনটি হবে, এমনটি হতেও পারে। জীবনে যা চাইনি, তাই দুর্ব্বার গতি নিয়ে ধেয়ে এসে আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেচে। সুখহারা, আদর্শহারা, সর্ব্বহারা আমার কাছে কোন শুভ ব্যবস্থার প্রত্যাশা আপনি রাখবেন না। আমি পারবনা, আমার নিজের জীবনই যে ব্যর্থ হয়ে গেছে বাবা!

পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিল। চন্দ্রশেখর কিছুকাল তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর উঠিয়া গিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলেন।

চন্দ্রশেখর। তুই আমাকে ভুল বুঝিসনি, মা। তোকে আমি চিনিচি। বুঝিচি আমার চেয়ে কম ব্যথা তুই নিজে পাসনি। অভিযোগ

তোর বিরুদ্ধে নয় মা, তোর বিরুদ্ধে নয়—অভিযোগ যার বিরুদ্ধে জমে ওঠে, তাকে যে কিছু বলতেও পারিনা। মনের ক্ষোভ তোর কাছেই প্রকাশ করি। দেখিচিস ত চৌধুরীদের এই জমিদারি কি ছিল, আর আজ কি হয়েচে। আসবার সময় দেখে এলুম, দেখতে দেখতে মনে হোলো এ যেন বাংলা দেশই নয়। বাংলার রূপহারা বাংলায় বাঙালী কেমন করে বেঁচে থাকবে, মা ?

প্রতিমা। বাবা, ওর ওপর আপনি রাগ করবেন না।

চন্দ্রশেখর। রাগ ? না মা, তুমিত জান ওর ওপর রাগ করতেও আমি পারিনা।

প্রতিমা। আপনার দীর্ঘশ্বাস ওর অকল্যাণ করবে।

চন্দ্রশেখর। তাইত দাঁতে দাঁতে চেপে অগ্নিময় সেই দীর্ঘশ্বাস বুকের ভিতর চেপে রাখি।

প্রতিমা উঠিয়া চন্দ্রশেখরের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

প্রতিমা। চলুন, বাবা, বাড়ীর ভিতরে চলুন।

চন্দ্রশেখর প্রতিমার একখানি হাত লইয়া কহিলেন।

চন্দ্রশেখর। তুমি সুখ পেলেনা, এ কি আমার কম দুঃখ মা। এ ভয় ত আমার ছিলনা।

প্রতিমা। আমাকে উনি অবহেলা করেন না।

চন্দ্রশেখর। অবহেলা করে না, সেইটেই তোমার সান্ত্বনা হয়ে উঠেচে কতখানি আঘাত পেয়ে তাকি আমি বুঝি না, মা ? আচ্ছা মা, ওই সেক্রেটারী মাগীকে বিদেয় করে দাওনি কেন ?

প্রতিমা। অনেক কাজ। আর তা ছাড়া মেয়েটা পাগল। যেন স্বপ্নে ঘুরে বেড়ায়।

চন্দ্রশেখর। না, না, উপেক্ষার পাত্রী মোটেও নয়। স্বপ্নে যারা ঘুরে বেড়ায়, জানবে তারা দুঃস্বপ্নেই অভিভূত, দুষ্কার্য্যে লোভাতুর!

করুণাময়ী প্রবেশ করিলেন।

করুণাময়ী। না বাপু, আমার ভালো লাগচেনা। এ যেন আর কারু বাড়ী এসেচি। চল গো, যেখান থেকে এসেচি, সেইখানেই আমরা ফিরে যাই।

চন্দ্রশেখর। আমি ত ওই ভয়েই অন্দরে যেতে চাইনি।

প্রতিমা। না না, আপনাদের কোন অসুবিধা হবেনা।

করুণাময়ী। তুমি আর কথা কয়োনা। সংসারে এলে, অম্নি সব ছিরি-ছাঁদ নষ্ট হয়ে গেল। এমন সোনার জমিদারি ছারেখারে গেল। মাঠে ধান নাই, গরুর বাঁটে দুধ নাই, ভালো গৃহলক্ষ্মী এসেছিলে তুমি!

প্রতিমা কোন কথা কহিল না। পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

চন্দ্রশেখর। ভিতরে কি দেখে এলে, গিন্নী? আমাদের ঘর, যে ঘরে আমার পিতৃপুরুষরা থাকতেন, সে ঘরখানা তেমনই আছে ত?

করুণাময়ী। ঘরখানা আছে। কিন্তু খাট-পালঙ্ক, ঝাড়-লণ্ঠন, সখের সরঞ্জাম কিছুই নাই। হাল ফ্যাসানের হাল্কা সব আসবাব! শুনলুম সবই রাণীমার পছন্দ মত কেনা হয়েচে।

চন্দ্রশেখর। রাণী মা! তিনি আবার কে?

করুণাময়ী। এইত তোমার সাম্নে ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচেন।

চন্দ্রশেখর। রাণী মা! ভাল। আচ্ছা গিন্নী, আমাদের ঘরের পূব দিকের জানালায় দাঁড়ালে সেই যে দেবদারু গাছটা দেখা যেত, ভোরের বেলায় যার পাতাগুলো লাল হয়ে উঠ্‌ত সূর্য্যের আলো পেয়ে, চাঁদনি রাতে যে গাছটার ডালের ডগায় মাণিক দুলত, বর্ষায় যার মাথায় মেঘমালা দোল খেত, শীতে যে গাছটা কুয়াসার সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠন টেনে দাঁড়িয়ে থাকত, সেই গাছটা দেখতে পেলে?

করুণাময়ী। একটা গাছের রঙ্গ-রস মনে রাখবার মত মন আমার নেই!

চন্দ্রশেখর। তুমি বলতে পার মা, সে গাছটা আছে?

প্রতিমা। নেই বাবা।

চন্দ্রশেখর। কেটে ফেলেচে!

প্রতিমা। বাজ পড়ে পুড়ে গেছে।

চন্দ্রশেখর। বাজ পড়ে পুড়ে গেছে! আশ্চর্য্য কি, সবই যে পুড়ে গেছে।

চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন

জানালার পেছনে যে বাগানটা ছিল, সেটাও কি পুড়ে গেল গিন্নী? ফুলে-ভরা ডাল ঠিক এইখানে নুয়ে পড়ত। তুমি জানালায় বসে বসে ফুল তুলতে, মালা গাঁথতে…

করুণাময়ী। আঃ, কি সব বাজে বকচ! আমার ভালো লাগেনা।

চন্দ্রশেখর। বাজে বলচ কি!

প্রতিমার কাছে গেলেন।

বাগানটা মেরে ফেল্লে কে?

প্রতিমা। ওখানে টেনিস লন তৈয়িরি হয়েচে।

চন্দ্রশেখর। টেনিস লন!

করুণাময়ী। তুমি শুধু টেনিস লন দেখচ। আমি দেখছি, এরা ইচ্ছে করে সেই সব নষ্ট করেচে, যা আমাদের ভালো লাগত; আর যা আমাদের ভালো লাগবেনা বলে জানে তাই আমদানি করেচে। ঝি চাকরাণীরা এ বাড়ীতে ইস্তিরী করা কড়কাড় জামা পরে, স্যার আর ম্যাডাম ছাড়া কথা কয়না, ভিখিরীরা এখানে ভিখ পায়না, আনাথা আত্মীয়রা পায়না আশ্রয়। তুমি ভেবেচ আমরাই আশ্রয় পাব?

চন্দ্রশেখর। তাইত ভাবচি আমাদের এখানে থাকা ঠিক হবে কিনা।

চিন্তাকুল হইয়া কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন

নাঃ! তার চেয়ে চল গিন্নী, কাশী থেকে এসিচি, কাশীতেই ফিরে যাই।

প্রতিমা। তাহলে আমাকেও নিয়ে চলুন বাবা।

করুণাময়ী। কেন, সেখানকার শান্তিটুকুও পুড়িয়ে আসতে চাও নাকি?

চন্দ্রশেখর। আঃ, গিন্নী!

করুণাময়ী। কেন রাণীমাকে ভয় করে কথা বলতে হবে না কি।

চন্দ্রশেখর। না, না, তুমি জাননা ও নিজে কত ব্যথা পাচ্ছে, নিজে কত সইছে ও।

করুণাময়ী। আমার সোনারচাঁদ ছেলে, তাকে পর করে দিলে! এতদিন পর তুমি এলে, তোমার কাছে একটু কোন্ রইল? আমি তার সাম্নে দিয়ে চলে এলুম, মা বলে ডেকে ফেরালেওনা। সে ত এমন ছিল না।

চন্দ্রশেখর। সত্যি! অমনটি সে ত ছিল না! এই কটা বছরেই এত দূরে সে আমাদের ঠেলে ফেলে দিতে পারল কেমন করে!

প্রতিমা। সে আপনাদের দূরে ঠেলে দেয়নি। আপনিই ত তাকে এখান থেকে যেতে বল্লেন বাবা!

চন্দ্রশেখর। তাইত গিন্নী, আমিই ত সবাইকে এখান থেকে সরে যেতে বল্লুম।

প্রতিমা। অন্যায় সে করেচে আর তার জন্য লজ্জিতও হয়েচে।

চন্দ্রশেখর। তোমার বিশ্বাস, লজ্জায় অবিনাশ আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে?

প্রতিমা। শুধু বিশ্বাস নয়, এ-কথা সত্যি।

চন্দ্রশেখর। আমারো মনে হয় এই কথাই সত্যি। সে ত অবুঝ ছেলে নয়। অন্যায় করেচে, একথা সে বুঝেচে। কেমন?

প্রতিমা। অন্যায়ও তার অনিচ্ছাকৃত।

চন্দ্রশেখর। সত্যিই ত। চারিদিকে শুধু শুনচে ভাঙ, ভাঙ, ভাঙ। প্রচলিত যা-কিছু সব ভাঙতে পারলেই বাঁচা যায়, ধ্বংসই যেন পৃথিবীর সব চেয়ে বড় কাজ। অবিনাশ ছেলেমানুষ। তাই ভাঙনের নেশায় মেতে উঠেচে। তাকে ত বোঝাতে হবে, তাকে ত ফেরাতে হবে!

প্রতিমা। ভগবান আপনাদের আজ নিয়ে এসেছেন সেই জন্যই বাবা। আমি যা পারিনি, আপনারা তাই পারবেন।

চন্দ্রশেখর। কিন্তু একদিন আমি যা পারিনি, তুমি তাই পেরেছিলে।

প্রতিমা। সে-দিন আপনি কঠোর ছিলেন।

চন্দ্রশেখর। কঠোর? না, মা। সেদিন শাসন করতে চেয়েছিলুম, আজ চাই স্নেহ দিয়ে তাকে জয় করতে।

প্রতিমা। আজ তাকে জয় করতে পারুন বা নাই পারুন, এ বিপদের সময় তাকে ছেড়ে যাবেন না। আজই তার অভিভাবক চাই, আজই চাই তার প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষীর সাহায্য।

চন্দ্রশেখর। আজই তা সে পাবে। তাকে পাশে নিয়ে আমি রায় বাহাদুর চন্দ্রশেখর চৌধুরী, তার বাবা, যখন বুক ফুলিয়ে দাঁড়াব, তখন সাধ্য কি আমার পুত্রের অমঙ্গল করবার জন্য কেউ এগিয়ে আসে?

প্রতিমা। চলুন বাবা তার কাছে।

চন্দ্রশেখর। যাব বৈকি! অভিমান ভরে দূরে থাকব? চৌধুরী-পরিবারের একমাত্র বংশধর সে, আমার সে পুত্র, আত্মজ; তার ওপর অভিমান করব? চল, মা, চল।

করুণাময়ী। কিন্তু সেই স্যার আর ম্যাডাম বলা ঝি-চাকরাণী……

চন্দ্রশেখর। আঃ গিন্নী, ও-সব ছোট কথা ভাববার সময় নেই। এস মা।

প্রতিমাকে লইয়া অগ্রসর হইলেন। করুণাময়ী যেমন দাঁড়াইয়াছিলেন, তেমনই দাঁড়াইয়া রহিলেন। চন্দ্রশেখর দাঁড়াইয়া ঘাড় ঘুরাইয়া দেখিলেন। তার পর ফিরিয়া করুণাময়ীর কাছে গিয়া কহিলেন।

ওগো, এস। আমি তাকে বুকে টেনে নোব, তুমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে। দেখবে সে গলে যাবে। কতদিন আমাদের স্নেহ পায়নি। স্নেহের কাঙাল সে। এস।

তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল। দেখা গেল বাড়ীর সেই বারান্দা। নিত্যানন্দ বারান্দার রেলিংয়ের ওপর বসিয়া আছে। তাহার বুকের কাছে মাথা রাখিয়া অপেক্ষাকৃত নীচু আসনে বসিয়া আছে কল্যাণী। নিত্যানন্দ তাহার মাথায় ফুল গুঁজিয়া দিতেছে।

কল্যাণী। বাড়ীতে আগে কত ফুল ছিল, এখন খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। এই যা পেলুম। দাদা-বৌদি যেন কি !

নিত্যানন্দ। ফুল নিয়ে তারা মাতে না, beacuse they are no fools !

কল্যাণী। এই ! বাবা আসচেন !

ধড়মড় করিয়া দু'জনাই উঠিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রশেখর করুণাময়ী আর প্রতিমা প্রবেশ করিল।

করুণাময়ী। বেশ আছিস তোরা। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, ধিনিক-ধিনিক নাচ।

চন্দ্রশেখর। সত্যি গিন্নী, ওরা বেশ আছে। এমনই থাক মা চিরকাল। জীবনে এতেই সুখ।

নিত্যানন্দ। একদিন কিন্তু আপনি আমাকে hopeless cad মনে করে প্রায় তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

চন্দ্রশেখর। সেদিন আমি অন্যায় করেছিলুম, বাবা। এস মা।

তিনজনে আবার অগ্রসর হইলেন। তাহারা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলেন।

নিত্যানন্দ। জান কল্যাণী, ওঁরা এখন কি সাধু-সঙ্কল্প নিয়ে ওপরে যাচ্ছেন?

কল্যাণী। কি?

নিত্যানন্দ একবার সিঁড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল।

নিত্যানন্দ। তোমার দাদাকে ধরে খুব বড় বড় কথা শোনাবেন। সেই secretaryকে নিয়ে, yes sir; no sir, very good sir বলা ঝি গুলো নিয়ে-এমন ঝাঁকুনিই দেবেন যে, দাদা আমাদের হাঁদা বনে যাবেন।

কল্যাণী। দাদা বড় বাড়াবাড়ি করচে। এ বাড়ীটা আর আমার ভালো লাগচে না।

নিত্যানন্দ। আমারও না। তবু এলুম কেন ছুটে বলত?

কল্যাণী। সত্যি! কে যেন টেনে নিয়ে এল।

নিত্যানন্দ। বলত কে!

কল্যাণী। মা আর বাবা।

নিত্যানন্দ। দূর্।

কল্যাণী। তবে?

নিত্যানন্দ। প্রণয়-দেবতা।

কল্যাণী। মানে?

নিত্যানন্দ। এই বারান্দায় গোপনে প্রথম যে-দিন তোমায় বুকে নিয়েছিলুম, সে-দিন প্রণয়-দেবতা অলক্ষ্যে থেকে হয়ত আমাদের দেখে খুশী হয়েছিলেন। তাঁরই আশীর্ব্বাদে আমাদের মিলন হয়েছে। এটা আমাদের মিলন-তীর্থ। তাই মাঝে মাঝে তিনি আমাদের এই তীর্থে টেনে আনেন।

কল্যাণী। আচ্ছা, একটা কথা বলত। আমার সঙ্গে যখন তুমি কথা বল, তখন বেশ বল। অপর লোকের সঙ্গে যখন কথা বল, তখন অমন Buffoonery কর কেন?

নিত্যানন্দ। I have cultivated it.

কল্যাণী। কেন?

নিত্যানন্দ। বেশ নিশ্চিন্দি থাকা যায়। কেউ ঘাড়ে দায়িত্ব চাপায় না, টাকা ধার চায় না, দায়গ্রস্ত দু'চারটে কথা কয়েই সরে পড়ে। Serious যদি হতুম, তাহলে কি আর রক্ষে ছিল? পথ, মত, কর্ত্তব্য কত কিছুর দাবী এসে উপস্থিত হোতো আর তোমার এই নিত্যানন্দ তখন নিত্য নিরানন্দে হাবুডুবু খেত!

কল্যাণী। ওরে দুষ্টু, এ-সব তোমার অভ্যেস-করা পাগলামো!

নিত্যানন্দ। নইলে যে সবাই মিলে টাইট্ দিয়ে দিত।

অবিনাশ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল

অবিনাশ। এই যে নিতু। তোমাকে ভাই আমার বিশেষ দরকার।

নিত্যানন্দ। বলুন, দাদা।

অবিনাশ। তোমাকে আমাদের কোম্পানীর ডিরেক্টার হতে হবে।

নিত্যানন্দ। কোম্পানি আবার কিসের?

অবিনাশ। আমরা একটা নতুন কোম্পানি ফ্লোট করচি। Land and Industries Development Ltd, প্রচুর লাভ হবে।

নিত্যানন্দ। ও-সব ওই কল্যাণীকে বোঝাও, দাদা।

অবিনাশ। কল্যাণীকে বোঝাবো কি?

নিত্যানন্দ। এ সব ব্যাপার ও খুব ভালো বোঝে।

অবিনাশ। তা হয়ত বোঝে। কিন্তু টাকা? টাকাটা ত তোমাকেই দিতে হবে। তোমার নামে দশ হাজার টাকার শেয়ার রেখেচি।

নিত্যানন্দ। দশ হাজার পয়সা নেই, তুমি চাইছ দশ হাজার টাকা!

অবিনাশ। কি রে কল্যাণী, ও বলে কি।

কল্যাণী। ও হয়ত সত্য কথা বলেনি, কিন্তু এটা খুবই সত্য যে এসব Speculationএ ও থাকতে চায় না।

অবিনাশ। Speculation বলচিস কি! Sure profit!

নিত্যানন্দ। ও লাভের লোভ দেখিয়োনা দাদা, আমার একমাত্র লোভ রয়েচে তোমার বোনের লাভের প্রতি।

অবিনাশ। ব্যাঙ্কে টাকা আছে, ভাবচ দিব্য দিন চলে যাবে। কিন্তু তা যায় না। টাকা আমারও ছিল। কিন্তু কোথা দিয়ে যে সব উপে গেল, তা বুঝতেও পারলুম না। ব্যাঙ্কের টাকা খুব বেশী বাড়ে না, টাকা

বাড়াতে হয় টাকা খাটিয়ে। And I have put before you a very tempting proposition.

নিত্যানন্দ। I am sorry to say that I dont feel tmpted. I was never tempted. Of Course your sister's case is an exception!

কল্যাণী। আঃ! কাকে কি বলচ!

অবিনাশ। জীবনে কি কখনো তুমি serious হবে না?

নিত্যানন্দ। না হলেও ক্ষতি নেই। সংসারে serious লোকের সংখ্যা বড্ড বেশি বেড়ে গেছে। তারা seriously মিথ্যে কথা বলে, seriously প্রতারণা করে, seriously and systemctically পরকে ঠকায়। তাই আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, প্রভু, বুদ্ধি বিবেচনা থেকে আমাকে বঞ্চিত করেচ ক্ষতি নেই, কিন্তু দোহাই প্রভু, কোনদিন আমাকে যেন না ওদের মত serious হতে হয়।

কল্যাণী। বৌদি আসচেন!

অবিনাশ। আঃ, আবার ওই পাহারাওলা।

নিত্যানন্দ। Look! What a serious face!

প্রতিমা। বাবা তোমাকে ডাকচেন যে!

অবিনাশ। ডাকচেন ত বুঝলুম। তারপর?

প্রতিমা। তার পর কি?

অবিনাশ। আমি সব কথা খুলে বলি কি করে?

প্রতিমা। না বলে যে আর উপায় নেই।

অবিনাশ। ওদিকে মিটিংএর সময়ও হয়ে এল। I can't back out now!

প্রতিমা। কিন্তু যা করবে, বলে করাই ভালো নয় কি?

অবিনাশ। কি ভালো আর কি মন্দ, তা বেছে নেওয়া আমার পক্ষে শক্ত হয়ে উঠেচে।

নিত্যানন্দ। Then your case is a very serious one!

অবিনাশ। (প্রতিমাকে) লক্ষ্মীটি! তুমি বাবাকে যা হয় বুঝিয়ে বল।

প্রতিমা। তুমি নিজে না গেলে তিনি খুশী হবেন না। হয়ত এখনই রাগ করে চলে যাবেন।

অবিনাশ। চলে যাবেন!

প্রতিমা। কখন চলে যেতেন! আমিই ত বুঝিয়ে সুজিয়ে রেখেচি।

অবিনাশ। রাখবার কি দরকার ছিল!

কল্যাণী। দাদা তুমি বলচ কি! এতদিন পরে ওঁরা এলেন আর তোমার এতটুকু আগ্রহ নেই ওঁদের কাছে রাখতে। ওঁরা চলে গেলেই তোমরা খুশী হও?

নিত্যানন্দ। Dont take him seriously, darling. স্বামী-স্ত্রীর কলহ এই একটা নতুন রূপ নিয়েচে। চল আর কোথাও পালিয়ে যাই।

নিত্যানন্দ কল্যাণীকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল

প্রতিমা। ওদের সাম্নে কথাগুলো অমন করে না বল্লেই হোত না ?

অবিনাশ। বলা ঠিক হয় নি বুঝ্‌তে পারচি। কিন্তু কেন যেন না বলে থাকতে পারলুম না।

প্রতিমা। চল, বাবা তোমার জন্যেই বসে আছেন। কিছুই তোমাকে বলবেন না, এমন স্নেহ-প্রবণ তিনি।

অবিনাশ। হ্যাঁ, ভালো কথা। মনোহর নাকি আজ নীলিমাকে যা নয় তাই বলেচে আর তুমিও তাতে সায় দিয়েচ

প্রতিমা। ও। নালিশ এরই মাঝে পৌঁছে গেছে।

অবিনাশ। নীলিমা আজ resignation notice দিয়েচে।

প্রতিমা। ভালোই করেচে। নইলে সে dismissed হতো।

অবিনাশ। কে ডিসমিস করত ?

প্রতিমা। আমি।

অবিনাশ। I see! You are jealous of her!

প্রতিমা। অত ছোট আমি নই। আর আত্মসম্মান বোধ আমার আছে। এ বাড়ীতে এমন কোন নারী থাকতে পারবে না, যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হবার স্পর্দ্ধা পোষণ করে। চাকর যে,সে চাকরের মতই থাকবে।

অবিনাশ। এ কথা তোমার মুখে শোভা পায় না।

প্রতিমা। কেন ?

অবিনাশ। মনোহর চাকর, তুমি তার সঙ্গে যে-ভাবে কথা কও চাকরের সঙ্গে কেউ সে-ভাবে কথা কয় না।

প্রতিমা। মনোহরের প্রকৃত পরিচয় আজ আমি পেয়েচি। কাজেই তাকেও আমি আর প্রশ্রয় দোব না।

অবিনাশ। না, না, মনোহরকে আজই তুমি কিছু বোলো না।

প্রতিমা। কেন ?

অবিনাশ। শুনে এলুম সে এখন অনেক টাকার মালিক। And I want to utilise a portion of it.

প্রতিমা। কিন্তু যে মতলব নিয়ে সে এখানে এসেচে, তা তুমি জান না। শুনলে তুমি ক্ষেপে উঠ্‌বে।

অবিনাশ। যদি কোন কুমতলব নিয়ে এসে থাকে, তাহলে ত টাকা পাওয়া আরও সহজ হবে।

প্রতিমা। তুমি তা জান না, তাই উল্লসিত হচ্ছ। He has an eye on your own sister !

অবিনাশ। What do you mean to say ?

প্রতিমা। সে-কথা আমাকে বলবার দুঃসাহসও তার হয়েচে।

অবিনাশ। মরণ-বাড় বেড়েচে দেখচি। চল, বাবার কাছে চল।

প্রতিমা। বাবাকে এ-কথা বলো না। আর তুমিও উত্তেজনার মাথায় কিছু করে বোস না।

অবিনাশ। অত বোকা আমি নই। I will fleech him first and then I will shoot him like a dog.

প্রতিমা। না, না, না, ও-সব খুনো-খুনির কথা তুমি মনেও এনো না। চল।

মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল। বৈঠকখানার ঘর দেখা দিল।
ঘরে একখানি লম্বা বড় টেবিল পাতা হইয়াছে।
তাহার তিন দিকে চেয়ার। নীলিমা টেবিলের

ওপর লিখিবার প্যাড ও ছাপা কাগজপত্র গুছাইয়া রাখিতেছে, একটি বেয়ারা তাহাকে সাহায্য করিতেছে। মনোহর ঘরে প্রবেশ করিল। নীলিমা মুখ ঘুরাইয়া দেখিল। মনোহর হাসিল

মনোহর। Good evening, miss.

নীলিমা। We have a meeting, sir.

মনোহর। I know it miss. I am also a director of the Board.

নীলিমা। Are you ?

মনোহর। Sure ! I have invested twenty thousand in this enterprise.

নীলিমা। Excuse me. I didn't know it. Pray be seated.

মনোহর বসিল না। একটা চুরুট ধরাইল। তারপর বেয়ারাটার কাছে গিয়া কহিল

মনোহর। যাও তুমকো ঠারণা নেহি হোগা। যাও।

বেয়ারা সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। মনোহর দাঁড়াইয়া দেখিল বেয়ারা অন্তরালে চলিয়া গেল। তারপর ফিরিয়া কহিল

.ook here, miss !

নীলিমা তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল

সকাল বেলার ব্যাপারটার জন্যে আমি বড়ই অনুতপ্ত! আমি তার জন্যে ক্ষমা চাইছি।

নীলিমা। না, না, সে-সব আমার মনেই নেই।

মনোহর। মনে না রাখবার মত মেয়ে তুমি নও, তা আমি বুঝি। You didn't wish me Good evening !

নীলিমা। Excuse me, Good evening, sir !

মনোহর। থাক্, থাক্, ও-সব formalityর আর দরকার নেই। আমি তোমাকে চিনিচি, তুমিও আমার পরিচয় পেয়েচ। To be frank আমাদের রূপ আলাদা, কিন্তু আমাদের মত আর হয়ত পথও এক।

নীলিমা। আর একটু বুঝিয়ে বলুন।

মনোহর। তুমি ছোট থেকে বড় হতে চাও, আমি ছোট থেকে বড় হয়েছি। আমি ছিলুম ভদ্রঘরের একটা কর্ম্মহীন বেকার, তারপর হলুম ক্রীতদাস, হ্যাঁ, ক্রীতদাস বৈকি, আর আজ? আজ আমি একটা সাহেবী ফার্ম্মের ওয়ার্কিং পার্টনার। তোমাদের এই এল্ এণ্ড আই ডি লিমিটেডের চেয়ে ঢের বড় কারবার। তুমি লেখাপড়া শিখে ভেসে বেড়াচ্ছিলে, এখন সেক্রেটারী হয়েচ, দৃষ্টি তোমার আরো ঊর্দ্ধে তাও আমি লক্ষ্য করেচি। কিন্তু পারবে? পারবে একা কাঁটা-বনের ভিতর দিয়ে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে?

মনোহর নীলিমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।
নীলিমাও নীরব

মনোহর। I hope we understand each other.

নীলিমা। Yes, we do.

মনোহর। Then let us shake hands.

দুইজনে করমর্দ্দন করিল। একটি মাড়োয়ারী প্রবেশ করিলেন। নাম দাদাভাই দৌলৎরাম

দৌলৎরাম। সে একটু আগে থাকতেই এসে পড়লেম। মিস সেক্রেটরীর সাথে দোঠো মিঠা বাত বোলা চলবে।

নীলিমা। Good evening, Sir.

দৌলৎরাম। ফিন্ ওই স্যার, মার, কেন বোলচেন!

নীলিমা। মিঃ দাদাভাই দৌলৎরাম, মিঃ মনোহর রায়, Our new director.

মনোহর। Very glad to meet you, Mr. Dadabhoy!

হাত বাড়াইয়া দিল। দাদাভাই প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিলেন।

উঃ! ছাড়ুন! ছাড়ুন!

দাদাভাই। লাগলো বুঝি?

মনোহর। আবার জিজ্ঞাসা করচেন!

দাদাভাই। কায়দাটা ভালো শিখলো না বোলে কসরতি হোয়ে গেলো।

নীলিমা। Pray be seated Gentlemen!

দাদাভাই। আরে ভাই বাংলা বোলো, বাংলা বোলো। সে হিংলিস হামি জানে, লেকেন বোলতে ভালো লাগে না।

নীলিমা হাসিয়া বলিল

নীলিমা। বসুন!

দাদাভাই। বোড়ো মিট্‌ঠা লাগলো।

নীলিমা। কি? আমার কথা, না হাসি?

দাদাভাই। দোনো!

নীলিমা। Charming!

অন্যদিকে চলিয়া গেল

দাদাভাই। দেখেন রায় বাবু, হামাদের secretary কেমন smart আছে। সে কাল আমাদের জলসা মাতিয়ে রেখেছিল।

একটি ভাটিয়া আসিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইল।
দাদাভাই উঠিয়া দাঁড়াইল

আরে এস, এস, মগনলাল ভাই। রায় বাবু, হামাদের new director,

মগনলাল। নোমস্কার। আপনার কথা আজই হচ্ছিল। বোন্ মিল জোর চলচে?

মনোহর। ভালই চলচে।

দাদাভাই। রায় বাবুকে পেলাম, ভালোই হোলো। হেলো, মিঃ এলাহী বক্স!

এলাহী বক্স প্রবেশ করিল

এলাহী বক্স। মিঃ নই, হাকিম এলাহী বক্স।

মগনলাল। দিল্লীর খবর কি, হাকিম সাহেব?

এলাহী বক্স। বাজার ভালো নয়। বাংলাই বাঁচিয়ে রেখেচে।

মগনলাল। সব টাকা বাংলাতেই ঢালতে হবে। Miss Nilly!

নীলিমা। Yes, sir!

মগনলাল। Are Mr and Mrs Choudhuri out?

নীলিমা। No sir. They will be here in a minute.

দাদাভাই। সে মানেকজী এখনও এল না।

এলাহী বক্স। মানেকজীর দোসরা মতলব আছে।

দাদাভাই। দোসরা তিসরা মতলব চলবে না—হামাদের সবাইকার এক মতলব, এক দিল।

এলাহী বক্স। মানেকজী সরাবের কারবার খুলবে।

দাদাভাই। সে সরাবের কারবার এখানে চলবে না, হামরা করতে দেবেনা। গান্ধীজী নিষেধ করিয়েছেন।

মগনলাল। তাহলে চরকার কারখানা করুন, মিল করবেন না।

দাদাভাই। আরে মোশাই সে গান্ধীজী আপনার দেশের লোক। হামরা ভিন্ দেশের লোক হোয়ে তাঁকে দেওতা মনে করি, আর আপনি তাঁকে থোড়াই কেয়ার করেন দেখচি।

মগনলাল। হামরা কেয়ার করি না, হামরা টাকা যোগাই, কটন যোগাই!

মানেকজী প্রবেশ করিল

এই যে মানেকজী। আসুন, আসুন।

মানেকজী। Good evening! Good evening gentlemen. Where is Mr. Chowdhuri and his very charming espouse?

নীলিমা। They will be here in a minute!

দাদাভাই। আরে তোমার মিনিট যে আর ফুরায় না দেখচি!

মগনলাল। Ah! here he is.

বিনাশ প্রবেশ করিল

Good evening Mr. Choudhuri.

অবিনাশ। Good evening gentlemen. Good evening !

অবিনাশ সবার সঙ্গে করমর্দ্দন করিল। সব শেষে মনোহর হাত বাড়াইয়া দিল। অবিনাশ তাহার দিকে চাহিয়া একটু ইতস্তত করিল। মনোহরের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। অবিনাশ নিজেকে সামলাইয়া তাহার সহিত করমর্দ্দন করিল, মনোহর কিছু বলিল না, শুধু হাসিল

মগনলাল। মিঃ চৌধুরী, এখন তাহলে আমরা কাজ সুরু করি। সবাইকেই ত কলকাতায় ফিরে যেতে হবে।

অবিনাশ। হাঁ, কাজ সুরু হোক্।

মানেকজী। But where is Mrs Choudhury ? We cant proceed in her absence.

অবিনাশ। তাহলে আর একটু কাল অপেক্ষা করা যাক্।

মানেকজী। হাঁ, wait করতেই হবে ! আচ্ছা, এর মাঝে আমার একটা ছোট্ট কাজ শেষ করে নিতে চাই। Gentlemen ! how do you like the idea of starting a grog shop over here ?

অবিনাশ। মদের দোকান ! এখানে ?

মানেকজী। Why not ? মিল হবে, ফ্যাক্টরী হবে, All India থেকে দলে দলে মজুর আসবে। মদ নইলে তাদের চলবে কেন ?

অবিনাশ। মদ নইলে চলবেই না ?

দাদাভাই। আলবৎ চলবে। গান্ধীজী যখন বলিয়েছেন, তখন চলবেই চলবে।

এলাহী বক্স। ও-সব গান্ধী ঠান্ধী আমি বুঝি না, আমি বুঝি আমার ধর্ম্মের নিষেধ। তাই ওতে আমি নেই।

মানেকজী। তাহলে দাদাভাই চরকাই চালান, হাকিম সাহেব ধর্ম্মই করুন, এই ল্যাণ্ড এণ্ড ইনডাজষ্ট্রীজ ডেভেলপমেণ্ট লিমিটেড থেকে খসে পড়ুন। মগনলালজী কি বলেন?

মগনলাল। We should look at it from the business point of view only.

এলাহী বক্স। কিন্তু ব্যবসার জন্যে আমরা ধর্ম্ম ছাড়তে পারি না।

দাদাভাই। সরাব ছুঁতে পারে না।

মনোহর। আমি এমন একটা ব্যবস্থা বাতলে দিতে পারি, যাতে সাপও মরবে, লাঠীও ভাঙবে না।

এলাহী বক্স। বলুন।

দাদাভাই। সমঝাইয়ে দিন।

মনোহর। আসুন মদ শব্দটাই আমরা বর্জ্জন করি। আমরা ওর নাম রাখি শ্রমিক-সঞ্জীবনী। দরকার হলে ওটাকে পেটেণ্ট করে ফেলতে পারি। আমদানি যখন করব, তখন ওই নতুন লেবেল এঁটেই আনব। দোকানের নাম দোব শ্রমিক-সঞ্জীবনী-সৌধ। মদের নাম গন্ধ কোথাও থাকবে না। গান্ধীজীর আদেশও অমান্য করা হবে না, হাকীম সাহেবেরও ধর্ম্মে আঘাত করা হবে না, অথচ চুটিয়ে ব্যবসা চালানো যাবে!

মগনলাল। Not a bad idea!

মানেকজী। Fine !

মনোহর। You agree ? হাত তুলুন, হাত তুলুন, হাঁ, হ্যাঁ, সবাই, সবাই·

পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাত তুলিল। ঠিক সেই সময় প্রবেশ করিল প্রতিমা চওড়া সোনালী জরির পাড় দেওয়া লাল শাড়ি। গায়ে ফুলহাতা ব্লাউজ

প্রতিমা। Am I late for my vote ?

দাদাভাই। না, না, আপনি আসুন, আসুন, বসুন।

মানেকজী। আপনার অপেক্ষায় বসে আছি।

প্রতিমা। আমি বোধ হয় ঠিক সময়েই এসেচি।

মগনলাল। A lady should have the honour to preside.

দাদাভাই। আলবৎ।

মগনলাল। আপনি বসুন :

টেবিলের প্রস্থের দিকে যে চেয়ারখানা ছিল। প্রতিমা তাহাতে বসিল

প্রতিমা। এবার আমরা কাজ আরম্ভ করতে পারি ?

মানেকজী। Sure !

দাদাভাই। আলবৎ !

প্রতিমা। মিঃ চৌধুরী, আপনার প্রস্তাবটা এঁদের বুঝিয়ে দিন।

অবিনাশ। I carry your orders, Mrs. President. প্রস্তাবটা

খুব জটিল নয়। পুরুষানুক্রমে এই অঞ্চলে আমরা একটি জমিদারি ভোগ করে আসচি। নানা কারণে এই জমিদারির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েচে। খাজনা পাওয়া যায় না, প্রজারা দিতে পারে না। তাই চটা সুদে টাকা ধার করে আমাদের লাটের খাজনা দিতে হয়। আয় নেই অথচ ব্যয় আছে। আপনারা জানেন, এ অবস্থায় দেউলে হতে হয়। আমরাও প্রায় তাই হয়েচি। সম্প্রতি আরো একটা গুরুতর কাণ্ড ঘটেচে। বর্ষায় বাঁধ ভেঙে নদীর জল ঢুকে এই জমিদারির সব জমি প্লাবিত করে ফেলে। সেই প্লাবনের জল **অবশ্য** কদিন বাদেই নেমে যায়, কিন্তু মাঠের বুকে রেখে যায় বালির স্তূপ।

দাদাভাই। দেনেওয়ালা নিলে কেউ রোখতে পারোনা।

অবিনাশ। হ্যাঁ, আমরাও তাই রুখতে পারিনি। প্রজাদের ক্ষেত-খামার সব নষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষেতে ফসল হয় না, তাই প্রজারা খেতে পায় না, গরু পায়না ঘাস। এ অবস্থায় আপনারা বুঝতেই পারচেন, জমিদারি রাখা সম্ভবপর নয়।

দাদাভাই। ঠিক বাত আছে।

অবিনাশ। ভগবান যেমন এক দিক দিয়ে নিয়েচেন, অন্য দিক দিয়ে তেমন প্রচুর সম্পদের সন্ধানও করে দিয়েচেন। বিশেষতঃ দুজনা এঞ্জিনিয়ার আবিষ্কার করেচেন আমাদের জমিদারীর ভিতর টিন ও লোহার খনি পাওয়া গেছে। যদি আমরা সেই খনি কাজে লাগাতে পারি, তাহলে বন্যার ক্ষতি দূর করে প্রচুর লাভ আমরা করতে পারি। তাঁরা বলেচেন অন্তত বিশবছর আমরা কাঁচা মাল অর্থাৎ ores সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

দাদাভাই। টাটার চেয়ে বড় কারখানা হামরা করতে পারি।

মানেকজী। টাটার কারখানার চেয়ে বড় কারখানা Indiaতে হোতে পারে না।

অবিনাশ। তা হয়ত হতে পারে না। কিন্তু যা হতে পারে, তা করবার সামর্থ্যও আমাদের নাই। তাই আমি প্রস্তাব করছি Land and Industries Development নামে একটি প্রতিষ্ঠান খাড়া করে আমরা এই কাজ শুরু করব। আপনারা তাতে সম্মত হয়েছেন, শেয়ার কিনতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আশা দিয়েছেন যে প্রত্যেকেই আপনারা এমন শেয়ার বেচে দেবেন, যা নিয়ে কোম্পানী এখনই কাজ করতে পারেন। আমার দিক থেকে এবং আমার স্ত্রীর দিক থেকে······

প্রতিমা। আপনি আপনার নিজের কথাই বলুন।

অবিনাশ। Thank you, আমার দিক থেকে আমি এই কোম্পানীকে যে টাকায় জমিদারি ছেড়ে দিচ্ছি, সেই টাকাটা share moneyতে transfer করে দিচ্ছি। তার পরিমাণ আপনারা জানেন, দশলক্ষ টাকা। এই টাকা শেয়ারের ট্রানসফার করবার জন্য কোম্পানীর স্থায়ী ম্যানেজিং ডিরেকটার হয়ে থাকবার অধিকার আমি চাই। আপনারা আমার প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখুন। এবং আজই আপনাদের মতামত জানিয়ে অগৌণে যাতে কাজ আরম্ভ করা যায়, তার ব্যবস্থা করুন।

অবিনাশ বসিল

মগনলাল। মিঃ চৌধুরীর প্রস্তাব আমরা শুনলেম। তিনি গোটা জমিন্দারিটা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চান! কিন্তু গোটা জমিন্দারি

নিয়ে আমরা কি করবে? তাঁর জমিন্দারির যেখানে খনি পাওয়া গেছে, সেই যায়গাটা লীজ নিলেই ত হামাদের কাজ হয়। ল্যাণ্ড ডেভলেপমেণ্টের কাজ কোম্পানীর নেবার কি প্রয়োজন আছে? আমার মতে Development of Industries Ltd নাম নিয়ে হামাদের কাজ করা ভালো।

অবিনাশ। কিন্তু আমাকে জমিদারি রাখতে হবে ত।

মগনলাল। রাখা না রাখা আপার ইচ্ছা। কোম্পানী দায়িত্ব নেবে না।

অবিনাশ তাহলে আমি শুধু খনির অঞ্চল কোম্পানীকে লীজ দোব কেন?

মগনলাল রয়ালটি পাবেন বোলে। শেয়ারেও ভি ট্রান্সফার করে লিতে পারেন।

অবিনাশ। জমিদারির দায়িত্ব যদি না নিতে চান, L and I. D. Ltd.এর কোন সার্থকতাই থাকে না।

মগনলাল। এ বাবু আপনার অন্যায় জিদ্। আপনার ওই বালুঢাকা জমিন লিয়ে কোম্পানী কি করবে? ফসল হয় না, আর কোনদিন হবেও না। কিন্তু লাটের খাজানা কোম্পানীকে দিতেই হবে। এই draniageএ কোম্পানী রাজী হবে কেন?

দাদাভাই। মগনলালজী ঠিকই বলিয়েচেন।

এলাহীবক্স। বাবুজী আপনি ও জমিদারির কথা ভুলে নিন। আসুন খনি নিয়ে আমরা কাজ করি। টাকার ভাবনা থাকুবে না।

মনোহর। জমিদারি রাখা শক্ত। আর জমিদারি রাখতেও আমরা চাই না।

অবিনাশ। তুমি! তুমি বলচ এই কথা!

মনোহর। হ্যাঁ, আমি! আমি তাই বলচি!

মানেকজী। Peace! Peace, gentlemen! আমি বলি একটা Compromiseএর পথ দেখুন, মিঃ চৌধুরী। এমন কিছু করুন যাতে আপনার জমিদারিও থাকে, কোম্পানীও হয়। আপনি কি বলেন মিসেস চৌধুরী?

প্রতিমা। আমি যা বলব, তা হয়ত আপনাদের ভালো লাগবে না। আপনাদের এই কোম্পানীর সঙ্গে আমি কোনরূপ যোগ রাখতে চাই না। আর তা যখন চাই না, তখন আপনাদের এই মিটিংএ থাকাও আমার উচিৎ নয়।

মগনলাল। কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দিতে আমরা প্রস্তুত নই। আপনার স্বামীর সব কথা ভালো বোঝা যায় না, কিন্তু আপনার কথা যায়।

প্রতিমা। I don't think I can take this as a compliment!

অবিনাশ। But I do.

প্রতিমা। Thanks. Now Gentlemen, খুব সঙ্কোচের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্চে যে আপনারা মিঃ চৌধুরীর প্রস্তাবের মর্ম্ম বুঝতে পারেন নি। বুঝতে পারেন নি, কেন তাঁর ওই প্রস্তাবের সঙ্গে এই জমিদারির প্রশ্ন অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে রয়েচে।

মগনলাল। আপনি বুঝিয়ে দিন।

প্রতিমা। That is exactly what I am going to do Mr.

Maganlal. এখন, এই যে জমিদারি, এতে বহু প্রজা আছে; দশ বিশ হাজার প্রজা আছে। এই দশ বিশ হাজার প্রজার অন্ন-বস্ত্র থেকে সুরু করে জীবনের সব কিছু পূর্ণ হয় জমি চষে, ফসল লাগিয়ে, আর সেই ফসল বাজারে বেচে। জমি, আপনারা শুনেচেন, বালুস্তুপে ঢাকা পড়েচে। জমির উন্নতি যদি না করা যায়, তাহলে প্রজারা ফসল ফলাতে পারবে না। তা না পারলে প্রজারা খেতে পাবে না। আপনারা বলবেন, প্রজারা খেতে পেল না পেল, তাতে কোম্পানীর কি এসে যায়? কোম্পানীর অবশ্য কিছুই এসে যায় না। আর আমি বুঝি, আপনাদেরও না। কিন্তু মিঃ চৌধুরীর পূর্ব্বতন সাত পুরুষ প্রজা পালন করে এসেচেন। আজ মিঃ চৌধুরী যদি তাদের ত্যাগ করেন, তাহলে ভগবানের কাছে তিনি কি কৈফিয়ৎ দেবেন?

দাদাভাই। এ বাৎ ত ঠিক আছে।

এলাহীবক্স। বেচারা রাইয়ৎ লোকদের রইস বিনা কে দেখবে?

প্রতিমা। কাজেই বুঝতে পারচেন, মিঃ চৌধুরী ন্যায়ত ধর্ম্মত এমন কোন প্রস্তাব করতে পারেন না যাতে তাঁর জমিদারির সম্বন্ধ থাকবে না।

প্রতিমা বসিল

মগনলাল। আমরা বুঝলেম, গরীব চাষীদের লিয়ে মিঃ চৌধুরী যদি কুছু provision না রাখেন, তাহলে ভগবানের কাছে তিনি guilty হোবেন। মগর loss হোবে জেনেও যদি কোম্পানী জমিন্দারি লেয় তবে শেয়ার হোল্ডারদের কাছে সে কি কৈফিয়ৎ দেবে? responsible হোবে না?

প্রতিমা উঠিল

প্রতিমা। আচ্ছা, একটা কথা আগে আপনাদের জিজ্ঞাসা করি। আপনারা যে মিল করবেন, ফ্যাক্টরী করবেন, তাতে কাজ করবার মজুর কোথা থেকে নেবেন? এই প্রজাদের নেবেন কি?

মগনলাল। আমরা কি পাগল আছে, মিসেস চৌধুরী? মিল-ফ্যাক্টরীতে কাজ করবার তাগদ কি বাংলার লোকদের আছে? তামাম হিন্দুস্থান থেকে মজুর আনতে হোবে। আর আমাদের দেশের দুটো মজুর এসে দু' পয়সা যদি কামাতেই না পারল, তাহলে আমরাই বা টাকা দোব কেন?

প্রতিমা। তাহলে এখানকার প্রজারা কাজ নিশ্চয়ই পাবে না?

দাদাভাই। সে তাদের দিয়ে কাম চলবে না।

প্রতিমা। সুতরাং কাজ তারা পাবে না। আচ্ছা, এ দেশটা তাদের তা মানেন? তা মানতে যদি আপত্তি থাকে, তাহলে একথা অস্বীকার করতে পারেন না যে এই দেশে ওরা জন্মেছে, আপন বলতে একটু জমি আছে, দু' একখানা কুঁড়ে ঘর আছে—এর বাইরে ওদের কিছুই নেই?

মগনলাল। না। এ আর অস্বীকার করি কি করে।

প্রতিমা। এইবার কথাটা বেশ করে ভেবে দেখুন। এ দেশে যাদের জমি-জিরেৎ নেই, বাড়ী-ঘর নেই, চোখেও যারা এদেশ কখনো দেখেনি—কোম্পানী এমন সব বিদেশী মজুর এনে এদেশে আমদানি করবে, এই দেশে উৎপন্ন ধনের অংশ থেকে তাদের পারিশ্রমিক দেবে, বড় বড় শেয়ার হোল্ডারদের স্বজাতীয় বেকারদের অন্নের সংস্থান করে দেবে। এখন আমার জিজ্ঞাস্য, অনধিকারীদের কোম্পানী এই যে

অধিকার দেবে, এর নজরানা কোম্পানী কেন দেবে না? সেই নজরানা হচ্ছে, এদেশী প্রজাদেরও কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া, জমিকে উন্নত, ফসলধারণোপযোগী করে তোলা। এটা একটা moral obligation! আর লাভ যে হবেই না, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। বাংলার জমিদাররা এককালে বাংলার জমি থেকে প্রচুর উপার্জ্জন করেচেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া আজও করচে।

মানেকজী। It sounds reasonable!

মগনলাল। Reasonable! একে আপনারা reasonable বোলেন! বাংলার প্রজা! বাংলার চাষী! বাংলার special rights! কোথায় সে বাংলা? এতই যদি তার pride—এতই যদি prestige থাকবে, তোবে হামাদের ভিখ লিতে চায় কেন?

দাদাভাই। ঠিক বাৎ! কেন আমাদের কাছে উধার লিয়ে জান ওর মান বাঁচাতে চায়?

এলাহীবক্স। মুসলমানকে বঞ্চিত করে বড় হয় এই বাংলা।

মগনলাল। বাংলা! বাংলা! বাংলা! বিদ্যায় বাংলা বড়, ত্যাগে বাংলা বড়, সহৃদয়তায় বাংলা বড়। শুনে শুনে কান পচিয়ে গেল।

দাদাভাই। পারে বাংলা নিজে বড় হোক্, আমাদের টাকা নিয়ে বড় হতে চায় যদি, আমাদের কাছে তাদের ছোট হয়ে থাকতে হবে।

মগনলাল। বাংলার চাষী মরুক, বাংলার জমিন্দার জাহান্নামে যাক্, আমরা টাকা দিয়ে বাংলা জয় করব, Sindh থেকে, পঞ্জাব থেকে, দিল্লী থেকে, ইউ পি থেকে, বিহার থেকে, বেরার থেকে, উৎকল থেকে মাদ্রাজ

থেকে শ্রমিক এনে, clerk এনে, merchants এনে, বরকন্দাজ এনে বাংলাদেশ আমরা ছেয়ে দোব। পারে বাংলা রুখক!

মানেকজী। ইংরেজ বেয়নেট দিয়ে বাংলা জয় করেছিল, আমরা টাকা দিয়ে বাংলা ক্রয় করব।

দাদাভাই। বাংলা পারে আমাদের রুখুক!

একটা বন্দুকের আওয়াজ হইল, ঝন্‌ঝন্ করিয়া ঝাড় ভাঙিয়া পড়িল। ঘরের আলো নিভিয়া গেল। বাইরের একটা আলোয় কেবল ঘরের অস্পষ্ট ছবি দেখা যাইতে লাগিল। বন্দুক হাতে লইয়া চন্দ্রশেখর প্রবেশ করিল।

চন্দ্রশেখর। যাও। বেরিয়ে যাও সব। এখনই, এই মুহূর্ত্তেই। বাংলার জমিদার জাহান্নামে যাক্! এতবড় স্পর্দ্ধার কথা।

অবিনাশ। বাবা আপনি বলচেন কি! এঁদের অপমান করচেন!

চন্দ্রশেখর। বেশ করচি! ওরা আমার অপমান করেনি, আমার পূর্ব্বপুরুষের অপমান করেনি, আমার বাংলার অপমান করেনি! বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও!

অবিনাশ। আপনি জানেন না এদের অনেকেই ক্রোড়পতি!

চন্দ্রশেখর। জানি এরা সবাই দস্যু। তুমি যদি এদের বন্ধু, যাও এদের এখান থেকে নিয়ে। বাংলার জমিদার জাহান্নামে যাক্! ওরে দস্যুর দল, মা ধরিত্রী প্রসন্ন হয়ে ফসলের আকারে সন্তানের হাতে যা তুলে দেন, তাই-ই বাংলার জমিদার বর জেনে মাথা পেতে নেয়, তোদের মত মায়ের বুক চিরে তার সম্পদ কেড়ে নেয় না। যদি ভগবানের অভিসম্পাত

কারু মাথায় পড়ে, তা পড়বে তোদেরই মাথায়, তোদের, পরস্বাপহারীদের, প্রজাপালক জমিদারদের মাথায় নয়!

অবিনাশ। আমার অতিথিদের আপনি অপমান করলেন। তাই আমিও বলচি, যে সর্ত্ত ওঁরা দেবেন, সেই সর্ত্তে রাজী হয়েই আমি জমি কম্পানীকে দিয়ে দোব।

দাদাভাই। মরদকা বাত্‌।

মগনলাল। You will never regret it my friend.

অবিনাশ। চলুন আজই লেখাপড়া শেষ করে ফেলব।

চন্দ্রশেখর। কার বিষয় তুমি কাকে লেখা পড়া করে দেবে?

অবিনাশ। বিষয় আমার।

চন্দ্রশেখর। তোমার! আমি বেঁচে থাকতে!

অবিনাশ। সবই ত আমায় লেখাপড়া করে দিয়েচেন।

চন্দ্রশেখর। মা! ও বলে কি মা?

প্রতিমা। কাশী যাবার সময় তাই লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন, বাবা।

চন্দ্রশেখর। না, না, সে কথা নয়। আমি লিখে দিয়েছিলুম বলেই আজ আমার ছেলে আমার দাবী অগ্রাহ্য করবে?

অবিনাশ। বাপ উন্মাদ হলে ছেলেকে এই রকমই করতে হয়।

মগনলাল। Why dont you send him to an asylum?

চন্দ্রশেখর। শুনচ মা ওদের কথা! আমার ছেলে বলচে আমি উন্মাদ, তার বন্ধু পরামর্শ দিচ্ছে আমায় পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দিতে আর আমি চন্দ্রশেখর চৌধুরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই শুনচি, অথচ হাতে আমার বন্দুক!

প্রতিমা। বন্দুক নয় বাবা, বন্দুক নয়।

চন্দ্রশেখর। না, না বন্দুক নয়। তাহলে ওরা প্রমাণ করে দেবে আমি পাগল।

মগনলাল। চলুন মিঃ চৌধুরী কম্পানী জমিদারিও নেবে।

সকলে চলিয়া গেল।

চন্দ্রশেখর। নিয়ে গেল! দস্যুর দল চৌধুরীদের সাত পুরুষের জমিদারি কেড়ে নিয়ে গেল, আর আমি প্রতিকারও করতে পারলুমনা। অথচ হাতে আমার বন্দুক।

বন্দুক বাগাইয়া ধরিলেন। প্রতিমা চন্দ্রশেখরকে জড়াইয়া ধরিল

প্রতিমা। বাবা! সর্ব্বনাশ করবেননা, বাবা।

চন্দ্রশেখর তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর বন্দুক নামাইয়া কহিলেন।

চন্দ্রশেখর। না, মা, না, সর্ব্বনাশ করবনা। বন্দুকের কাজ নয়, আমি বুঝি। কিন্তু মা আমি চুপ করে এ পরাজয় সইবনা।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কহিলেন

কি করব জান?

প্রতিমা তাহার কাছে গিয়া কহিল

প্রতিমা। কি বাবা?

চন্দ্রশেখর। আমি বুক দিয়ে বালি ঠেলে আমার স্বর্ণপ্রসূ-মাকে মুক্ত করব। মা আমার মুক্তি পেয়ে শ্যামল রূপে বাংলাদেশ ছেয়ে দেবেন, ধানের কল্কা দেওয়া তাঁর সবুজ অঞ্চল-তলে আশ্রয় পাবে আজকার গৃহহারা, সর্ব্বহারা, লাঞ্ছিত বাঙালী!

যবনিকা।

তৃতীয় অঙ্ক

দশ বছর বাদে। চন্দ্রশেখরের বৈঠকখানা। পূর্ব্বের আসবাবপত্র কিছুই নাই। ডিনার রুমে পরিণত হইয়াছে। পিছনে বাগানের বদলে ফ্যাক্টরী দেখা দিয়াছে। ডিনার টেবিল সাজান। রোজ আর ডেজি পরিবেশন করিতেছে। বাটলার ও বেয়ারাগণ তত্ত্বাবধান করিতেছে। প্রথমে হাউস কীপার প্রবেশ করিল। পিছনে অবিনাশ, মগনলাল ও এলাহিবক্স। অবিনাশ ইসারা করিতে বেয়ারা, হাউস কীপার সকলে চলিয়া গেল।

মগনলাল। আপনার devotionএর ফলেই কোম্পানীর এই Success! We are proud of you!

অবিনাশ। কিন্তু আমার আর এসব ভালো লাগচেনা।

এলাহিবক্স। প্রথম বছরেই একশ পঁচিশ পার্সেণ্ট ডিভিডেণ্ড দিয়েচেন।

অবিনাশ। ডিভিডেণ্ড আরো দিতে পারতুম, ভবিষ্যতেও দোব। কিন্তু আমি যা হারিয়েচি, ডিভিডেণ্ড তার ক্ষতি পূরণ করতে পারচেনা।

মগনলাল। কি হারিয়েচেন আপনি?

অবিনাশ। আমার বাবার স্নেহ, আমার পূর্ব্ব পুরুষের আশীর্ব্বাদ।

এলহিবক্স। হ্যাঁ, ভালো কথা। আপনার বাবা এখন কেমন আছেন?

অবিনাশ। আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেননা হাকিম সাহেব, আমি কিছু বলতে পারবনা।

মগনলাল। মিসেস চৌধুরী হয়ত বলতে পারেন।

প্রতিমা। পারি বৈকি। আমি যে তাঁর কাছেই থাকি। সারাদিন তিনি কৃষকদের সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করেন, নিজ হাতে জমি চাষ করেন, বাড়ী ফিরে বই নিয়ে পড়াশুনা করেন।

মগনলাল। এখনও লিখা-পড়া করেন?

প্রতিমা। হ্যাঁ, কৃষি সম্বন্ধে নানা বই।

এলাহিবক্স। তাঁর কি এখনো বিশ্বাস যে তাঁর চেষ্টাতে বালুর চরেও ধান হবে?

প্রতিমা। বাড়ীর কারু সঙ্গে তিনি কথা বলেননা।

মগনলাল। মাথাটা তাহলে দেখচি একেবারেই বিগড়ে গেল?

অবিনাশ। মাথাটা কার খারাপ, তাঁর না আমাদের, আজও তা বুঝতে পারচিনা।

মগনলাল। আমাদের মাথা খারাপ নয় মিঃ চৌধুরী। এত বড় বিজনেস চালাই, আর জানেনই ত মাথা পরিষ্কার না থাকলে ব্যবসা করা যায়না।

অবিনাশ। বাবার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি, প্রজাদের অন্ন কেড়ে নিয়ে তাদের বিরাগ ভাজন হয়েচি।

ইলাহিবক্স। ঘ্যাব্‌রাইয়ে মৎ মিষ্টার চৌধুরী।

অবিনাশ। দুঃখ এই হাকিম সাহেব নিজের প্রজাদের বঞ্চিত করে বিদেশ থেকে মজুরী করবার জন্য যাদের নিয়ে এলুম তারাও খুসী নয়,

তাদেরও লোভ বেড়ে চলেচে। বোনাসের দাবী তাদের পূর্ণ করতে পারবনা বলে তারা হয় শত্রু। অথচ আমার নিজের প্রজারা কত শান্ত—কত স্বল্পে তুষ্ট ছিল।

চন্দ্রশেখর প্রবেশ করিলেন।
সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রশেখর। মা।

প্রতিমা। বাবা!

চন্দ্রশেখর। এদের উৎসবে তোরা মেতে উঠলি- আমার উৎসব দেখতে কেউ গেলিনি।

প্রতিমা। আপনার উৎসব!

চন্দ্রশেখর। জানিসনে! ধরিত্রী মা অন্নসত্র খুলে দেবেন, দিকে দিকে তারাই আভাষ প্রকাশ করেছেন। হরিৎধানে ক্ষেত ছেয়ে গেছে, নবীন মঞ্জরীতে সোনার দানা ধরেছে। তোরা কেউ দেখলিনি, কেউ তা দেখলিনি!

প্রতিমা। চলুন বাবা, দেখে আসি।

চন্দ্রশেখর। যাবি! না, না, ওদের আমি দেখাবনা। ওদের দৃষ্টিতে আগুন, ওদের অন্তরে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, ওদের নয়। তোকেও নয়, তুইও যে ওদেরই দলের—ওদেরি মতের। তাই তোকেও নয়। তোদের কাউকেই নয়, কাউকেই নয়।

বাহিরে যাইতেছিলেন, অবিনাশ ফিরাইল।

অবিনাশ। বাবা!

সংগ্রাম ও শান্তি

চন্দ্রশেখর ফিরিয়া আসিলেন

চন্দ্রশেখর। বিত্তহারাকে বাবা বলে ডাকতে পারচ, ক্যাপিটালিষ্ট?

অবিনাশ। আমরা এবার Hundred and twentyfive percent dividend দিয়েচি বাবা।

চন্দ্রশেখর। Hundred and twentyfive percent dividend দিয়েচ! ও। তা হলে তো তোমরা উৎসব করবেই!

মগনলাল। এ আপনার ছেলের কীর্ত্তি আছে।

চন্দ্রশেখর। কীর্ত্তি—আর আমাকে যে তার অকীর্ত্তির বোঝা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। তারই অকীর্ত্তি আমার 99 percent প্রজাকে অন্নহারা, গৃহহারা, সুখহারা করে ফেলেচে। আমি তা ভুলি কেমন করে?

অবিনাশ। বাবা, তারা যে যুগের গতির সঙ্গে চলতে পারচেনা। অন্ন তারা পাবে কেমন করে?

চন্দ্রশেখর। থাম, থাম, কেতাবী-বুলী কপচনো পণ্ডিত। যুগের গতি! যে গতি মানুষকে তার সুখের নীড় থেকে টেনে নিয়ে শ্মশানে দাঁড় করায়, সেই গতিকে উন্নতি বলে মনে করচ? পারে তোমাদের ওই মিল, ওই মেশিনারী, ওই ম্যানুফ্যাকচারিং বিজনেস গোটা একটা জাতির অন্ন জোগাতে?

মগনলাল। ন্যাশনাল ওয়েলথ বাড়লেই তা পারবে।

চন্দ্রশেখর। না, না, তাও পারবেনা। আজও কেউ পারেনি। আর তা পারেনি বলেই শক্তিমান সাম্রাজ্য চায়, কলোনি চায়, দুর্ব্বলকে দুহুকে দলে পিষে মেরে ফেলতে চায়—চায় অন্নের জন্য, শুধু দুমুঠো অন্নের জন্যে।

মগনলাল। It is useless to argue with him. He is quite crazy.

প্রতিমা। যা বোঝেন না, তা নিয়ে কথা বলবেন না মিঃ মগনলাল। চলুন বাবা আমরা বাইরে গিয়ে বসি।

চন্দ্রশেখর। চল মা। সব অধিকার স্নেহের দাবীর কাছে ছেড়ে দিয়েচি। চল মা, ধানের শীষ হাত ছানি দিয়ে তোমার এই চাষী ছেলেকে ডাকচে। সে ডাক আর আমি উপেক্ষা করতে পারিনা। ওরা জমিদারি ভাঙ্গলে, কিন্তু ওরা বুঝলেনা যে জমিদারের যায়গায় যে capitalistদের ওরা প্রতিষ্ঠিত করল, তাদের কত লোভ, বুকভরা কতখানি বিদ্বেষ তাদের? তাদের শোষণে সারা বিশ্ব কেমন করে একদিন আর্ত্তনাদ করে উঠবে। বুঝলেনা মা, ওরা তা বুঝলেনা।

প্রতিমা ও চন্দ্রশেখর প্রস্থান করিলে পর অবিনাশ চিন্তিত ও লজ্জিতভাবে প্রস্থান করিল। মগনলাল এলাহিবক্স হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। প্রবেশ করিল দাদাভাই ও মনোহর।

মনোহর। ব্যবসা খুব জাঁকিয়ে তুলেচেন বলে গরব করা হচ্ছে। কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি সব ফেঁসে যাবে।

দাদাভাই। সে ফেঁসে যাবে বলেচেন কি মোশাই। পহিলা শালে এত ডিভিডেণ্ড দিলে! আরে তুমি তো সেক্রেটরী আছে। তুমি তো বলতে পার সব।

নীলিমা। আমার আর সেদিন নেই! চৌধুরী সাহেব আর মেয়ে-ছেলের সঙ্গে কথাই কননা।

দাদাভাই। সাচ্‌ ?

নীলিমা। শুনচি নতুন সেক্রেটারী আসচে বৌয়ের পরামর্শ মত।

দাদাভাই। আনলেই হোলো! বোর্ডে হামি কোশ্চেন তুলবে না? হামি জানতে চাইবে না হামাদের স্মার্ট সেক্রেটারীর কসুর কি হোলো?

মনোহর। না, না, দাদাভাই, কিচ্ছু করবেন না। দাওয়াই আমার জানা আছে। নীলিকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। নীলির ক্ষতি করে কে?

দাদাভাই। কিন্তু ভাই তুমি কিছু মনে কোরো না। চৌধুরী ত তোমাকে কলজেয় করে রেখেছিল। আবি চোটলো কেনে? দুসরা কই লভার তোমার জুটিয়েচে নাকি?

নীলিমা। আপনি কি তা জানেন না দাদাভাই?

দাদাভাই। আরে হামি ভাই লভ্‌কে ত পত্তাই পেলেন না।

নীলিমা। একদিন বল্লে, আমি নাকি আপনাকেই পেয়ার করি বেশি। আমি বল্লুম বেশ করি। সেই থেকে ত চটে আছে।

দাদাভাই। সে তুমি বল্লে, তুমি হামাকে বহুৎ পেয়ার কর?

নীলিমা। বল্লুম ত!

দাদাভাই। ফিন যখন পুছবে?

নীলিমা। ফিন্‌ বলব।

দাদাভাই। বোল্‌তে বোল্‌তে সাচাহি যদি লভএ পড় তুমি?

নীলিমা। সত্যিই যদি লভ্‌-এ পড়ি, বোলব আমায় নাও।

দাদাভাই উঠিয়া তাহার গায়ে মৃদু আঘাত করিয়া কহিল

দাদাভাই। দূর্! তুমি তামাসা করচ। হামার এই চেহারা দেখে যে তোমার লভ্ হবে না!

হতাশ হইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। নীলিমা দাদা ভাইয়ের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মনোহর। বেচারা দাদাভাই!

নীলিমা। মরেচে!

মনোহর। তাহলে তোমার চাকরি মারে কে?

নীলিমা। চাকরির ভয় আমি সেইদিন থেকেই ছেড়েচি, যেদিন তুমি অভয় দিয়েচ।

মনোহর। আমি মিথ্যে আশা দিয়ে কাউকে লোভ দেখাই না।

নীলিমা। এ-কথা কিন্তু তোমার সত্যি নয়।

মনোহর। কেন

নীলিমা। নিত্যানন্দর কথা তুমি ভুলে গেছ।

মনোহর। মজেছ!

নীলিমা। অন্যায়?

মনোহর। না। কচি ঘাস দেখলেই মুড়িয়ে খাবার লোভ তোমাদের হয়।

নীলিমা। জানত!

মনোহর। বেশ! আজই সুযোগ করে দোব। এখুনি। তুমি কিন্তু পালিয়ো না।

মনোহর উঠিয়া দাঁড়াইল, মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল।

নীলিমা। পালাই যদি তার সঙ্গেই পালাবো।

মনোহর। সে তোমার বরাত আর আমার হাতবশ।

নীলিমা। আগে দাও আমার হাতে এনে।

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলিয়া মুখে পাউডার লাগাইতে লাগিল। বারান্দা প্রকাশিত হইল নিত্যানন্দ আর কল্যাণী

কল্যাণী। আমার আর ভালো লাগচে না।

নিত্যানন্দ। তোমার দাদার কিন্তু বাহাদুরী আছে। দেখে এলে ত কেমন ফ্যাক্টরীটা গড়ে তুলেচে।

কল্যাণী। তবুও দাদার ওপর আমার শ্রদ্ধা নেই।

নিত্যানন্দ। সব শ্রদ্ধাই যদি স্বামীকে নিঃশেষে ঢেলে দাও, তাহলে অপর কাউকে দেবার জন্যে সম্বল কোথায় পাবে।

কল্যাণী। তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি নাকি!

নিত্যানন্দ। কর না?

কল্যাণী। বাবা তোমাকে কি বলতেন, মনে আছে?

নিত্যানন্দ। হুঁ। প্রথম প্রথম বাঁদর বলতেন।

কল্যাণী। বাবার কোন কথা আমি অবিশ্বাস করি না, জান?

নিত্যানন্দ। জানি।

কল্যাণী। বাঁদরকে নিয়ে খেলা করা যায়, তাকে শ্রদ্ধা করা যায় না, মান?

নিত্যানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া পিছন হইতে কল্যাণীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল

নিত্যানন্দ। তুমি আমাকে নিয়ে খেলাই কর কল্যাণী। Serious হতে আমি চাইনা। চোখের সামনে দেখচি serious লোক সব কি serious situation গড়ে তুলেচে! let us play with our lips!

চুমু খাইতে উদ্যত হইল

কল্যাণী। আঃ! কে এসে পড়বে, ছাড়।

নিত্যানন্দ। পরস্ত্রীর সঙ্গে ত প্রেম করচিনা, ভয় কি?

কল্যাণী। ভয়ের কথা নয়, লজ্জার কথা।

নিত্যানন্দ। লজ্জা আমার নেই।

মনোহর প্রবেশ করিল

কল্যাণী। এই যে মনোহর দা!

মনোহর। চা-টা পেয়েচ ত?

নিত্যানন্দ। কোন অভাব হয়নি।

মনোহর। কল্যাণীর কাছে এসেছিলুম। বোসতে পারি?

কল্যাণী। বোস না।

মনোহর। বাবার কথা জানতে এসেছিলুম। কেমন আছেন?

কল্যাণী। শরীর ভালোই আছে। কিন্তু যে পরিশ্রম করচেন……

মনোহর। পরিশ্রম কেন করচেন ?

কল্যাণী। লোকজন নিয়ে জমির বালি সরাচ্ছেন, চাষ দিচ্ছেন, অনেক সময় নিজের হাতে। এ বয়সে তা সইতে পারবেন কেন ?

মনোহর। তাইত তাকে নিয়ে কি করা যায় ? জানত, অনেক দিন তাঁর নুন খেয়েচি। আজ দু'পয়সা হাতে এয়েচে। আজ যদি তাঁকে একটু শান্তি দিতে পারি, তাহলে বড় আনন্দ পাই।

নিত্যানন্দ। কল্যাণী ! You are getting serious,

কল্যাণী। আমার বাবার সম্বন্ধে দুটো কথাও কইতে পাবনা।

নিত্যানন্দ। কইতে চাও কও। কিন্তু মন তেতো হয়ে যাবে। জীবনে যা পেয়েচ তাই নিয়েই খুশী থাক, যা পেলেনা তা নিয়ে ক্ষোভ কোরোনা।

কল্যাণী। তোমার ও বক্তৃতা অনেকদিন শুনিচি।

নিত্যানন্দ। বাবার জন্যে তোমার ফোঁসফোঁসানি ক্রমেই একঘেয়ে হয়ে উঠচে।

কল্যাণী। বিরক্ত লাগে সরে যাও

নিত্যানন্দ। তাই যাই। ফ্যাক্টরীর হাওয়া তোমার গায়ে লেগেচে, মেজাজ কড়া হয়ে উঠেচে। চেষ্টা করে দেখুন মিঃ মনোহর, কল্যাণী শেয়ার কিনতেও পারে।

নিত্যানন্দ চলিতে আরম্ভ করিল মঞ্চও ঘুরিতে লাগিল।

মনোহর। ওকে আজ বড় চঞ্চল দেখচি।

কল্যাণী। চিরদিনই ওই রকম।

মনোহর। আজ বিশেষ কারণ আছে।

কল্যাণী। কি কারণ?

মনোহর। দাঁড়াও বলচি ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এসনা এই দিকে।

বৈঠকখানা প্রকাশিত হইল মানেকজী একা বসিয়া মদ্যপান করিতেছে।

Fools! Tom fools they are.

গ্লাসটা তুলিয়া ধরিয়া

By taking away your name, they have taken away fifty percent of your sweetness.

দাদাভাই আসিল

দাদাভাই। মানেকজী ভাই, একা বসে কি হোচ্চে?

মানেকজী। Just the thing I should do আজকের এই উৎসবের দিনে, যা করা উচিত তাই করচি। বোস, দাদাভাই বোস। বোস।

দাদাভাই বসিল

মুখ্যু, ওই মনোহরের বুদ্ধি নিয়ে মদ নামটা তোমরা তুলে দিলে। You have taken away half its sweetness নামের মহিমা জান না ত। নাম শুনেই কতলোক মাতাল হয়ে যায়।

দাদাভাই। খেতে বহুত আচ্ছা আছে?

মানেকজী। Taste it! পিলিয়ে জী, থোড়াসে পিলিয়ে।

গ্লাসে ঢালিল

দাদাভাই। নেহি! আজ নেহি ভাই মানেকজী।

মানেকজী। To day is a red-letter day! আরে আজই ত খাবার দিন। আজ তোমরা 125 percent dividend declare করেচ, a ceremonial occasion! উৎসব জাঁকিয়ে তোলবার জন্যে এই পার্টির ব্যবস্থা করেচ। আজ মদখেয়ে মাতাল হয়ে আনন্দে নাচতে হবে।

নিজে পান করিল

But you are fools! you have taken away half its sweetness by taking away the name!

দাদাভাই। তা মদকে মদ বলে চালাতে দোষ কি?

মানেকজী। নামে চলবে, কাজেও কি চলবে? Have a peg?

দাদাভাই। সেক্রেটারী ছুঁড়ী আমার মন খারাপ করে দিয়েচে।

মানেকজী। Make her drink too. She will be a jolly good girl!

দাদাভাই টুক করিয়া খাইয়া গ্লাস রাখিয়া দিয়া রুমালে মুখ মুছিল।

দাদাভাই। বড় ঝাঁঝ।

মানেকজী। More Soda for you.

আরো খানিকটা ঢালিয়া সোডা মিশাইয়া দিল

দাদাভাই। কেউ আবার দেখে ফেলবে।

এদিকে ওদিকে দেখিল

মানেকজী। Never mind! সবাই যখন খাওয়া সুরু করবে, কেউ ভিন লোকের কারু মুখের গন্ধ পাবে না।

দাদাভাই গ্লাসটা নিঃশেষ করিল

Now go and get your girl, the Secretary I mean.

দাদাভাই। গন্ধ পাবে যে!

মানেকজী। পেলে আউর ত ছুটে আসবে। You don't know these girls!

দাদাভাই। সে বাৎ ঠিক বোলেচ। মগর ভাই মানেকজী, তুমি ত সরাব পিয়ে খুশী হয়ে রয়েচ। ব্যেসার কথা ভাবে না উধার মগনলাল চৌধুরী সাহেব হাত করে কাজ বাগিয়ে লিতেছে।

মানেকজী। What! Conspiracy!

দাদাভাই। আমার ত মালুম হচ্ছে, ওই দোনো মিলে কুছু করবে, হামাদের কেলা দেখাইবে।

মানেকজী। But we are not fools!

উঠিয়া দাঁড়াইল

দাদাভাই। পহেলে হামার বাৎ শুনো ত।

উঠিয়া দাঁড়াইল

মানেকজী। Tell me at once what they are after!

দাদাভাই। বলবে মানেকজী ভাই। আলবৎ বোলবে, মগর, এ কেয়া তাজ্জব!

মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল

জমীন, আসমান, সব কুছ ঘুমতা হ্যায় কেঁও?

হাসিতে হাসিতে

আরে Merry—go—round, হো, হো, Merry—go—round! Merry—go—round

বলিতে মঞ্চ ঘুরিয়া গেল। প্রকাশিত হইল বারান্দা।
নীলিমা ও নিত্যানন্দ

নীলিমা। দেখুন, আপনাদের ওপর আমার হিংসে হয়। স্বামী-স্ত্রী দুটিতে বেশ আনন্দে আছেন।

নিত্যানন্দ। হ্যাঁ, এতদিন তাই ছিলুম। কিন্তু caseটা এখন সঙ্গীন হয়ে উঠেচে। She is also getting serious!

নিত্যানন্দের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল

নীলিমা। আমিও ঠিক আপনার মত—I can never be serious!

নিত্যানন্দের মাথার চুল লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন

নিত্যানন্দ। ও কি করচেন। কেউ দেখতে পাবে।

নীলিমা। Please don't take it seriously!

নিত্যানন্দ। না, না, আমার গা কাঁপচে।

নীলিমা। ভয় কি আমি বাহু দিয়ে জড়িয়ে আপনাকে support দিচ্ছি। আসুন না ওইদিকে।

নিত্যানন্দ ও নীলিমার প্রস্থানের পর বারান্দা হইতে মনোহর ও কল্যাণী নামিয়া আসিল

মনোহর। বিশ্বাস করনি। এখন দেখলে!

কল্যাণী। আমি যে এখনও বিশ্বাস করতে পারচি না।

মনোহর। এখনো কি মনে হচ্ছে আমি মিথ্যে কথা বলচি? তোমার কাছে আমি কখনো মিথ্যে কথা বলব না, তোমাকে আমি কখনো ব্যথা দোব না। তুমি একটু একটু করে বড় হয়েচ, আর একটু একটু করে আমি তোমায় ভালো……

কল্যাণী ছিটকাইয়া দূরে সরিয়া গেল

কল্যাণী। মনোহর দা! আমি বাবাকে গিয়ে এখুনি এ-কথা বলে দোব।

মনোহর। হাঃ হাঃ বলে কি করবে? তাঁকে পাগলা-গারদে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

দ্রুত চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল

কল্যাণী। মনোহরদা, এ তোমার কতবড় অন্যায়!

মনোহর। অন্যায়? ন্যায় অন্যায় বিচার আমি কেন করব? তোমরা অন্যায় করনি?

কল্যাণী। আমি তো কিছু অন্যায় করিনি মনোহরদা!

মনোহর। তুমি করোনি জানি। কিন্তু এ কলঙ্কের দাগ এঁকে দিতে চাই তোমার বাবার বংশ গৌরবকে চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত করে রাখতে।

কল্যাণী। দয়া কর—দয়া কর মনোহরদা।

মনোহর। দয়া আমার নেই।

নিত্যানন্দ প্রবেশ করিল

নিত্যানন্দ। ভাই মৃত্যুর গ্রাস থেকেও তোমার রক্ষা নেই (টুঁটি চাপিয়া ধরিল) for once in my life I am serious like a blood hound—রাস্কেল এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার!

মনোহর। কে! কে তুমি!

নিত্যানন্দ মারিতে লাগিল। মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল মঞ্চ ঘুরিয়া গেল, বৈঠকখানা প্রকাশ পাইল। বেগে চন্দ্রশেখর চৌধুরী প্রবেশ করিলেন

চন্দ্রশেখর। কে! কে তুমি!

প্রতিমা প্রবেশ করিল

প্রতিমা। কেউ ত নেই বাবা!

চন্দ্রশেখর। কে যেন কেঁদে উঠ্‌ল মা?

প্রতিমা। না বাবা, কেউ কাঁদেনি।

চন্দ্রশেখর। হাঁ কাঁদবে কেন? সবাই উৎসবে মত্ত, কে কাঁদবে? কাঁদবে আমার প্রজারা, এরা 125 p.c. ডিভিডেণ্ড দিয়ে উৎসব করে, আর তারা খেতে না পেয়ে পথে পথে কেঁদে বেড়ায়। কিন্তু তারাও কাঁদবে না। এই গ্যাখ মা, মায়ের আশীর্ব্বাদ আশিস্তুক হয়ে এনেছি, এই গ্যাখ মা, এই গ্যাখ!

প্রতিমা। ধান!

চন্দ্রশেখর। ছোট ওই একটী শব্দ দিয়ে এর দানের মহিমা ব্যক্ত করা যায় না মা।

বাহিরে কোলাহল

ওকি মা! ও কিসের কোলাহল!

প্রতিমা। হয়ত ওদের ফ্যাক্টরীর শ্রমিকরা ক্ষেপে উঠেচে।

চন্দ্রশেখর। কেন?

প্রতিমা। ওরা বেশী লাভ করেছে বলে শ্রমিকরা আরো বেশী বোনাস চায়, ওরা তা দেবেনা।

চন্দ্রশেখর। দেবেনা ?

প্রতিমা। না, বাবা !

চন্দ্রশেখর। দেবে কেমন করে ? তাহলে যে ডিভিডেণ্ড কমে যাবে ? বড় বড় শেয়ারহোল্ডারদের টাকা তাড়াতাড়ি জমে ওঠবার অবসর পাবে না। জমিদারি ভাঙলে মা, কিন্তু আজ দেখ ওদের লোভ কি নির্ম্মম হয়ে উঠেচে।

আবার কোলাহল

প্রতিমা। বাবা, ওরা যেন এই দিকেই আসচে।

চন্দ্রশেখর। আমি যাচ্ছি মা, আমি ওদের বুঝিয়ে শান্ত করচি।

প্রতিমা। না, না, আপনি যাবেন না, বাবা।

চন্দ্রশেখর। ওরে, আমার ছেলের যদি কোন বিপদ হয় ! চৌধুরীবংশের একমাত্র ছেলের ! আমি যাব, আমি বুক দিয়ে তাকে ঢেকে রাখব, মাথা পেতে নোব ওদের অভিশাপ !

বাহির হইয়া গেলেন

বাহির হইয়া গেলেন। অন্যদিক দিয়া কল্যাণীকে নিয়া বাহির হইল নিত্যানন্দ

নিত্যানন্দ। বৌদি, আমরা চল্লুম।

প্রতিমা। সেকি !

নিত্যানন্দ। হ্যাঁ ঢের শিক্ষা হয়েচে আমাদের। আর এমুখো কখনো হব না। আপনার সেই মনোহর—

প্রতিমা। হ্যাঁ মনোহর!

অবিনাশ প্রবেশ করিল। কল্যাণী মাথা নত করিল

অবিনাশ। মনোহর! কোথায় মনোহর! আমি তাকে চাই।

নিত্যানন্দ। পশুর মত থাবা বাড়িয়েছিল, মুচড়ে ভেঙে দিয়েচি। কল্যাণী মূর্চ্ছা গেল তাই তাকে দেখতে গিয়ে আমি একেবারে তাকে শেষ করে দিতে পারলুম না।

অবিনাশ। সে আমাদের আরো সর্ব্বনাশ করেচে। শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে মনোহর।

প্রতিমা। ওগো বাবা যে তাদের বোঝাতে গেলেন।

অবিনাশ। বাবা! কেন যেতে দিলে?

প্রতিমা। আমার কথা শুনলেন না।

অবিনাশ। আ—আ—হিংস্র ওই পশুরা যে তাঁকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।

প্রতিমা। হ্যাঁ।

অবিনাশ। আমি চল্লুম প্রতিমা। তোমরা সাবধানে থেকো।

বাহির হইতে উন্মত হইল মগনলাল প্রবেশ করিল

মগনলাল। মিঃ চৌধুরী। আপনার বাবার এই কাজ আছে। মজুরদের নিয়ে তিনি ফ্যাক্টরীতে আগুন লাগিয়ে দিলেন।

অবিনাশ। বাবা আগুন লাগিয়ে দিলেন !

প্রতিমা। মিঃ মগনলাল, ও কথা মুখ দিয়ে বার করবেন না।

মগনলাল। কেন মিসেস্ চৌধুরী ?

অবিনাশ। বাবা আগুন লাগিয়ে দিয়েচেন বলছেন কি !

নিত্যানন্দ। দাদা ওদের তোমরা চেননি, আমি চিনিচি ওরা সব মনোহরের দল।

মগনলাল। মনোহরবাবু আপনা আঁখসে দেখলেন ওহি দেখিয়ে

অবিনাশ। বলুন কি করলে ?

মগন। ধরে নিয়ে এলে।

প্রতিমা। য়্যা ! মনোহর !

অবিনাশ। কোথায় ?

মগনলাল। সে হামি বলতে পারবে না।

অবিনাশ। আপনি ঠিক দেখেচেন, মনোহর বাবাকে ধরে নিয়ে এসেচে ?

মগনলাল। হা, হা, আমি নিজে দেখিয়েচে। এলো এই বাড়ীতেই।

প্রতিমা। পশু ক্ষেপে উঠেচে, সে বলেছিল সে চায় আমাদের উচ্ছেদ।

অবিনাশ। আমি বাবাকে খুজতে যাচ্ছি প্রতিমা। তোমরা যদি পার এ-বাড়ি থেকে পালিয়ে যেও। আর পালাবার পথ না পেলে স্বর্গধামে গিয়ে লুকিয়ে থেকো।

অবিনাশের প্রস্থান

প্রতিমা। নিতু, তুমি ভাই কল্যাণীকে নিয়ে মার কাছে যাও।

নিত্যানন্দ। তুমি ?

প্রতিমা। আমি আসচি।

নিত্যানন্দ। এস কল্যাণী। তোমাকে তোমার মায়ের কাছে রেখে আসি। তারপর আর একবার মনোহরের সঙ্গে বোঝাপড়া।

মগনলাল। What's this ?

দাদাভাই। আরে মগনলালজী। হিঁয়া আর থাকচে না মজুর লোক এসে পড়বে। পালিয়ে চলুন।

আবার কোলাহল

ওকি !

প্রতিমা। হয়ত এও সেই মনোহরের কাজ।

নিত্যানন্দ। কল্যাণী মূর্চ্ছা গেল। তাই ওর দিকে নজর দিতে গিয়ে তাকে একেবারে শেষ করতে পারলুন না।

প্রতিমা। কিন্তু এখন ত তোমরা বাইরে বেরুতে পারবে না।

নিত্যানন্দ। ঘর আর বাহির দুই যে তোমাদের এখানে এক হয়ে গেছে।

প্রতিমা। তবুও এস আমার সঙ্গে। হাঙ্গামা থেমে গেলে নিজে তোমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসব। এস ভাই, এস কল্যাণী

মঞ্চ ঘুরিল

নেপথ্যে ধ্বনি

আগ লাগাও ! আগ লাগাও ! মার ডালো ! মার ডালো !

স্ত্রীকণ্ঠের চীৎকার! আহতের আর্ত্তনাদ! তারপর সব স্তব্ধ! স্বর্গধাম চন্দ্রশেখর চৌধুরীকে বন্দুক হাতে লইয়া মনোহর কাঁধে বহিয়া লইয়া আসিল

মনোহর। চিনতে পারচ! এই তোমার সেই স্বর্গধাম। চিনতে পার তোমারই বন্দুক। ভয় নাই তুমি আমায় প্রাণ ভিক্ষে দিয়েছিলে, আমিও দোব। কিন্তু ভিক্ষা চাইতে হবে, কর জোড়ে চাইতে হবে।

চন্দ্রশেখর। তারপর চিরজীবন তোমার গোলাম হয়ে থাকতে হবে, কেমন?

মনোহর। হ্যাঁ, আমাকে যেমন হয়েছিল। সে দাবীও আমি করতে পারি। কিন্তু তা করব না। শুধু করজোড়ে একবার প্রাণ ভিক্ষা চাইতে হবে। নইলে···

তুলিয়া লইয়া বাঁধিল

চন্দ্রশেখর। নইলে গুলি করে আমায় মারবে?

বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল

মনোহর। হ্যাঁ। তাই মারব।

চন্দ্রশেখর। তাই মার।

মনোহর। মরতে তুমি ভয় পাও না?

চন্দ্রশেখর। না। তোমরা কারখানার লোক। তোমরা লোহা নিয়ে কারবার কর। ড্রিলিং, হ্যামার, ফারনেসের সঙ্গে তোমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তাই তোমরা সহজেই রেগে ওঠো, রাগলেই মাথা ভাঙ্গ—চোখের বদলে চোখ আর দাঁতের বদলে দাঁতই তোমাদের দাবী। ঠিক

তোমাদের গুরুদেব যেমন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম ...
ইনডাষ্ট্রিয়াল দেশ হতে যে হিংস্র দাবী উঠেছে তোমাদের এই নকল ইনডাষ্ট্রিয়াল রাজ্যেও তা এসেছে। তাই জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর আর্ত্তনাদ। কাজের পিছনেই কুকাজ। ভয় আর নেই।

মনোহর। ভয় পাও না?

চন্দ্রশেখর। না। শুধু একটি অনুরোধ তোমায় রাখতে হবে?

মনোহর। কি!

চন্দ্রশেখর। আমাকে হত্যা করবার পর এই ধানের মঞ্জরী গোছা তুমি আমার ছেলের হাতে, আমার পুত্রবধূর হাতে পৌঁছে দেবে।

মনোহর। শুধু এইটুকু দাবী!

চন্দ্রশেখর। চাষীর এইত সম্পদ।

মনোহর। চাষী!

চন্দ্রশেখর। জমিদারী কেড়ে নিয়েচ, কিন্তু চাষীর শ্রমকে তোমরা ব্যর্থ করতে পারনি। এই সান্ত্বনা আমার সম্পদ!

দুয়ারে ঘন ঘন করাঘাত হইতে লাগিল

অবিনাশ। (নেপথ্যে) বাবা! বাবা!

মনোহর। আর সময় নেই। তুমি প্রস্তুত হও।

চন্দ্রশেখর। আগে এই ধানের মঞ্জরী তুমি নাও। নইলে এতে রক্ত লাগবে। আমি তা চাই না।

জানালা দিয়া অবিনাশ প্রবেশ করিল

অবিনাশ। বাবা! বাবা! একি!

মনোহর। এই যে জমিদার পুত্র!

অবিনাশ। তুমি! মনোহর!

মনোহর। আর ওই তোমার বাবা!

অবিনাশ ছুটিয়া গিয়া

অবিনাশ। বাবা, বাবা! এ কাজ কে করলে বাবা।

বাঁধন খুলিতে উদ্যত হইল

মনোহর। সাবধান জমিদার পুত্র! বাঁধন খোলবার অবসর তুমি পাবে না।

অবিনাশ। তুমি কি চাও?

মনোহর। কি চাই! য়্যা! চাই আমার জীবন যে ব্যর্থ করে দিয়েচে, তার সর্ব্বনাশ করতে! ওই তোমার বাবা। সারাটা জীবন আমাকে দাস করে রেখেছিল আমার একদিনের একটি মাত্র ভুলের সুযোগ নিয়ে। আর তুমি।

মনোহর। আভিজাত্যের দর্প নিয়ে আমার দাবী তুমি হেলায় উড়িয়ে দিয়েচ! আমারই সাহায্যে ফ্যাক্টরী জাঁকিয়ে তুলে আমায় দূরে তাড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করেচ।

অবিনাশ। তাই আমাকেও তুমি খুন করতে চাও?

মনোহর। হ্যাঁ, হ্যাঁ।

চন্দ্রশেখর। আমিত প্রস্তুত হয়ে রয়েচি মনোহর। অন্যায় যদি করে থাকি আমিই করিচি; আমার বংশের ধারা অব্যাহত রাখ। শুধু এইটুকু দয়া কর।

মনোহর। দয়া! দয়া করব! দাস আমি দয়া করব মনিবের এই নিবেদন!

অবিনাশ। না। তোমার দয়ার প্রত্যাশী আমরা নাই।

মনোহর। নও?

অবিনাশ। আমাকে হত্যা কর। চৌধুরীবংশের শেষ জমিদার আমি!

চন্দ্রশেখর। স্বীকার করেচে! আমার পুত্র এতদিন পরে আমার সম্বন্ধ স্বীকার করেচে। খোকা! খোকা! প্রাণের এই মঞ্জরী তুলে নে। আমাকে হত্যা করে ওর হিংসা শেষ হোক!

মনোহর। তোমারও মরতে ভয় নেই।

অবিনাশ। ত্যাগ পরখ করে।

চন্দ্রশেখর। মনোহর! দয়া কর! দয়া কর!

মনোহর। শুনচ!

অবিনাশ। তোমার দয়ায় আমি বেঁচে থাকতে চাইনা।

মনোহর। তোমার সুন্দরী স্ত্রী···

অবিনাশ। তবুও না···

মনোহর। তোমার অতবড় ফ্যাক্টরী···

অবিনাশ। তবুও না।

মনোহর। তবুও না! মরণকে তোমরা কেউ ভয় করনা।

অবিনাশ। যাও! আগে আমার বাবাকে মুক্ত করে দাও! তারপর যে-ভাবে খুসি আমাকে হত্যা কর।

মনোহর। মরতে যারা ভয় পায়না····

অবিনাশ। মরেও তারা অমর হয়ে থাকে।

মনোহর। হ্যাঁ, তাই তারা থাক।

মনোহর চলিয়া গেল

চন্দ্রশেখর। মনোহর! মনোহর!

অবিনাশ বাপের বন্ধন খুলিয়া দিল

প্রতিমা (নেপথ্যে)। মনোহর! মনোহর!

অবিনাশ চন্দ্রশেখরকে বসাইল

অবিনাশ। বাবা! আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর বাবা।

চন্দ্রশেখর। ওঠ! খোকা ওঠ!

প্রতিমা। এ কি বাবা!

চন্দ্রশেখর। আয় মা!

অবিনাশ। ফ্যাক্টরী করে আমি সম্পদ পেয়েচি বাবা, শান্তি পাইনি।

চন্দ্রশেখর। শান্তি চাও?—এই সম্পদের জন্য তোমার পিতৃপুরুষের জমিদারি পরের হাতে তুলে দিয়েচ, নিজের প্রজাদের নিরন্ন রেখে সিন্ধি পাঞ্জাবীর ডাল রুটির ব্যবস্থা করেচ। আমার বাংলার রূপ বদলে দিয়েচ।

প্রতিমা। সম্পদ ফিরিয়ে দিয়েও যদি শান্তি পাই।

অবিনাশ। চাই বাবা!

চন্দ্রশেখর। চাও মা?

প্রতিমা। চাই বাবা!

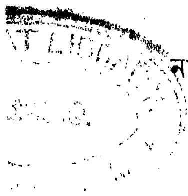
চন্দ্রশেখর। তাহলে এই ধানের মঞ্জরী বুকে তুলে নাও।

দুইজনকে ভাগ করিয়া দিলেন

লক্ষ্মীর ঝাঁপি এই ধানে ভরে রেখো মা। এতেই ফিরে পাবে সুখ শান্তি স্বস্তি, এরই কল্যাণে ঘুচবে বাংলার হাহাকার। মাথায় তুলে নাও; এযে বাংলা মায়ের দান।

যবনিকা

সংগ্রাম ও শান্তি



নাট্যভারতীতে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯

পরিচালক

নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরী

প্রযোজক

রঘুনাথ মল্লিক

ব্যবস্থাপক

বিদ্যাধর মল্লিক

পরিচালনা সহায়ক

রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্তোষ সিংহ

গান

সুকবি শৈলেন রায়

সুর

সুরশিল্পী তুলসী লাহিড়ী

দৃশ্যপট

মণীন্দ্র দাস (নানুবাবু)

স্মারক—	কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
	জ্যোতিকুমার মুখোপাধ্যায়
যন্ত্রশিল্পী—	বাঁশী—ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়
	বেহালা—কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
	হারমোনিয়াম—ঘণ্টেশ্বর প্রামাণিক
	পিয়ানো—কালী বন্দ্যোপাধ্যায় (২)
	চেলো—বসন্ত গুপ্ত
	ট্রাম্পেট—জিতেন চক্রবর্ত্তি
	তবলা—হরিপদ দাস
আলোক শিল্পী—	প্রফুল্লকুমার ঘোষ
	শঙ্কর ভট্টাচার্য্য
	কালি মিস্ত্রী
মঞ্চমায়াকর—	নৃপেন চক্রবর্ত্তি
	গোবিন্দ দাস
	রাজকৃষ্ণ মহাপাত্র
	সেখ বেচু
	অমূল্য নন্দী
মঞ্চাধ্যক্ষ—	পূর্ণ দে (এমেচার)

প্রথম রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ

চন্দ্রশেখর	অহীন্দ্র চৌধুরী
অবিনাশ	রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
মনোহর	সন্তোষ সিংহ
নিত্যানন্দ	জহর গাঙ্গুলী
দাদাভাই দৌলতরাম	বিজয়কার্তিক দাস
এলোহিবক্স	তুলসী চক্রবর্ত্তি
মাকেজী খাটলীওয়ালা	নৃপেন চক্রবর্ত্তি
জেঠাভাই মগনলাল	মিহির ভট্টাচার্য্য
বাটলার	শান্তি ভট্টাচার্য্য
বয়	গিরিশ দে
	গিরিন দে
	বটকৃষ্ট

প্রতিমা	রাণীবালা
নীলিমা	নিরুপমা
করুণাময়ী	রাজলক্ষ্মী
কল্যাণী	সাবিত্রী দেবী
রোজ (মেভ)	বিদ্যুৎলতা
ডেজী (মেভ)	স্নেহলতা